নাট্য-সিরিজ

ভ্রমর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

"কৃষ্ণকান্তের উইল"

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক

নাটকাকারে গ্রথিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

* * বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে * *

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রকাশিত

১৩৫১

কলিকাতা,

১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী বৈদ্যুতিক

রোটারী-মেসিন-যন্ত্রে'

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

মূল্য ১৲ এক টাকা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

কৃষ্ণকান্ত	...	...	হরিদ্রাগ্রামস্থ জমীদার।
হরলাল	...	...	কৃষ্ণকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
গোবিন্দলাল	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
মাধবীনাথ	...	...	ভ্রমরের পিতা।
নিশাকর	...	...	মাধবীনাথের বন্ধু।
ব্রহ্মানন্দ	...	...	হরিদ্রাগ্রামস্থ গৃহস্থ ব্যক্তি।
হরে	...	...	কৃষ্ণকান্তের ভৃত্য।
সোণা, রূপো	...	...	ভৃত্যদ্বয়।
স্বপ্না, বিধা	...	...	মালীদ্বয়।

দেওয়ান, মুহুরী, গোমস্তা, পাইকগণ ও ওস্তাদজী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

ভ্রমর	...	...	গোবিন্দলালের স্ত্রী।
রোহিণী	...	...	ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী।
যামিনী	...	...	ভ্রমরের সহোদরা।
ক্ষীরি	...	...	ভ্রমরের চাকরাণী।

গোবিন্দলালের মাতা।

ভ্রমর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বহির্ব্বাটী।

(কৃষ্ণকান্ত ও হরলাল)

হর। এ আপনার কি রকম বিচার ?

কৃষ্ণ। অবিচারটা কিসে বুঝলে ?

হর। তবে যা শুন্‌ছি, তা ঠিক ?

কৃষ্ণ। কি শুন্‌ছ ?

হর। আপনি উইল করেছেন ?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ—করেছি।

হর। আমি আপনার জ্যেষ্ঠ-পুত্র, পিণ্ডের অধিকারী, কিরূপ উইল হয়েছে, শুন্‌তে পাই কি ?

কৃষ্ণ। কেন পাবে না ? কৃষ্ণকান্ত রায় কোন কাজ গোপন ক'রে করে না। উইল এই মর্ম্মে হয়েছে যে, আমার পরলোকান্তে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলাল আট আনা, তুমি ও তোমার কনিষ্ঠ বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা, আর তোমার ভগিনী শৈলবতী এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারিণী হবে।

হর। এটা কি হ'ল? গোবিন্দলাল অৰ্দ্ধেক ভাগ পেল, আর আমরা তিন আনা?

কৃষ্ণ। আমার বিবেচনায় এটা বাপু ন্যায্য হয়েছে। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য অৰ্দ্ধেকাংশ তাকে দিয়েছি।

হর। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্যটা কি? আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি সে নেবার কে?

কৃষ্ণ। বাপু হরলাল, জেনে শুনে কচি খোকাটি হচ্ছ—না? বলি, বিষয়টা কি আমার একলার? এই সমস্ত সম্পত্তি আমার ও আমার কনিষ্ঠ ৺রামকান্ত রায়ের উপার্জ্জনে। দুই ভাই একত্র হয়ে উপার্জ্জন করেছিলুম। তবে সমস্ত জমীদারী আমি জ্যেষ্ঠ, আমার নামেই কেনা হয়েছিল। উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলেম। আর রামকান্তের মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হতেই আমার মনে হয়েছিল যে, বিষয় চিহ্নিতনামা ক'রে ফেলব। তার জন্য প্রস্তুতও হয়েছিলেম; ঠিক সেই সময়ে বিশেষ কারণে তাকে তালুকে যেতে হয়েছিল, সেখানেই হঠাৎ তার মৃত্যু হয়; সুতরাং আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়নি। আর রামকান্তেরও আমার উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তার একমাত্র পুত্র গোবিন্দলাল; আমার সংসারে আমার নিজের ছেলের মত প্রতিপালিত হয়েছে। অতি শিষ্ট, অতি শান্ত, অতি সুবোধ। আমি কি তাকে তার ন্যায্য অংশ হ'তে বঞ্চিত করতে পারি? জান, এখনও দিন-রাত হচ্ছে? চন্দ্র-সূর্য্য উঠ্‌ছে?

হর। মনে করলেই পারেন। সমস্ত সম্পত্তি যখন আপনার নামে, তখন গোবিন্দলাল কি করতে পারে? বেশী চালাকী করে, আপনি অনুমতি করুন, আমি কান পাক্‌ড়ে দু'গালে দুই চড় দিয়ে বাড়ীর বার ক'রে দেব।

কৃষ্ণ। ক্ষমা দাও বাপু, এ বয়সে আর অধর্ম্মটা শিখিও না; আমা হ'তে এ কাজ কিছুতেই হবে না। গোবিন্দলাল আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক অধিকারী। দেখ হরলাল, আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, সংসারে যেটুকু দেখ্‌বার দেখেছি। যতটুকু বোঝ্‌বার বুঝেছি। ধর্ম্ম-পথের চেয়ে আর পথ নেই। জান ত, গ্রামে প্রবাদ—আমি ভারী কড়া জমীদার, মহা দাম্ভিক। সে দাম্ভিকতা-টুকু এ বয়েস পর্য্যন্ত বজায় রাখ্‌তে পেয়েছি কেন জান? ধর্ম্মই আমার লক্ষ্য, কখন ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হব না—এতে আমার যা হোক।

হর। আর একটা কথা, মা-বোন্‌কে আমরা প্রতিপালন করব—তাদেরই বা এক এক আনা কেন? বরং তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী ব'লে লিখে যান।

কৃষ্ণ। বাপু হরলাল! বিষয় আমার, তোমার নয়। আমার যাকে ইচ্ছা, তাকে দিয়ে যাব।

হর। আপনার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে; আপনাকে যা ইচ্ছা, তা কর্‌তে দেব না।

কৃষ্ণ। হরলাল, তুমি যদি বালক হ'তে, তবে আজ তোমাকে গুরু-মহাশয় ডাকিয়ে বেত লাগাতেম।

হর। আমি ছেলেবেলায় গুরু-মহাশয়ের গোঁফ পুড়িয়ে দিয়েছিলেম! এখন এই উইলও সেইরূপ পোড়াব।

কৃষ্ণ। হরলাল! তোমার দোষ নেই; তোমার রক্তগত শনি। ভাল, সেই উইল আমি আজই বদ্‌লাব। তাতে কি থাক্‌বে জান? গোবিন্দলাল আট আনা, তোমার কনিষ্ঠ বিনোদলাল পাঁচ আনা, কর্ত্রী এক আনা, তোমার সহোদরা শৈলবতী এক আনা, আর তুমি এক আনা মাত্র পাবে।

হর। এতটা অনুগ্রহ নাই করলেন! আমার মোট বইবার ক্ষমতা আছে।

কৃষ্ণ। ভাল, সেই পরামর্শই উত্তম। আমি তোমার মুখ-দর্শন করতে চাইনে। তুমি আমার সাম্‌নে থেকে স'রে যাও।

হর। তা যাচ্ছি, কিন্তু আমি আপনাকে শেষ কথা ব'লে যাচ্ছি। যদি আপনি উইল পরিবর্ত্তন ক'রে আমাকে আট আনা লিখে দেন, আর সেই উইল শীঘ্র রেজিষ্টারী করেন, তবেই ভাল, নচেৎ আমি কলিকাতায় গিয়ে একটা বিধবা-বিবাহ করব।

কৃষ্ণ। তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। তোমার যাকে ইচ্ছে তাকে বিবাহ করতে পার, তাতে আমার কোন বাধা নেই। আমার যাকে ইচ্ছে, তাকে বিষয় দেব। যত বড় মুখ না তত বড় কথা! মনে করেছ, তুমি বিধবা-বিবাহ করবে ব'লে আমায় ভয় দেখিয়ে তোমার উদ্দেশ্যসাধন করবে? তুমি বাতুল! ভাল, দেখ কৃষ্ণকান্ত রায় কিরূপ দুর্দ্দান্ত। কে আছিস্ রে, দপ্তরখানায় ব্রহ্মানন্দ বোধ হয় আছে, ডেকে দিস্ ত। ব'লে দে, আজ নূতন উইল লিখতে হবে। (পুনরায় হরলালের প্রতি) এবার উইলে কি কি লেখা হবে জান? তোমার ভাগ্যে শূন্য পড়বে, একটি কাণা কড়িও না।

[প্রস্থান।

হর। তাই ত—করি কি? সব ফস্‌কাল যে। এখন আমি কি রাস্তার কুকুর? পথের ভিখারী? আমাদের বাড়ীর যে হরে চাকর, তার চেয়ে আমি কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ? গোবিন্দলাল কোথাকার কে, আমার খুড়োর ছেলে, আজ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে দাঁড়াবার স্থান নাই, সে অর্দ্ধেক সম্পত্তির অধিকারী! পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে হুকুম চালিয়ে জমীদারী ভোগ করবে, আর আমি

হীন—অতি হীন—অন্নদাস ; এক মুঠো দেবে, তবে খেতে পাব ! উঃ, ইচ্ছে করছে, লাঠিয়াল দিয়ে বুড়োর মাথাটা গুঁড়িয়ে ফেলি। আচ্ছা, আমিও জমীদারের ছেলে, জাল-জোচ্চুরি এ সব খুব জানি, শেষ যা হবে, তাও বুঝেছিলেম, বুঝে সুজেই আমি তৈয়ার হয়ে এসেছি। ঐ যে ব্রহ্মানন্দ আস্‌ছে। দেখি এক চাল চেলে।

(ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ)

ব্রহ্মানন্দ। কি ভায়া, কর্ত্তা কোথায় গেলেন ? শুন্‌লেম আবার নূতন উইল তৈয়ার হবে।

হর। এই রকম ত শুন্‌ছি, আমার ভাগ্যে এবার শূন্য।

ব্রহ্মা। কর্ত্তা এখন রাগ ক'রে তাই বলেছেন, কিন্তু সেটা থাক্‌বে না।

হর। আজ বিকেলে লেখা-পড়া হবে ? তুমি লিখবে ?

ব্রহ্মা। তা, কি করব ভাই ! কর্ত্তা ব'ল্লে ত "না" বলতে পারিনি, ভাল, এতটা রাগের কারণ কি ?

হর। আমি বিধবা-বিবাহ করব বলেছি, তাইতে আমার ভাগ্যে শূন্য পড়বে।

ব্রহ্মা। এঁ্যা ! ভায়া, তোমার বয়েসও কাঁচা, বুদ্ধিও কাঁচা. এত তাড়া হুড়ো ক'রে মনের কথাটা ব'লে ফেল্লে কেন ? উইল লেখা-পড়া হয়ে রেজিষ্টারী হবার পর তুমি পাঁচ যোড়া বিধবা বিবাহ করলে কর্ত্তা কিছুই করতে পারতেন না।

হর। সে কথা যাক্। এখন কিছু রোজগার করবে ?

ব্রহ্মা। কি ? কিলটা চড়টা ? তা ভাই, ক্ষার না কেন।

হর। তা নয়,—হাজার টাকা।

ব্রহ্মা। বিধবা-বিবাহ ক'রে না কি ?

হর। যদি তাই হয়?

ব্রহ্মা। বয়েস আছে?

হর। তবে আর একটা কাজ বলি। মন দিয়ে শোন। আগাম কিছু নাও (নোট প্রদান)

ব্রহ্মা। ব্যাপার কি ভায়া, এ যে পাঁচশো টাকার নোট? এ নিয়ে আমি কি করবো?

হর। পুঁজি কর, দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও।

ব্রহ্মা। গোয়ালিনী ফোয়ালিনীর কোন এলেকা রাখিনি; কিন্তু আমায় করতে হবে কি?

হর। তোমার বাড়ী চল। দুটি কলম কেটে ঠিক ক'রে রাখ, দুটি যেন ঠিক সমান হয়, দুটিরই লেখা যেন এক রকম দেখতে হয়।

ব্রহ্মা। আচ্ছা ভাই, তার পর কি শুনি!

হর। যে দুটি কলম ঠিক সমান ক'রে কাটবে, তার একটি নিয়ে উইল লিখতে আসবে, দ্বিতীয় কলমটি নিয়ে এখন একখানা লেখা-পড়া তৈয়ার করতে হবে; তোমার বাড়ীতে ভাল কালি আছে?

ব্রহ্মা। তা আছে।

হর। ভাল, সেই কালি উইল লিখ্‌তে নিয়ে এসো।

ব্রহ্মা। তোমাদের বাড়ীতে কি দোয়াত-কলম নেই যে, আমি ঘাড়ে ক'রে নিয়ে আস্‌বো?

হর। আমার কোন উদ্দেশ্য আছে; নচেৎ তোমাকে এত টাকা দিলুম কেন?

ব্রহ্মা। আমিও তাই ভাবছি বটে,—ভাল বলেছ ভাই রে!

হর। তুমি দোয়াত-কলম নিয়ে এলে কেউ ভাবলেও ভাব্‌তে পারে, আজ এটা কেন, তুমি অমনি সরকারী কালি-কলমকে গালি পেড়ো ; তা হ'লেই হবে।

ব্রহ্মা। তা সরকারী কালি-কলম কেন, সরকারকে শুদ্ধ গালি পাড়্‌তে পারবো।

হর। তত আবশ্যক নেই। এখন আসল কাজের কথা শোন। এই দেখ, দু'খানি জেনারেল নোটের কাগজ আমি যোগাড় করেছি।

(কাগজ প্রদর্শন)

ব্রহ্মা। এ যে সরকারী কাগজ দেখ্‌তে পাই।

হর। সরকারী নয়, কিন্তু উকিলবাড়ীতে লেখা-পড়া—এই কাগজেই হয়ে থাকে। কর্ত্তা এই কাগজে উইল লিখিয়ে থাকেন, জানি। এ জন্য এ কাগজ আমি সংগ্রহ করেছি। তোমার বাড়ীতে চল, যে রকম লিখ্‌তে হবে, আমি ব'লে দিচ্ছি কিন্তু ঐ কালি-কলমে লিখ্‌তে হবে।

ব্রহ্মা। তাই ত ভায়া, বড় ধোঁকায় ফেল্লে যে। প্রাণের ভিতর ছোট-খাট কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে। এক দিকে টাকার লোভ, অন্য দিকে জাল-জুয়াচুরি। ভাল, কি লিখ্‌তে হবে—ভাবার্থটা শুনি!

হর। শোন। কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করেছেন, তাঁর নামে যত সম্পত্তি আছে, তাঁর পরলোকান্তে বিনোদলাল তিন আনা, গোবিন্দলাল এক পাই, মা এক পাই, শৈলবতী এক পাই, আমার ছেলে এক পাই, আর আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র ব'লে অবশিষ্ট বারো আনা।

ব্রহ্মা। ভাল, এ উইল যেন লেখা হ'ল—দস্তখত করে কে?

হর। আমি এত দিন জমিদারীর কাগজপত্র দেখ্‌লুম কি কর্‌তে? বাপের নামটা সহি করতে পারব না?

ব্রহ্মা। ভাল, জন চারেক সাক্ষীর নাম ত চাই ?

হর। তাও আমি করব।

ব্রহ্মা। তা—ভায়া, এ ত জাল উইল হবে।

হর। এই সাঁচ্চা উইল হবে। বৈকালে যা লিখ্‌বে, সেইটাই হবে জাল।

ব্রহ্মা। কিসে ?

হর। তুমি যখন উইল লিখতে আস্‌বে, তখন যে উইলখানি এখন লেখা হবে, সেইখানি নিজের পিরাণের পকেটে লুকিয়ে নিয়ে এস। এখানে এসে ঐ কালি-কলমে এদের ইচ্ছামত উইল লিখ্‌বে। কাগজ, কালি, কলম, লেখক—সব একই ; সুতরাং দুইখানি উইল দেখ্‌তে ঠিক এক রকম হবে। পরে উইল প'ড়ে শুনানো ও দস্তখত হয়ে গেলে, তুমি স্বাক্ষর করবার জন্য নেবে। সকলের দিকে পেছুন ফিরে দস্তখত করবে। সেই অবকাশে উইলখানি বদ্‌লে নেবে। আদতখানি কর্ত্তাকে দিয়ে কর্ত্তার উইলখানি নিয়ে আমায় দেবে।

ব্রহ্মা। হু—বল্লে কি হয়—বুদ্ধির খেলটা খেলেছ ভাল।

হর। ভাবছ কি ?

ব্রহ্মা! ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু ভয় করে। তোমার টাকা ভাই ফিরিয়ে নাও। আমি এমন জালের মধ্যে থাক্‌ব না।

হর। অকর্ম্মণ্য ! দাও, আমার টাকা ফিরিয়ে দাও।

ব্রহ্মা। ভায়া, চ'টো না, জাল-জালিয়াত টেঁকে না। যদি টেঁক্‌তো করতুম। কেন আর এ বয়সে একটা কলঙ্কের ভাগী হই ? নাও ভায়া, তোমার টাকা ফেরত নাও।

(নোট প্রত্যর্পণ ও হরলালের প্রস্থানোদ্যোগ)

ব্রহ্মা। (স্বগত) তা হ'লে টাকাটা—না বাবা—গারদ-ঘর বিষম স্থান ! তা ব'লে হাজার টাকা—উঃ ! অনেক টাকা ! ওদিকে আবার

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। কিন্তু টাকাটা যে ঢের! (প্রকাশ্যে) বলি ভায়া, গেলে না কি?

হর। না। কি বলছো?

ব্রহ্মা। তুমি এখন পাঁচশো টাকা দিলে। আর কি দেবে?

হর। তুমি সে উইলখানি দিলে আর পাঁচশো টাকা দেব।

ব্রহ্মা। অনেক টাকার লোভ—ছাড়া যায় না।

হর। তবে তুমি রাজি হ'লে?

ব্রহ্মা। রাজি না হয়েই বা করি কি! কিন্তু বদল করব কি প্রকারে? দেখ্‌তে পাবে যে।

হর। কেন দেখ্‌তে পাবে? তোমার বাড়ী চল, তোমার সামনে আমি উইল বদল ক'রে নিচ্ছি। দেখ দেখি, টের পাও কি না? সে কৌশল আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।

ব্রহ্মা। ভায়া হে—

"না যাইলে রাজা বধে, যাইলে ভুজঙ্গ।
রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ॥"

আমারও সেই অবস্থা। যে কাজ করতে স্বীকৃত হচ্ছি, তা রাজদ্বারে মহা দণ্ডার্হ অপরাধ—যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হ'তেও পারি; আবার যদি এ কাজ না করি, তা হ'লে হস্তগত হাজার মুদ্রা ত্যাগ করতে হয়। তা, প্রাণ থাকৃতে পারব না। এ দিকে সংক্রামক জ্বর, প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, কিন্তু বড় ঘটার ফলাহার উপস্থিত! করি কি? লোভ বড় না বদহজমের ভয় বড়? ভাল, চল, নারায়ণ আছেন—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর।

(গোবিন্দলালের প্রবেশ, পশ্চাৎ হইতে ভ্রমর-কর্ত্তৃক গোবিন্দলালের চক্ষুর্দ্বয় আবৃত-করণ)

ভ্রমর। বল দেখি আমি কে?

গোবি। অমন পাহাড়-কাটা হাত আর কার বল? আমি বুঝেছি।

ভ্রমর। ছাই বুঝেছ! আমার পাহাড়-কাটা হাত? বল দেখি আমি কে?

গোবি। বলবো? মতি গোয়ালিনী।

ভ্রমর। কি! যত বড় মুখ না তত বড় কথা! আমি মতি গয়লানী?

গোবি। আরে, কে ও—তুমি? ভুল হয়েছে, কি ক'রে বুঝ্‌বো বল? এমন সময় সংসারের কাজকর্ম্ম ফেলে, ভুমরী এসে যে আমার চোখটি চেপে ধরবে, তা ত জানতুম না।

ভ্রমর। খবরদার! মুখ সাম্‌লে কথা কও, আমি মহামহিম শ্রীল শ্রীমতী ভ্রমর দাসী—আমায় ভুমরী বলা! জান, এখনই নাক কান কেটে বোঁচা ক'রে দেব?

গোবি। তা দেও না! তা ক'রে যদি তুমি সুখী হও, তাতে আমার একটুকুও আপত্তি নেই। তোমার কাছে ত নাক-কাণ থাক্‌তেও নেই হয়েই আছি।

ভ্রমর। কেন বল দেখি? এতটা আপসোষ কেন? কড়্‌কানির উপরে রেখেছি ব'লে; না? তুড়ি-লাফ মার্‌তে পার না, হেথা সেথা ছুট্‌তে পার না, পাঁচখানা ভাল-মন্দ মুখ দেখ্‌তে পাও না! জান, তা হ'লে প্রবল-প্রতাপান্বিত ভ্রমর দাসী হুলস্থূল করবে; তাই বড় দুঃখ; না?

গোবি। আচ্ছা রূপের ধুচুনি! যেমন নাক, তেমনি চোখ, তেমনি মুখ। ও চেহারায় অমন ক'রে নথ-নেড়ে ঝঙ্কার দিলে কাঁহাতক বরদাস্ত হয় বল?

ভ্রমর। তা আমি খেঁদা হই, বোঁচা হই, কালো-কুৎসিত হই, এই চেহারায় এত দিন ধ'রে গোলাম ক'রে রেখেছি ত বটে? বেশী চালাকী ক'র না, যে দিন পাণ থেকে চুণ খস্‌তে দেখব, সেই দিন তোমার এক গালে চুণ, এক গালে কালি দিয়ে, উল্টো গাধায় চাপিয়ে, গ্রামে গ্রামে ঢ্যাঁঢ্‌রা পিটিয়ে দেব যে, পাটরাণী ভ্রমর-সুন্দরীর কথামত না চলার দরুণ মেজবাবুর এই দুর্দ্দশা।

গোবি। তা যাই বল, ও কালো রূপ আর ধ্যান করতে পারি নি। ও কালো ভেবে ভেবে এমন আলো-করা প্রাণ অন্ধকার হয়ে রয়েছে। আর পারিনি, এখন নূতন কিছু চাই।

ভ্রমর। কি! এত বড় কথাটা তুমি আমার মুখের সাম্‌নে বললে! আমি চল্লুম, আর তোমার কাছে থাকব না।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

গোবি। ও ভোমরা! শোন্—শোন্—যাস্‌নি, আমার কথা শোন্ (হস্ত ধারণ)

ভ্রমর। আমি থাক্‌ব না। আমি কালো-কুৎসিত, তোমার চোখের বালি—দুটি চক্ষের বিষ; আমার আর দরকার কি? নূতন খুঁজছো, নূতন খুঁজে নাও গে যাও।

গোবি। ও ভোমরা! একটু থেমে। যে ক'রে মাথা নাড়ছিস, এখনই নথ খ'সে প'ড়ে যাবে!

ভ্রমর। যায় যাবে! তোমার কি? ছেড়ে দেও, আমি থাকবো না।

গোবি। আচ্ছা আচ্ছা—ঘাট হয়েছে—আমার ঝকমারী হয়েছে। আর বলব না। আমার কালোই ভাল, আমি চিরকাল কালোর সেবা করব। জানিস ভুমরী—"কালো জগৎ-আলো।"

ভ্রমর। শুধু ঘাট মানলে হবে না। গলায় কাপড় দিয়ে যোড়-হাত ক'রে বল—'এমন কর্ম্ম আর করব না'—তবে ছাড়ব। তা নইলে আমি অনর্থ বাধাব। আমি থাকৃতে তোমার নূতন চাই? লজ্জা হয় না? মুখ ফুটে ব'ল্লে কেমন ক'রে?

গোবি। ভুম্‌রী! তোরই জিত। এই আমি গলায় কাপড় দিয়ে যোড় হাত ক'রে বল্‌ছি—ঝক্‌মারী করেছি, আর কখন অমন কথা বলব না। আমি কি জানিনি ভুম্‌রী, পুরানো চাল ভাতে বাড়ে? ঘরের পুরানো ছেড়ে বাইরে নূতন খুঁজ্‌তে গেলে, হবে কি জানিস্? যেটুকু আমোদ নিয়ে হেসে খেলে বেড়াচ্ছি, সেটুকু একদম বন্ধ হয়ে যাবে, পোড়ার মুখে আর হাসি থাক্‌বে না। থাক্‌বার মধ্যে থাক্‌বে কি জানিস্? চোখের কোলের কালি, মনের অন্ধকার, আর জগৎযোড়া অশান্তি।

ভ্রমর। তার পর—মেজবাবু! জ্ঞান-বুদ্ধিটুকু ত বেশ আছে দেখ্‌তে পাই, এই রকম চিরকাল থাক্‌বে ত?

গোবি। দেখ্‌ ভুম্‌রী! এইবার তোর মুখের বড় বাহার খুলেছে। অমাবস্যার মতন মুখ, তার ভেতর থেকে হাসি বেরুচ্ছে—যেন অন্ধকার রেতে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে!

ভ্রমর। দেখ অত গুমোর ক'র না। তুমি আপনাকে বিম্বাধর ঠাওরাও না কি?

গোবি। তোমার তুলনায় বটে! আচ্ছা, বল্‌ দেখি ভোম্‌রা, তুই আমার কে?

ভ্রমর। তোমার আমি সর্ব্বস্ব !

গোবি। আর আমি তোর কে ?

ভ্রমর। ইহকাল পরকাল !

গোবি। আর ?

ভ্রমর। আর আমার কি, তা অতশত বুঝি না বাপু। মোটামুটি কি বলব, ধর্ম্মও জানিনি, মোক্ষও জানি নি ; ইহকালও জানিনি, পরকালও জানিনি ; তুমিই আমার সব ! আমার উঠতে তুমি, বোস্‌তে তুমি, খেতে তুমি, শুতে তুমি, ঘুমুতে তুমি। তুমি যেখানে, আমি সেখানে ; আমি যেখানে, তুমি সেখানে।

গোবি। ভোম্‌রা, তুই এত কথা শিখ্‌লি কোত্থেকে ? দেখি দেখি—তোর কালো মুখখানা ভাল ক'রে দেখি !

হরলাল। (নেপথ্যে) গোবিন্দলাল ওখানে আছ ?

গোবি। আজ্ঞে হাঁ—যাই।

[উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ব্রহ্মানন্দের রন্ধন-শালা।

(রোহিণী)

রোহি। বাঃ ! বাঃ ! বেশ আছি ! বেশ হাস্‌ছি, বেশ খেল্‌ছি, বেশ কাটাচ্ছি। মনে একটু মলা নেই, প্রাণে এক কোঁটা জ্বালা নেই। দু'বেলা কাকার উনুনে ফুঁ পাড়ি, দুটি দুটি রাঁধি, দু'বেলা দু'মুঠো খাই ; বস্‌ ! দিনের কাজ ফুরালো। যা করতে জন্মেছি, সেই কাজ ত

বেশ হ'ল ! উপরীর মধ্যে বারুণী-পুকুর থেকে ঘড়া কতক জল আনি। পোড়া ভগবানের কি একচোখো বিচার ! রায়দের মেজ বৌ ঐ চেহারা, নামে ভ্রমর, রংএও ভ্রমর ; মুখ-চোখের শ্রীও তেম্‌নি ! তার অদৃষ্ট দেখলে কার না রিষ হয় ? অমন দেব-দুর্ল্লভ স্বামী, অতুল ঐশ্বর্য্য, গা-ভরা গয়না, অসংখ্য দাস-দাসী—মুখের কথা খসাতে না খসাতে তারা হুকুম তামিল কর্‌ছে। আর আমি ? আমার রূপ আর ভ্রমরের রূপ ! আমার রং আর ভ্রমরের রং ! আমার মুখ-চোখ আর ভ্রমরের মুখ-চোখ ! ভাদ্দরের ভরা নদী—রূপের তরঙ্গ উথলে পড়ছে। এই চোখ—একটা ইসারায় কাকে না পায়ের গোলাম ক'রে রাখতে পারি ? স্বামী কি বস্তু, জান্‌তে না জান্‌তেই বিধবা হলুম ! জীবনের সব সাধ, সব অনুরাগ মুকুলেই অবসান ! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) যাই, উনুনের আঁচটা ব'য়ে যাচ্ছে। বারুণী পুকুর থেকে এক ঘড়া জল তুলে এনে দালটা চড়িয়ে দিই। [কলসী লইয়া প্রস্থান।

(হুঁকা হস্তে ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। কৈ, রোহিণী কোথায় গেল ? উনুনের আঁচটা যে ব'য়ে যাচ্ছে। রান্না-বান্না কখন্ চড়াবে ? খাওয়া-দাওয়া আর কখন্ হবে ? বুঝি জল-টল আন্‌তে গিয়েছে। নিজেই একটু আগুন তুলে নিই, ব'সে ব'সে গুড়ুকে গম্ভীর বুদ্ধি করি। (তামাক সেবন) ওঃ ! ভগবান্ রক্ষা করেছেন। জাল-জোচ্চরি কি আমার দ্বারা হয় ? এক দিকে হাজার টাকার লোভ, অপর দিকে যাবজ্জীবন দীপান্তর। বাবা, গাটা যেন কেঁপে উঠ্‌তে লাগল ! সব ঠিকঠাক ক'রে এনেছিলুম ; উইল লেখা হবার পর আমার দস্তখতের সময় পেছন ফিরে সেই তক্কে জাল উইল রেখে আসল উইল সরিয়েছিলুম। কিন্তু বাবা, ধর্ম্মের কি

মাচ্‌কো ফের! কে যেন হাত চেপে ধল্লে! আমার হাজার টাকা মাথায় থাক্, অমন বাঁকা পথে আর কখনও চল্‌ছিনি। দোহাই মা কালি! সুমতি দাও, সুমতি দাও, সোজা পথে চলতে শেখাও! সংসার-সাগরে কুটো হয়ে ভাস্‌ছি; ঢেউয়ের ঘায়ে যেন না খান্ খান্ হয়ে যাই, মিছে ভূতের বেগার খাটিও না মা।

(গীত)

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মলেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে॥
নিজে হই সরকারী মুটে,
মিছে মরি বেগার খেটে,
আমি দিন-মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে।
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে,
(এরা) কারো কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল খেটে;—
রামপ্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি, কর্ম্মডুরি দে না কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই কর মা, যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে॥

(হরলালের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। এস ভায়া, এস। উইল ত লিখে-পড়ে এলুম। কর্ত্তা মহা-রাগত। সকলে মিলে অনেক বোঝান গেল, "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" তোমার ভাগে শূন্য। শেষ ছোট কর্ত্তা বিনোদবাবু, মেজবাবু অনেক বলা কওয়াতে তোমার ছেলে এক পাই পাবে এই ব্যবস্থা হয়েছে।

হর। সে কথা যাক্—কি হ'ল?

ব্রহ্মা। ভায়া হে,

"মনে করি চাঁদা ধরি হাতে দিই পেড়ে।
বাবলা গাছে হাত লেগে আঙ্গুল গেল ছিঁড়ে॥"

হর। পার নি নাকি!

ব্রহ্মা। ভাই, কেমন বাধ-বাধ ঠেক্‌তে লাগল।

হর। পার নি?

ব্রহ্মা। না ভাই—এই তোমার জাল উইল নাও। এই তোমার টাকা নাও। (নোট ও উইল প্রত্যর্পণ)

হর। মূর্খ, অকর্ম্মা, স্ত্রীলোকের কাজটাও তোমা হ'তে হয় না? আমি চল্লুম। কিন্তু দেখ, তোমা হ'তে যদি এ কথার বাষ্পমাত্র প্রকাশ পায়, তবে তোমার জীবন-সংশয়।

ব্রহ্মা। সে ভাবনা ক'র না, কথা আমার নিকট প্রকাশ পাবে না।

[হরলালের প্রস্থান।

(হরলালকে উদ্দেশ করিয়া) ভায়া বড় মুস্‌ড়ে চ'লে গেল! সাধে-বাধ—ঘা'টা বেজায় লেগেছে। বুঝলে ভায়া, কাজটা হ'ল না বটে, কিন্তু অদৃষ্ট তোমার আমার দুজনেরই সু-প্রসন্ন। পাপকাজ ছাপা থাকৃত না, আর কৃষ্ণকান্ত রায় তেমনি বান্দা নয়; তোমায় আমায় দু'জনকেই শ্রীঘর দেখাত।

(রোহিণীর পুনঃ প্রবেশ)

রোহি। হ্যাঁ কাকা, কে এসেছিল গা? মস্‌-মস্‌ ক'রে বেরিয়ে গেল?

ব্রহ্মা। কর্ত্তার বড় ছেলে হরলাল বাবু—তোর বড় কাকা।

রোহি। এমন সময় কি দরকারে এসেছিলেন?

ব্রহ্মা। আমার সঙ্গে একটু বিশেষ দরকার ছিল।

রোহি। তা, ছুটি খেতে বল্লে না কেন? খাওয়া-দাওয়ার ত সব তৈরী।

ব্রহ্মা। ছাই তৈরী! উনুনের আঁচটা ব'য়ে যাচ্ছে। এখন জল নিয়ে এলি, তার পর রান্না চড়াবি, খাওয়া-দাওয়া কখন্ হবে? সে কথা যাক্, তোকে একটা কথা বলি, শোন্, দ্যাখ্, তোর সোমত্ত বয়েস, যখন তখন রাস্তা-ঘাটে বেরুসনি।

রোহি। কাকার কেমন এক কথা! আমি কি এখনও কচি খুকীটি? আমার কি বয়েস হয়নি?

ব্রহ্মা। আরে বাঁদ্‌রী, তুই ত কথা বুঝবিনি। তোর হাজার বয়েস হোক, বয়েস ত যায়নি? বয়েসওয়ালা মদ্দও কি পথে ঘাটে বেরোয় না?

রোহি। তা আমার কি?

ব্রহ্মা। তা বটে ত! দ্যাখ্, আর অবুঝ হস্‌নি, আমার কথা শোন্; যেমন সমুদ্রের মধ্যে হাঙ্গর, কুমীর, আরও সব কত হিংস্রক জন্তু থাকে, তেমনি দেশের ভেতর মেলা দাঁত বেরকরা বদ্‌-জানোয়ার আছে, একটু সুবিধা পেলেই কামড়ে ধরে। এদিক ওদিক করিস্‌নি, ঠাণ্ডা হয়ে রাঁধ-বাড়্, খা-দা, থাক। কি করবি, ভগবান্ মেরেছে, তার ত আর চারা নেই। আমি এখন যাই—সন্ধ্যা আহ্নিকটে সেরে নি গে, তুই চট্‌পট্ রেঁধে নে।

[প্রস্থান।

রোহি। দাল্‌টা চড়িয়ে দিই। পোড়া পেটে যা হোক্ কিছু দিতে হবে ত'! এমন ক'রে আর কত দিন চল্‌বে; পোড়া মনের ভার আর কত দিন ব'য়ে বেড়াব? যা হবার হোক; আমি ত গা ভাসিয়ে দিই, তার পর যেখানে গিয়ে পড়ি।

(হরলালের পুনঃপ্রবেশ)

হর। কি গো রোহিণি, কি হচ্ছে ?

রোহি। যা হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন ত ! আপনি আবার এলেন যে ?

হর। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

রোহি। (স্বগত) আমার সঙ্গে কথা ! (প্রকাশ্যে) আজ এখানে খাবেন ? সোরু চালের ভাত চড়াব কি ?

হর। তা চড়াবে চড়াও, কিন্তু সে কথা নয়। তোমার এক দিনের কথা মনে পড়ে কি ? সেই দিন,—যে দিন তুমি গঙ্গাস্নান ক'রে আস্‌তে যাত্রীদের দল-ছাড়া হয়ে পেছিয়ে পড়েছিলে ? মনে পড়ে ?

রোহি। মনে পড়ে।

হর। যে দিন তুমি পথ হারিয়ে মাঠে পড়েছিলে, মনে পড়ে ?

রোহি। পড়ে।

হর। যে দিন মাঠে তোমার রাত্রি হ'লে তুমি একা ; জন কতক বদমাস লোক তোমার সঙ্গ নিল, মনে পড়ে ?

রোহি। পড়ে।

হর। সে দিন কে তোমায় রক্ষা করেছিল ?

রোহি। তুমি। তুমি ঘোড়ার উপরে সেই মাঠ দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে।

হর। শালীর বাড়ী।

রোহি। তুমি দেখতে পেয়ে আমায় রক্ষে করলে, আমায় পাল্কী-বেহারা ডেকে আমাকে সেই পাল্কী ক'রে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে। মনে পড়ে বৈ কি। সে ঋণ আমি কখনও শুধতে পারব না।

হর। আজ সে ঋণ শোধ করতে পার—আর তার ওপর আমায় জন্মের মত কিনে রাখতে পার। করবে ?

রোহি। কি বলুন, আমি প্রাণ দিয়েও আপনার উপকার করব।

হর। কর না কর, এ কথা কারও সাক্ষাতে প্রকাশ করো না।

রোহি। প্রাণ থাক্‌তে নয়।

হর। দিব্যি কর।

রোহি। আমার ইষ্ট-দেবতার দিব্যি।

হর। শোন বলি (কানে কানে কথা) বুঝেছ ? সেই আসলখানা চুরি ক'রে এইখানি তার বদলে রেখে আসতে হবে। আমাদের বাড়ীতে তোমার যাতায়াত আছে। তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি অনায়াসে পারবে। যা বল্লুম, তা আমার জন্য করতে স্বীকৃত আছ ?

রোহি। চুরি ! আমাকে কেটে ফেল্লেও আমি পারব না।

হর। স্ত্রীলোক এমনই অসার বটে, কথার রাশি মাত্র। এই বুঝি তুমি এ জন্মে আমার ঋণ পরিশোধ করুতে পারবে না ?

রোহি। আর যা বলুন, সব পারব। মরুতে বলেন মরব ; কিন্তু এ বিশ্বাসঘাতকের কাজ পারব না।

হর। রোহিণি ! আমার এ কথাটা রাখ, আমি আজন্ম তোমার কেনা হয়ে থাকুব। এই হাজার টাকা পুরস্কার নাও। এ কাজ তোমায় করতেই হবে।

রোহি। আপনার টাকা আপনি রাখুন, টাকার প্রত্যাশা আমি করিনে। কর্ত্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারব না। করবার হ'ত ত আপনার কথাতেই করতুম।

হর। মনে করেছিলুম, রোহিণি ! তুমি আমার হিতৈষিণী ; কিন্তু পর কখনও আপন হয় ? দেখ, আজ যদি আমার স্ত্রী থাকতো, আমি তোমার খোসামোদ করতেম না। সেই আমার এ কাজ করত। হাস্‌লে যে ?

রোহি। আপনার স্ত্রীর নামে সেই বিধবা-বিবাহের কথা মনে পড়লো। আপনি নাকি বিধবা-বিবাহ করবেন? শুনলুম, এই কথা নিয়ে কর্ত্তার সঙ্গে মহা রাগারাগি হয়েছে।

হর। ইচ্ছে ত আছে, কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কৈ?

রোহি। তা বিধবাই হোক, সধবাই হোক—বলি, বিধবাই হোক, কুমারীই হোক, একটা বিবাহ ক'রে সংসারী হলেই ভাল হয়। আমরা আত্মীয়-স্বজন, সকলেরই তা হ'লে বড় আহ্লাদ হয়।

হর। দেখ রোহিণি! বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত।

রোহি। তা ত এখন লোকে বলছে।

হর। দেখ, তুমিও একটা বিবাহ করতে পার, কেনই বা করবে না?

রোহি। (মাথার কাপড় টানিয়া) কি বলছেন?

হর। দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম্যসুবাদ মাত্র—সম্পর্কে বাধে না (রোহিণীর গালে কাটি-দেওন); কি বল রোহিণি, তা হ'লে আমি নিরাশ হয়ে ফিরে যাব? এ সামান্য অনুরোধটি আমার রাখ্‌বে না?

রোহি। সামান্য হ'লে রাখতুম। আপনি চুরি করতে বলেছেন; বলুন দেখি, চুরি কাজটা কি সামান্য?

হর। ভাল, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমি চল্লুম, আর কি করব বল?

(প্রস্থানোদ্যোগ)

রোহি। গেলেন না কি?

হর। কি বল্‌ছ?

রোহি। কাগজখানা না হয় রেখে যান, দেখি কি কর্‌তে পারি।

হর। তবে রোহিণি, আমার সঙ্গে এতক্ষণ ছল করছিলে কেন? এই নাও কাগজ আর এই নাও নোট।

রোহি। নোট নয়, শুধু কাগজখানা রাখুন।

হর। ভাল, তাই। (উইল অর্পণ) আমি এখন যাই, আবার আস্‌বো।

[প্রস্থান।

রোহি। স্রোতের তৃণ হয়েছি, ভাল মন্দ বাছবো না। যে দিকে নিয়ে যায় যাই। চুরি চুরিই সই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কৃষ্ণকান্তের শয়ন-কক্ষ।

কৃষ্ণকান্ত।

কৃষ্ণ। (ঝিমাইতে ঝিমাইতে) তাই ত! উইলখানা হঠাৎ বিক্রয়-কোবালা হয়ে গেল! ঐ হরলালটা তিন টাকা তের আনা দুকড়া দু'ক্রান্তি দামে আমার সমস্ত সম্পত্তি কিনে নিলে!.না, না, এ দানপত্র নয়, এ যে তমসুক। অ্যাঁ! আমার আফিংএর কৌটা? ঐ যে ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এসে, বলদ-চড়া মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিং কর্জ্জ নিয়ে দলীল লিখে দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রেখেছেন। মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোর-ক্লোজ কর্‌তে ভুলে গেলেন।

(হরের প্রবেশ)

হরে। এই যে, কর্ত্তা ত এখন মজগুল হয়ে ঝিমুচ্ছেন! বাবা, আফিং কি চিজ্। সব নেশার রাজা আফিং। আচ্ছা, বড়লোক কি বোকা!

পয়সার গাদার ওপর শুয়ে আছে, ছু' এক বোতল বিলাতী মদ-টদ খা ; আমরা চাকর-বাকর চুরি-চামারি ক'রে তলানিটে আসটা খাই। তা নয়, এক পয়সার নেশা ক'রে, গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে খেয়াল দেখছেন ! ভগবানের কি বিচার ! আমায় বড়লোক কর্‌ত, তা হ'লে কি ক'রে পয়সা খরচ করতে হয়, দেখিয়ে দিতুম। স'রে পড়ি বাবা, আজকের মতন ত ছুটী ; ক্ষীরি বেটীর সঙ্গে একটু জমায়েত করা যাক্ গে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। তাই ত, মহাদেব এমন পাকা লোক হয়ে অমন কাঁচা কাজটা কর্‌লেন ? গাঁজার ঝোঁকে ফোর ক্লোজ কর্‌তে ভুলে গেলেন ?

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহি। ঠাকুরদা কি ঘুমুচ্ছ না কি ?

কৃষ্ণ। কে—নন্দী ? ঠাকুরকে এই বেলা ফোর-ক্লোজ কর্‌তে বল।

রোহি। ঠাকুরদার এখন আফিংএর আমোল হয়েছে বুঝি ? ঠাকুরদা, নন্দী কে ?

কৃষ্ণ। হুম্ ; কি বলছ ? বৃন্দাবনে গয়লা-বাড়ী—মাখন খেয়েছে—আজও তার কড়ি দেয় নি।

রোহি। হাঃ—হাঃ—ঠাকুরদা, একবার মাথাটা তুলেই দেখ।

কৃষ্ণ। কে ও ? অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী ?

রোহি। মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা।

কৃষ্ণ। অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী।

রোহি। ঠাকুরদা, আমি কি তোমার কাছে জ্যোতিষ শিখতে এসেছি ?

কৃষ্ণ। তাই ত, হ্যাঁ, কি মনে ক'রে ? আফিং চাই না ত ?

রোহি। যে সামগ্রী প্রাণ ধ'রে দিতে পারবে না, তার জন্য কি আমি এসেছি? আমায় কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই এসেছি।

কৃষ্ণ। তবে আফিংএরই জন্যে?

রোহি। না ঠাকুরদাদা, না। তোমার দিব্যি, আফিং চাইনে। কাকা বল্লেন যে, যে উইল আজ লেখাপড়া হয়েছে, তাতে তোমার দস্তখত হয়নি।

কৃষ্ণ। সে কি? আমার বেশ মনে পড়ছে যে, আমি দস্তখত করেছি।

রোহি। না, কাকা বল্লেন, তাঁর যেন স্মরণ হচ্ছে, তুমি তাতে দস্তখত করনি; ভাল, সন্দেহ রাখবার দরকার কি? তুমি কেন সেখানা খুলে একবার দেখ না?

কৃষ্ণ। বটে, তবে আলোটা ধর দিকিনি। (উইল বাহিরকরণ) হাঃ হাঃ! রোহিণি! আমি বুড়ো হয়ে কি অধঃপাতে গিয়েছি? এই দেখ আমার দস্তখত।

রোহি। বালাই, বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জোর ক'রে নাত্নী বল বৈ ত নয়! তা ভাল, আমি এখন কাকাকে গিয়ে বলছি। তবে ঠাকুরদা, আমি যাই। তুমি শোও—তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই, আস্তে আস্তে চুল টেনে টেনে দিই; এখনই ঘুমিয়ে পড়বে এখন।

কৃষ্ণ। মাথায় হাত বুলিয়ে দিবি? তা—দে। কিন্তু—দেখিস্ দিদি, যেন যথার্থই মাথায় হাত বুলোস নি; এ বয়সে মজ্লে আর উপায় থাক্বে না।

রোহি। আর ঠাট্টা করতে হবে না, এখন ঘুমোও। (কৃষ্ণকান্তের শয়ন ও নিদ্রা) কৃষ্ণকান্ত রায় কারও পরামর্শ নিয়ে চলে না বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের কৌশলের কাছে কৃষ্ণকান্তের বুদ্ধি অতি তুচ্ছ। এই যে, বুড়োর নাক ডাক্ছে। আর কেন, যা করতে এসেছি—করি

চাবির সন্ধান পেয়েছি। উইল বার ক'রে বদলে নিয়ে যাই। এ কি! প্রাণটার ভেতর ঝনাৎ ক'রে বেজে উঠল কেন? কিছু না, মনের দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতা, দূর হও, মন! সাহসে ভর কর। প্রাণ! পেছিও না। (চাবি লইয়া দেরাজ উন্মোচন ও উইল গ্রহণ) হাঃ! হাঃ! বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত! দাম্ভিকতার অবতার! অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি! আজ না বোঝ, পরে বুঝবে,—তোমার জমীদারী বুদ্ধি বড় না রোহিণীর ভাত-রাঁধার বুদ্ধি বড়! [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ব্রহ্মানন্দের বাটী।

(হরলালের প্রবেশ)

হর। তাই ত, রোহিণী এখনও আস্‌ছে না কেন? সব ধ'রে রাখা যায়, মনের ঢেউ কেউ ধ'রে রাখতে পারে না। উঃ! প্রাণ ভেসে চলেছে, কি হয়—কি হয়। আঃ! বাঁচলুম, ঐ যে আস্‌ছে। (রোহিণীর প্রবেশ) কি কর্‌লে?

রোহি। কর্‌ব আর কি, যা কর্‌বার, তা করেছি।

হর। উইল এনেছ?

রোহি। কি বোধ হয়?

হর। বিদ্রূপের সময় ঢের আছে; কৈ—কৈ—উইল কৈ?

রোহি। (অঞ্চল হইতে উইল উন্মোচন) দেখ দেখি, এটা কি?

হর। হ্যাঁ, এই আসল উইল বটে! কি রকম ক'রে জোগাড় কর্‌লে?

রোহি। সে অনেক কথা, পরে বলব। আপনি সে দিন দুঃখ করেছিলেন না যে, আপনার স্ত্রী থাক্‌লে আর কারও খোসামোদ করতে হ'ত

না, সে-ই এ কাজ করত? কেমন, আপনার স্ত্রীর কাজ করেছি ত? এখন বুঝেছেন, রোহিণী সব পারে?

হর। তা বুঝেছি; উইল আমার হাতে দাও।

রোহি। কেন?

হর। আমি এখনই যাব।

রোহি। এখনই যাবে; এত তাড়াতাড়ি কেন?

হর। আমার থাক্‌বার যো নেই।

রোহি। তা যাও।

হর। উইল?

রোহি। আমার কাছে থাক্।

হর। সে কি? উইল আমায় দেবে না?

রোহি। তোমার কাছে থাকাও যা, আমার কাছে থাকাও তা।

হর। যদি আমাকে উইল দেবে না, তবে চুরি করলে কেন?

রোহি। আপনার জন্য। আপনারই জন্য উইল রইল। যখন আপনি বিধবা-বিবাহ করবেন, আপনার স্ত্রীকে এ উইল দেব। আপনি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলবেন।

হর। হ্যাঁ, তুমি যা বল্‌ছো, বুঝেছি। তা হবে না রোহিণি! টাকা যা চাও, দেব।

রোহি। লক্ষ টাকা দিলেও না। যা দেবে বলেছিলে, তাই চাই।

হর। তা হয় না। আমি জাল করি, চুরি করি, আপনারই হকের জন্য। তুমি চুরি করেছ, কার হকের জন্য?

রোহি। কেন, আমার নিজের হকের জন্য। আমার এই রূপ, যৌবন, অতৃপ্ত পিপাসা, প্রাণভরা সাধ, সব ভাসিয়ে দেব? এ জীবনটা কি কেবল কাকার ভাত রাঁধবার জন্য হয়েছে? আর কোন কাজ নেই?

তুমি অর্থের প্রত্যাশী, ঐশ্বর্য্যের প্রত্যাশী। আমি কিসের প্রত্যাশী জান ? পরের দাসী হবার—আর কিছু নয়। তুমি আমায় প্রলোভন দেখিয়েছিলে—আমায় বিবাহ করবে ; আমি তোমায় সত্যবাদী জেনে এ কাজ করেছি। কি কাজ করেছি, জান ? জেল—তোমার কথায় জেল তুচ্ছ করেছি. তোমার কথায় বিশ্বাসঘাতক হয়েছি। অবিশ্বাসী ! এখন কি না তুমি আমায় টাকার লোভ দেখাচ্ছ ? মনে করেছ, দুঃখী-গরীবের মেয়ে টাকা পেয়ে ভুলে যাবে। ছি ! ছি ! কি ভুলই বুঝেছ ! তুমি সামান্য টাকার কথা বলছ, কৃষ্ণকান্তের সমস্ত ঐশ্বর্য্য এনে আমার সাম্‌নে ধর, আমি মাটীর মত পায়ে দ'লে চ'লে যাব। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে এই ঘৃণিত কাজ করেছি ! টাকার লোভে নয়।

হর। দেখ, আমি যাই হই—আমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করেছে. তাকে কখন গৃহিণী কর্‌তে পারব না।

রোহি। আমি চোর ! তুমি সাধু ? কে আমাকে চুরি করতে বলেছিল ? কে আমাকে বড় লোভ দেখিয়েছিল ? সরলা স্ত্রীলোক দেখে কে আমাকে প্রবঞ্চনা করলে ? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নেই. যে মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতর-বর্ব্বরে মুখেও আন্‌তে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হয়ে তাই কর্‌লে ! হায় হায় ! আমি তোমার অযোগ্য ? তোমার মত নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেউ নেই। তুমি যদি মেয়েমানুষ হতে, তোমাকে আজ যা দিয়ে ঘর ঝাঁট্ দেয়, তাই দেখাতুম। তুমি পুরুষমানুষ, মানে মানে দূর হও।

[প্রস্থান।

হর। উপযুক্ত হয়েছে। এখন মানে মানে বিদায় হওয়াই শ্রেয়ঃ। দেখি অন্য উপায় কি আছে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বারুণী-পুষ্করিণী-সংলগ্ন উদ্যান।

(গোবিন্দলালের প্রবেশ)

গোবি। আহা, কি মধুর রব! কুহুরব কি মধুর! সত্যই তুমি বসন্ত-সখা। তোমার মধুর তান স্বভাবের নীরব তানের সহিত এক তানে বাঁধা। সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগনের নীরব তানের সহিত এক তানে বাঁধা; নব-প্রস্ফুটিত আম্রমুকুল কাঞ্চন-গৌর স্তরে স্তরে শ্যামল-পত্র-বিমিশ্রিত শীতল সুগন্ধ পরিপূর্ণ মধুমক্ষিকার স্বরে, ভ্রমর-গুঞ্জনের সহিত এক তানে সুর বাঁধা। প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভায় যার না মন ভোলে, সে মনুষ্যরূপী পশু। আহা, ঐ দিকে একটি সুন্দর গোলাপ-ফুল ফুটে রয়েছে; ঐটি তুলে নিয়ে আসি!

[প্রস্থান।

(স্বপ্না ও বিধার প্রবেশ)

স্বপ্না। শঁড়া কোহিলা পঁখীটা হঁকিছে—কু কু কু! সেটি বড় খারাপ পঁখী।

বিধা। কাঁক কুঁহুচি রে ?

স্বপ্না। মলা, শুনিলানি ? এ'মধু মাসো পাইকিড়ি কলা পঁখীটা হঁকিছে—কু—কু—কু!

বিধা। সে তিমি কি কঁড়া হেলা ?

স্বপ্না। হলানি ? খালিনি ড'কাডকি করিবি! কদাড়ীখণ্ড নেইকিড়ি যাউছি, হঁকিলা—কু—কু—কু!

বিধা। সে তিমি কি কঁড়া হেলা ?

স্বপ্না। হলানি ? তু বর্ব্বর, গধ্বা বন্দর ! মু—দেখিথিলা, ছোট বাবু জমা-খরচ লেখিথিলি, তবেই পংখীটা হঁকিলা—কু—কু—কু ! অমনি লেখনি খণ্ড ছোড়ি কিড়ি ঠাঁয়ে বসিলা।

বিধা। বসিলা বসিলা—হলা কি ? তু কামো করিবু তু আস।

স্বপ্না। কো যাই পারে ? তু কেমন্তি জানিবি ? জানিলা সে মাইকিনি, যাকুরু খঁইতা মরিছে। সেদিন মু দেখিল যে, ছোট বাবু দুধ পিহবাকু কাটরীখণ্ড মুখে উঠাইব মতে পংখীটা হঁকিলা—কু—কু—কু ! অমনি সেইটি ফেলিকিড়ি পোকাই দেই কিড়ি দুধে নবড় ছোড়িকিড়ি পিই সারিলা—কঁহুচি কঁড়া হেলা ? হই, শঁড়া ফিন্ হঁকিলা—কু—কু—কু !

বিধা। তু কাম করিবাকু জিবনি ?

স্বপ্না। জিবনি ? কো যাই পারে ? মোর পরাণ ছিট্টি পিট্টি দেউচি ; মোর পরাণটা টকিকিরি ঝুরিছে।

বিধা। ঝুরিছে তা! কঁড়া হেলা ? মোর ঝুরিলানি ? কামো করিবে কে ?

স্বপ্না। ইয়ে ! দেখ্ দেখ্, রোহিণী ঠাকুরাণী আউছন্তি ! ঠমক ঠমক আউছন্তি ! কমরুবি কলস্খণ্ডটা জড়ে ঢেউপর যেমন্তি হংস নাচিছে। এ গোড় চালিছে যেমন্তি পুষ্প ঝরিছে ! হেলিছে দুলিছে যেমন্তি জাহাজখণ্ডা বাদাম কসিকিড়ি আউছন্তি ! ঠমক ঠমক আউছন্তি ! বাট উজল কি আউছন্তি ! মলা, শুন্নরে—শঁড়া ফিন্ হঁকিছে কু—কু—কু ! ইয়ে ! রোহিণী ঠাকুরাণী আঁখিবাণ হানিছন্তি ! রোহিণী ঠাকুরাণীকু আঁখিবাণ কি বাণ রে ! কলা পংখীটা মরিবে ত সব মঙ্গল হবে। ইয়ে ভাই ! পংখীটাকে গুটা খোঁচা হানিকিড়ি মারিকিড়ি, পকাই দেও। পংখীটা লেউটি পালটি দেইকিড়ি, গোড় দুটা কসিকি—ছোড়িকি কসিকি ছোড়িকি মাট্টিরে মরি পকাইব। ওঃ !

রোহিণী ঠাকুরাণী কি আঁখিবাণ ছাড়ুছি, কি আঁখিবাণ রে ! পরাণটা হাঁকুলি পাঁকুলি করুছি—ছিট্টি পিট্টি-দেউচি ।

বিধা। তু খাঁড়, মু চলিলা—

স্বপ্না। আরে রহ রহ ; মু যাউছি রে মু যাউছি ! শঁড়া পঁখীটা ফিন্ হঁকিছে—কু—কু—কু !

[উভয়ের প্রস্থান।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহি। দূর হ কালামুখো ! কেন ডাকাডাকি করিস্ বল্ দেখি ? তোর ডাকে আমার প্রাণ কেমন করে ; মনে হয়, কি যেন হারিয়েছি, যেন তাই হারিয়ে আমার জীবনসর্ব্বস্ব অসার হয়ে পড়েছে—যেন তা আর পাব না। যেন কি নেই,—কে যেন নেই ; কি যেন হ'ল না, কি যেন পাব না ! কোথায় সে রত্ন হারিয়েছি, কে যেন কাঁদ্তে ডাকৃছে। যেন এ জীবন বৃথা গেল—সুখের মাত্রা পূরল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হ'ল না। (পুষ্করিণীর রাণায় উপবেশন) হায় ! কি অপরাধে আমি বাল্যকালে পতিহারা ? বালিকা-বয়সে কি এমন গুরুতর অপরাধ করেছি যে, আমি পৃথিবীর কোন সুখ ভোগ করুতে পেলুম না ? কোন্ দোষে এমন ভরা যৌবন নিয়ে কেবল শুক্‌নো কাঠের মত ইহজীবনটাকে কাটাতে হ'ল ? অন্যে কেন এত সুখী—আমার এত দুঃখ কেন ? দূর হোক, আর ভাবব না। পরে সুখে থাকে থাকুক, আমি তাতে রিস্ করব না—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন ? এত জ্বালা স'য়ে, বুকের আগুন নিয়ে পুড়ে পুড়ে আর কত কাল এ পোড়া দেহভার বয়ে বেড়াব ? আমার মরণেই সুখ—কিন্তু মরণ হয় কি ক'রে ?

(গোবিন্দলালের পুনঃ প্রবেশ)

গোবি। ও স্ত্রীলোকটি কে? ও কে—রোহিণী! কাঁদছে কেন? বোধ হয়, পাড়ার কোন মেয়ে-ছেলের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছে।

[প্রস্থান।

রোহি। সূর্য্যি ডুবছে, দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। সরোবরে নীল জলে কালো ছায়া পড়েছে। আমার অন্তরের ছায়া আরও কত কালো। অন্ধকার, তোমা অপেক্ষাও কালো! পাখী! ঘরে ফিরে তোর ভালবাসার ঘর পাবি; তোরও ঘর আছে; আমার নেই! চাঁদ উঠ্‌ছে, ফুলের কুঁড়ি অল্পে অল্পে ফুটে উঠছে, পৃথিবীর অন্ধকার এখনই ঘুচে যাবে; কিন্তু আমার মনের অন্ধকার অমন শত সহস্র লক্ষ চাঁদ উঠলেও ঘুচবে না!

(গোবিন্দলালের পুনঃ প্রবেশ)

গোবি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রোহিণী ঘাটে একলা ব'সে এখনও কাঁদছে কেন? এর কারণ কি জিজ্ঞাসা করব—তাতে ক্ষতি কি? এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হোক, দুশ্চরিত্রা হোক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ, আমিও সেই তাঁরই প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি এর দুঃখ নিবারণ করতে পারি—তবে কেন করব না? আর একটু দেখি; সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে, বোধ হয় এইবার ঘরে চ'লে যাবে।

[প্রস্থান।

রোহি। কে ওখানে বেড়াচ্ছে? গোবিন্দলাল বাবু না? আহা! কি সুন্দর শ্রী! কেমন কালো কালো চুলগুলি। আহা, কি রূপ! হায় হায়! কি অদৃষ্ট নিয়েই জন্মেছিলুম! ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী

আমা অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী? কোন্ পুণ্যফলে তার কপালে এত সুখ, আমার কপালে শূন্য? ছি ছি! কি করেছি! এই দেব-চরিত্র গোবিন্দলালের সর্ব্বনাশ করেছি! একটা জোচ্চোর প্রতারকের প্রলোভনে ভুলে, এক জন নির্দ্দোষীর সর্ব্বনাশ করেছি! আজ রাত্রি-তেই আমি আসল উইল যেখান থেকে চুরি ক'রে এনেছি; সেইখানে রেখে, জাল উইল ছিঁড়ে ফেলবো। কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরিয়ে দেব; কিন্তু কি ক'রে দেব? বুড়ো যখন আমায় জিজ্ঞাসা করবে, "এ উইল কোথায় পেলে, আর দেরাজে জাল উইল বা কোত্থেকে এল?" তখন আমি কি বলবো? কাকাকে আমাকে দু'জনকেই থানায় যেতে হবে। তবে গোবিন্দলাল ত উপস্থিত রয়েছে, ওর কাছে সব কথা খুলে ব'লে ওর পায়ে কেঁদে পড়ি না কেন? গোবিন্দলাল দয়ালু—অবশ্য আমায় রক্ষা করবে; কিন্তু যদি হিতে বিপরীত হয়? চোর জেনে আমায় ঘৃণা ক'রে যদি মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়? তা হ'লে আমার এ-কূলও যাবে, ও-কূলও যাবে।

(গোবিন্দলালের পুনঃ প্রবেশ)

গোবি। রোহিণী এখনও ব'সে রয়েছে! বোধ হয়, কি একটা ভারী দুঃখ ওর রয়েছে। ভাল, জিজ্ঞাসা করেই দেখি। (নিকটে গমন) রোহিণি! তুমি এতক্ষণ একলা ব'সে কাঁদছ কেন? আমায় কি বলবে না? যদি আমি কোনও উপকার করতে পারি।

রোহিণী। আমার দুঃখ আপনাকে ব'লে কি হবে? আমি কাঁদতে জন্মেছি—কাঁদছি। যত দিন বাঁচবো—কাঁদবো। আমার চোখের জল কে দেখবে? আপনাদের এক ফোঁটা চোখের জলের দাম হয় ত লাখ টাকা। আমরা দুঃখী গরীব—আমাদের চোখের জল প'ড়ে

প'ড়ে, পাষাণ ক্ষয় হয়ে গেলেও কেউ ফিরে দেখবে না। সংসারের রীতিই এই !

গোবি। (স্বগত) আহা, জগদীশ্বর! তোমার সব সুন্দর। কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর। সৃষ্টি করুণাময়ী—মানুষ অকরুণ। (প্রকাশ্যে) তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজ হোক, কাল হোক আমাকে জানিও। নিজে না বলতে পার; তবে আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদের দ্বারা জানিও।

রোহি। এক দিন বলবো, (স্বগত) আজ নয়, এক দিন তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে। (প্রকাশ্যে) আজ আমি চল্লুম, কিছু মনে করবেন না। আমার অনেকটা চোখের জল আপনাদের বারুণী পুকুরের জলে পড়েছে। পুকুরের জল যদি নোণা হয়ে থাকে, আমায় হুকুম ক'রে পাঠাবেন, আমি নিজে এসে ছেঁচে দেব।

[কলসী লইয়া প্রস্থান।

গোবি। অদ্ভুত চরিত্র! ভাল, এ রহস্যভেদ করতে হবে।

(উপরের জানালায় ভ্রমরের প্রবেশ)

ভ্রমর। বলি হচ্ছে কি? এখনও বাগানে হাওয়া খাওয়া হ'ল না?

গোবি। আমি একটু বাতাস খেতে এলুম, তাও কি তোমার সইল না?

ভ্রমর। সইবে কেন? এখনই আবার খাই-খাই? ঘরের সামগ্রী খেয়ে মন উঠে না, আবার মাঠে ঘাটে বাতাস খেতে উঁকি মারেন!

গোবি। ঘরের সামগ্রী এত কি খেলুম?

ভ্রমর। কেন, এই খানিকক্ষণ আগে আমার কাছে গাল খেলে।

গোবি। জান না, ভোমরা! গাল খেলে যদি বাঙ্গালীর ছেলের পেট ভোরতো, তা হ'লে এ দেশের লোক এত দিনে সগোষ্ঠী বদহজমে মারা

যেত। ও সামগ্রীটা সহজে বাঙ্গালীর পেটে জীর্ণ হয়। তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোমরা, আমি দেখি।

ভ্রমর। আর রং করতে হবে না, ঘরে এস।

গোবি। ভোম্‌রার হুকুম না কি?

ভ্রমর। হাঁ—হাঁ! তা আবার জিজ্ঞাসা করছো?

গোবি। বহুৎ আচ্ছা! হুকুম—হুকুমই সই; আমি হুজুরে হাজির আছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শয়নকক্ষ—কৃষ্ণকান্ত নিদ্রিত।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহি। সেই এক দিন আর এই এক দিন! প্রাণের কি পরিবর্ত্তন! সেই ঘর—সেই কৃষ্ণকান্ত—সেই রাত্রিকাল,—সেই আমি। সে দিন যথার্থই পাপ করতে এসেছিলাম; সে দিন এমন সুখের সংসারে আগুন জ্বাল্‌তে এসেছিলুম, সে দিন গোবিন্দলালের সর্ব্বনাশ করতে এসেছিলুম। কিন্তু কে জানে, কেন সেদিন প্রাণ একটুও কাঁপেনি, মন একটুও টলেনি, হৃদয় একটুও বিচলিত হয় নি; আর আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। প্রাণ ভ'রে অশান্তি নিয়ে জ্ব'লে জ্ব'লে বেড়াচ্ছিলেম, সে জ্বালা জুড়ুতে এসেছি। গোবিন্দলালের সর্ব্বনাশ হবে,—গোবিন্দলাল পথের ভিখারী হবে। না না, সে ত কোন দোষে দোষী নয়, তবে মনের ভেতর কেন এ তরঙ্গ উঠ্‌ছে? কে যেন আস্‌ছে, চোখের উপর কি যেন ভাস্‌ছে,—বুঝি এ সংসারে এই রকমই হয়। পৃথিবী এই রকমেই চলেছে। পাপের পথ প্রশস্ত, যত দূর ইচ্ছা চ'লে যাও, কোন বাধা নেই। আর পাপের প্রায়শ্চিত্তে এত ভয়, এত বাধা, এত আশঙ্কা? এ সময় আর দেরী করা হবে না; কৃষ্ণকান্ত খুব ঘুমুচ্ছে, ঘরের আলো মিট্‌ মিট্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে, কেউ কোথাও নেই, আলোটা নিবিয়ে দিই। (দীপ নির্ব্বাণ)

বালিসের নীচে থেকে চাবিটা নিয়ে—যে উপায়ে দেরাজ খুলে-ছিলেম, সেই উপায়ে খুলি।

(চাবি লইয়া দেরাজ উন্মোচন)

কৃষ্ণ। (তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে) হরে! হরে! তাই ত, কিসের শব্দ হ'ল? কে যেন আমার দেরাজ খুল্‌লো;—কে ও? এ কি! ঘর অন্ধকার যে! কার নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে না? কে ও?—কে ও? কে তুই—কে তুই?

রোহি। (স্বগত) এই সময় মনে করলেই পালাতে পারি, কিন্তু না, তা হবে না—পালাবো না। তা হ'লে গোবিন্দলালের প্রতীকার হয় না; দুষ্কর্ম্মের জন্য সে দিন যে সাহস করেছিলুম, আজ সৎকর্ম্মের জন্য তা করতে পারি না কেন? ধরা পড়ি পড়বো, পালাবো না। কিসের ভয়? লোকে চোর বল্‌বে?—বলুক। আমি গোবিন্দলালকে সব বুঝিয়ে বল্‌বো, তা হ'লে কি সে আমায় ঘৃণা করবে? গোবিন্দলালকে ভয়, আর কাকে ভয়?

কৃষ্ণ। হরে! হরে! তাই ত! এ বেটা এ সময় কোথায় গেল? ঘরে পেত্নী ঢোকে নি ত? রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! দেশলাই জ্বেলে ফেলি। (আলোক প্রজ্বালন) এ কি! এ যে একটি স্ত্রীলোক দেখছি! কে তুমি, উত্তর দাও। কে তুমি?

রোহি। আমি রোহিণী।

কৃষ্ণ। কি আশ্চর্য্য! রোহিণীই ত বটে! এত রাত্রে অন্ধকারে কি করছিলে?

রোহি। চুরি করছিলুম।

কৃষ্ণ। দেখ, রঙ্গ-রহস্য রাখ। কেন এ অবস্থায় তোমাকে দেখলুম, বল। তুমি চুরি করতে এসেছ, এ কথা হঠাৎ আমার বিশ্বাস হয় না; কিন্তু চোরের অবস্থাতেই তোমায় দেখছি।

রোহি। তবে আমি যা করতে এসেছি, তা আপনার সামনেই করি দেখুন। পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয় করবেন। আমি ধরা পড়েছি, পালাতে পারবো না—পালাবো না। (দেরাজ খুলিয়া আসল উইল যথাস্থানে স্থাপন ও জাল উইল বাহির করিয়া ছিন্নকরণ)

কৃষ্ণ। হাঁ, হাঁ, কি ছিঁড়লে ?

রোহি। পরে বলবো। আপাততঃ উপযুক্ত স্থানে এই ছেঁড়া কাগজগুলি রাখি, আপনি দেখুন।

(ছিন্ন কাগজে অগ্নি প্রদান)

কৃষ্ণ। কি পোড়ালি ?

রোহি। একখানি কৃত্রিম উইল।

কৃষ্ণ। উইল !—উইল ! আমার উইল কোথায় ?

রোহি। আপনার উইল দেরাজের ভেতর আছে। আপনি দেখুন না।

কৃষ্ণ। এ যুবতী কে ? কোন দেবতা ছল করতে আসেনি ত ? (দেরাজ উন্মোচন ও উইল লইয়া পাঠ করণ) হ্যাঁ—এই আমার প্রকৃত উইল বটে। তুমি পোড়ালে কি ?

রোহি। একখানি জাল উইল।

কৃষ্ণ। জাল উইল ? জাল উইল কে করলে ? তুমি তা কোথায় পেলে ?

রোহি। কে কল্লে, তা বলতে পারিনি,—সে উইল আমি এই দেরাজের মধ্যে পেয়েছি।

কৃষ্ণ। তুমি কি প্রকারে সন্ধান পেলে যে, দেরাজের ভেতর কৃত্রিম উইল আছে ?

রোহি। তা আমি বলতে পারবো না।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, তা বুঝেছি। যদি আমি তোমার মত স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ভেতর প্রবেশ করতে না পারব, তবে এ বিষয়-সম্পত্তি এত কাল

রক্ষা করলেম কি প্রকারে? এ জাল উইল হরলালের তৈয়ারী। বোধ হয়, তুমি তার কাছে টাকা খেয়ে জাল উইল রেখে আসল উইল চুরি করতে এসেছিলে। তার পর ধরা প'ড়ে জাল উইলখানি ছিঁড়ে ফেল্লে। ঠিক কথা কি না?

রোহি। তা নয়।

কৃষ্ণ। তা নয়? তবে কি?

রোহি। আমি কিছু বলবো না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত এসেছি, তার পর ধরা পড়েছি, আমাকে যা করতে হয় করুন।

কৃষ্ণ। তুমি মন্দ কর্ম্ম করতে এসেছিলে সন্দেহ নাই, নইলে এ রকমে চোরের মত আস্‌বে কেন? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য দেব। তুমি স্ত্রীলোক—তোমায় পুলিসে দোব না, তাতে আমার গৌরববৃদ্ধি হবে না; কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গ্রামের বার ক'রে দেব। আজ তুমি কয়েদ থাক। হরে! হরে!

(হরের প্রবেশ)

হরে। আজ্ঞে, হুজুর!

কৃষ্ণ। হারামজাদা বেটা! এতক্ষণ কেথায় ছিলি?

হরে। দোহাই হুজুর! বার কুড়ি পঁচিশ ভেদবমি হয়ে, এমন কাহিল ক'রে ফেলেছিল যে, ছাদে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শুয়ে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

কৃষ্ণ। দ্যাখ, আজ রাত্রির মত এই ছুঁড়ীটাকে তোর জিম্মায় রেখে দে, আমার ঘরে চুরি করতে এসেছিল; কাল এর বিচার হবে।

হরে। এ কি! এ যে রোহিণী ঠাকুরুণ! ও বাবা! তুমি এমন? ধুকড়ীর ভেতর বুকড়ী চাল্!

রোহি। দেখুন, গ্রাম সম্পর্কে আপনি আমার ঠাকুরদাদা, আমি আপনার নাতনী; আমায় চাকরের হাতে জিম্মে দেবেন না, আমি এইখানেই থাকি; রাত পোয়াতে ত আর দেরী নেই, দু'তিন দণ্ড-মাত্র আছে। চাকরের ঘরে আমায় কয়েদ রাখলে হয় ত ঘৃণায় লজ্জায় আজ রাত্রেই আমি আত্মহত্যা করব।

কৃষ্ণ। তা তুমি পার। তোমার বুকের পাটা বড় সোজা নয়। ভাল, আজ রাত্রে এই ঘরে কয়েদ থাক, পরে ভোর হলেই তোমায় কাছারীর গারদে পাঠিয়ে দেব। হরে, যা, একটু তামাক সেজে নিয়ে আয়।

হরে। যে আজ্ঞে। (স্বগত) ছুঁড়ী এই তক্কে না বুড়ো বেটাকে হাত ক'রে ফেলে। যে চোখের চাউনী—যেন গিল্‌তে আস্‌ছে। ও চাউনীর জোরে বুড়ো ত বুড়ো, বুড়োর গুষ্ঠী শুদ্ধ গুঁড়ো হয়ে যায়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর।

(ভ্রমরের প্রবেশ)

ভ্রমর। ঠাকুরের ঘরের দিকে গোলমাল শুনছি কিসের? ভোরবেলা কিসের গোলমাল?

(ক্ষীরীর প্রবেশ)

ক্ষীরী। কি সর্ব্বনাশ! ও মা, কোথায় যাবো? শুনেছ, রোহিণী ঠাক্‌রুণ—

ভ্রমর। কি, কি?

ক্ষীরী। এমন সর্ব্বনাশের কথা কেউ কখনও শোনেনি।

ভ্রমর। কি, হয়েছে কি ?

ক্ষীরী। কি সাহস ! মাগীকে ঝাঁটা-পেটা করতে ইচ্ছে কচ্ছে।

ভ্রমর। তা ঝাঁটা-পেটা করিস, এখন কথাটা কি বল্ না ?

ক্ষীরী। শুধু ঝাঁটা—বৌঠাকরুণ—বল তো, আমি তার নাক কেটে নিয়ে আসি।

ভ্রমর। কি আবোল-তাবোল বকছিস্, কথাটা আগে বল্ না ?

ক্ষীরী। কার পেটে কি আছে মা—তা কেমন ক'রে জান্‌বো মা—

ভ্রমর। আগে বল্ না কি হয়েছে, তার পর যার মনে যা থাকে—করিস্।

ক্ষীরী। শোননি ? পাড়া শুদ্ধ গোলমাল হয়ে গেল যে—

ভ্রমর। কি গোলমাল হয়েছে ?

ক্ষীরী। বাঘের ঘরে ঘোসের বাসা ?

ভ্রমর। মরণ আর কি, আসত কথাটা বলবে না, খালি বাজে বোকে মরবে।

ক্ষীরী। কি বলব বৌঠাক্‌রণ, বামন হয়ে চাঁদে হাত ! ভিজে বেরালকে চিন্‌তে পারা দায় ! গলায় দড়ি ! গলায় দড়ি !

ভ্রমর। গলায় দড়ি তোর।

ক্ষীরী। আমার দোষ কি ? আমি কি করলুম ? তা জানি গো জানি। যে যেখানে যা করবে, দোষ হবে আমার ! আর উপায় নেই ব'লে গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি। পেটের ছেলেটা দশ বছরের হয়ে মারা যায় ! সে থাক্‌লে কি আজ আমায় এত যন্ত্রণা সোয়ে এখানে প'ড়ে থাক্‌তে হয় ? যা হ'ক চাষ-বাস ক'রে ছু'বেলা ছু মুঠো খাওয়াত।

ভ্রমর। তোর গলায় দড়ি এই জন্য যে, এখনও তুই বলতে পারলি নি, কথাটা কি, কি হয়েছে ?

ক্ষীরী। শোননি বৌ-ঠাকরুণ, কর্ত্তার ঘরে কাল্ রাত্তিরে চুরি হয়ে গিয়েছে। চার পাঁচ জন চোর এসে লাখ-টাকার কোম্পানীর কাগজ নিয়ে গেছে।

ভ্রমর। কোন্ মাগীর নাক কাট্‌তে চাচ্ছিলি?

ক্ষীরী। রোহিণী ঠাক্‌রুণের—আর কার?

ভ্রমর। কেন, সে কি করেছে?

ক্ষীরী। সেই আবাগীই ত সর্ব্বনাশের গোড়া। সেই নাকি ডাকাতের দল সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। এখন মরুক জেল খেটে।

ভ্রমর। রোহিণী যে চুরি করতে এসেছিল, তুই তা কেমন ক'রে জান্‌লি?

ক্ষীরী। হ্যাঁ গো; আমি কি মিছে কথা বলছি? ঐ মেজবাবু আস্‌ছেন, ওঁর কাছে সব শুনবে এখন। ওঃ! মাগীর কি বুকের পাটা!

[প্রস্থান।

(গোবিন্দলালের প্রবেশ)

ভ্রমর। হ্যাঁ গা, সত্যি না কি. রোহিণী চুরি করেছে?

গোবি। হ্যাঁ, এই রকম ত শুনছিলুম বটে। কাছারীতে এখনই তার বিচার হবে। আমার বিশ্বাস হ'ল না যে, রোহিণী চুরি করতে এসেছিল। তোমার বিশ্বাস হয়?

ভ্রমর। না।

গোবি। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি? লোকে ত বলছে।

ভ্রমর। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি?

গোবি। তা সময়ান্তরে বল্‌বো। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না কেন, আগে বল।

ভ্রমর। তুমি আগে বল।

গোবি। তুমি আগে।

ভ্রমর। কেন আগে বলবো ?

গোবি। আমার শুন্‌তে সাধ হয়েছে।

ভ্রমর। সত্যি বলবো ?

গোবি। সত্যি বল।

ভ্রমর। রোহিণী দোষী কি নির্দ্দোষ, চুরি করেছে কি না করেছে, —আমি কি বুঝ্‌বো বল ? তবে তুমি বলছো তোমার বিশ্বাস হয় না—সে চুরি করতে এসেছিল ; তাইতে আমার মনের বিশ্বাস—সে নির্দ্দোষ। তোমার বিশ্বাসে আমার বিশ্বাস ; যেমন আমি ভ্রমর— এ ভ্রমরে যতটা না আমার বিশ্বাস, তোমার বিশ্বাস তার চেয়ে সহস্রগুণে অধিক ; আমি এইটুকুই বুঝেছি। এইবার তুমি বল।

গোবি। আমি বলবো, কেন তুমি রোহিণীর দিকে ?

ভ্রমর। কেন ?

গোবি। সে তোমায় কালো না বোলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে।

ভ্রমর। যাও।

গোবি। যাই।

ভ্রমর। কোথা যাও ?

গোবি। কোথা যাই, বল দেখি ?

ভ্রমর। এবার বলব।

গোবি। বল দেখি ?

ভ্রমর। রোহিণীকে বাঁচাতে।

গোবি। তাই। তুমি কি ক'রে জান্‌লে ?

ভ্রমর। কেন, তুমি তো বল, মানষের বিপদ হ'লে বুক দিতে হয়। পরের কান্না দেখলে ছুটে গিয়ে তার বুকের ব্যথা তুলে নিতে হয়। আমি তাই শিখেছি, তাই জানি। আজ রোহিণীর বিপদ, তুমি বাঁচাতে যাচ্ছ।

গোবি। তবে আমি যাই ?

ভ্রমর। যাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কৃষ্ণকান্তের কাছারী।

(কৃষ্ণকান্ত, দেওয়ান, গোমস্তা, মুহুরী, পাইকগণ ও রোহিণী)

দেওয়ান। হুজুর! ব্যাপার ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে; মাগী বলছে, উইল চুরি সম্বন্ধে ওর কতকগুলি গোপনীয় কথা আছে, এত লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ করতে চায় না।

কৃষ্ণ। গোপনীয় কথা মাথা আর মুণ্ডু; ভাব কিছু পাচ্ছি নে।

(গোবিন্দলালের প্রবেশ)

গোবি। কি হয়েছে, জ্যাঠা মশাই ?

কৃষ্ণ। এস বাবা গোবিন্দলাল! এসো, ব'সো। তুমি এসেছ, বড় ভাল হয়েছে। সেই যে মাগী আমার ঘরে ঢুকে উইল চুরি করতে গিয়েছিল, তারই বিচার হচ্ছে।

গোবি। বিচারে কি সিদ্ধান্ত করলেন ?

কৃষ্ণ। এখনও কিছু করতে পারিনি, ও মাগী বলছে, ওর কতকগুলো গোপনীয় কথা আছে, আমার কাছে বল্‌তে কুণ্ঠিত হচ্ছে।

গোবি। (স্বগত) আহা, নিরাশ্রয়া স্ত্রী-লোক ! এ কাতর কটাক্ষের অর্থ ভিক্ষা। কি ভিক্ষা ? বোধ হয়, সেই দিন সেই বারুণী পুকুরের ধারে সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে কথা। ওর কান্না দেখে আমি কথায় কথায় বলেছিলুম যে, তোমার যদি কোন বিষয়ের কষ্ট থাকে, তবে আজ হোক, কাল হোক, আমাকে জানিও। আজ ত রোহিণীর কষ্ট বটে ; বুঝি এই ইঙ্গিতে আমাকে তাই জানাচ্ছে। তোমার মঙ্গল সাধি, আমার আন্তরিক ইচ্ছা ; কেন না, ইহলোকে তোমার সহায় কেউ নেই দেখ্‌ছি। কিন্তু তুমি যে লোকের হাতে পড়েছ, তোমায় রক্ষা করা সহজ নয়। (প্রকাশ্যে) তা, বিচার কি করলেন ?

কৃষ্ণ। (স্বগত) হয়েছে ! ছেলেটা মাগীর চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভুলে গেল ! (প্রকাশ্যে) এই যে বল্লুম, বিচার এখনও শেষ হয় নি। (স্বগত) বুঝি কথাটা বাবাজীর কানে পৌঁছয় নি ; ততক্ষণ অন্যমনে মাগীর মুখখানা ভাবছিলেন। (প্রকাশ্যে) বিচার এখনও শেষ করতে পারিনি ; ওর কি গোপনীয় কথা আছে, আমার কাছে বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছে ; সে যাই হোক, যতটা বুঝেছি, এ সেই হরা পাজির কারসাজি। এ মাগী তার কাছে টাকা খেয়ে, জাল উইল রেখে আসল উইল চুরি করবার জন্য এসেছিল। তার পর ধরা প'ড়ে জাল উইল ছিঁড়ে ফেলেছে।

গোবি। রোহিণী কি বলে ?

কৃষ্ণ। ও আর বলবে কি ? বলে, তা নয়।

গোবি। তা নয়, তবে কি রোহিণি ?

রোহি। আমি আপনাদের হাতে পড়েছি, যা করবার হয় করুন। আমি আর কিছু বোলবো না।

কৃষ্ণ। দেখ্‌লে বজ্জাতি ?

গোবি। (স্বগত) এ পৃথিবীতে সকলেই বজ্জাত নয়। এর বজ্জাতি ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে। (প্রকাশ্যে) এর প্রতি কি হুকুম দিয়েছেন ? একে কি থানায় পাঠাবেন ?

কৃষ্ণ। আমার কাছে আবার থানা-ফৌজদারী কি! আমিই থানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ। বিশেষ এই ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে জেলে দিয়ে আমার কি পৌরুষ বাড়বে ?

গোবি। তবে কি করবেন ?

কৃষ্ণ। এর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, কুলোর বাতাস দিয়ে, গ্রামের বার ক'রে দেব। আমার এলেকায় আর না আসতে পারে।

গোবি। কি বল, রোহিণি ?

রোহি। ক্ষতি কি ?

গোবি। (স্বগত) আশ্চর্য্য! স্ত্রীলোকের এমন দৃঢ়তা কখনও দেখিনি। (প্রকাশ্যে) একটা নিবেদন আছে। একে একবার ছেড়ে দিন। আমি জামিন হচ্ছি—বেলা দশটার সময় এনে দেব।

কৃষ্ণ। (স্বগত) বুঝি, যা ভেবেছি, তাই। বাবাজীর কিছু গরজ দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) কোথায় নিয়ে যাবে ? কেন ছাড়বো ?

গোবি। আসল কথা কি, জানা একান্ত আবশ্যক। বিশেষ ও যখন বলছে, ওর কিছু গোপনীয় কথা আছে, এত লোকের সাম্‌নে প্রকাশ করবে না, তখন একবার অন্দরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করব।

কৃষ্ণ। (স্বগত) ওর গোষ্ঠীর মুণ্ডু করবে! একালের ছেলে-পুলে বড় বেহায়া হয়ে উঠেছে। রও ছুঁচো, আমিও তোর ওপর এক চাল

চাল্‌বো, (প্রকাশ্যে) তা বেশ ! তাই কর। ওরে, একে সঙ্গে ক'রে এক জন চাকরাণী দিয়ে মেজ বৌমার কাছে পাঠিয়ে দে ত ; দেখিস, যেন পালায় না।

[রোহিণীকে লইয়া পাইকের প্রস্থান।

বাবাজী ! সুন্দর মুখ দেখে, ও মাগীর কথায় ভুলো না। মাকাল-ফলও সুন্দর, কিন্তু ভেতর বড় জঘন্য। তবে দেওয়ানজী, আজকের মত ইতি করা যাক্। অন্যান্য বিশেষ কাজকর্ম্ম ত আজ আর কিছু দেখ্‌ছিনে।

দেওয়ান। ধর্ম্মাবতারের যেরূপ অনুমতি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর।

(ভ্রমর ও রোহিণীর প্রবেশ)

ভ্রমর। দেখ ভাই, আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে দুটো ভাল কথা কই। কিন্তু ভয় হয়, পাছে তুমি কেঁদে ফেল ; তা হ'লে হয় ত তিনি আমায় বক্‌বেন।

রোহি। কেন ভাই, কাঁদব কেন ভাই ? আমি যে পাষাণ ! আমার চোখে কি জল আছে ?

(গোবিন্দলালের প্রবেশ)

ভ্রমর। বেশ লোক যা হোক ! রোহিণীকে আমার কাছে রেখে দিয়ে নিজে সোরে বোসে রইলে ! এখন ওর সঙ্গে দরকার কি ?

গোবি। আমি গোপনে ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করব। তার পর ওর কপালে যা আছে, হবে।

ভ্রমর। কি জিজ্ঞাসা করবে?

গোবি। ওর মনের কথা। আমাকে ওর কাছে একা রেখে যেতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয় আড়াল থেকে শোন।

ভ্রমর। ইস্‌, তাই ত! কেন বল দেখি? আমি কি একেবারে অধঃপাতে গেছি না কি? স্বামীর ওপর অবিশ্বাস করব? যা ব'ল্লে—তা ব'ল্লে, আর ও কথা মুখে এনো না, আমি চল্লুম—রাঁধুনী ঠাক্‌রুণের কাছে গল্প শুনি গে।

গোবি। তা যাবে যাও; কিন্তু আমার একটি কথা তোমায় রাখতে হবে। রোহিণীর জন্য কর্ত্তার কাছে তোমায় অনুরোধ করতে হবে।

ভ্রমর। সে কি কথা গো? শ্বশুরের সাম্‌নে কি ক'রে কথা কইবো গো? ছিঃ ছিঃ! তা আমি পারবো না।

[প্রস্থান।

গোবি। রোহিণি! সকল বৃত্তান্ত আমায় বিশ্বাস ক'রে বলবে? মিছে কথা ব'ল না। যথার্থ, তোমার উইল চুরির রহস্যভেদ—আমি কোন মতেই কর্‌তে পাচ্ছিনে।

রোহি। কর্ত্তার কাছে সব শুনেছেন ত?

গোবি। কর্ত্তা বলেন, তুমি জাল উইল রেখে আসল উইল চুরি করতে এসেছিলে। তাই কি?

রোহি। তা নয়।

গোবি। তবে কি?

রোহি। ব'লে কি হবে?

গোবি। তোমার ভাল হ'তে পারে।

রোহি। আপনি বিশ্বাস করলে ত?

গোবি। বিশ্বাসযোগ্য কথা হ'লে কেন বিশ্বাস করব না?

রোহি। বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়।

গোবি। আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য, কি অবিশ্বাসযোগ্য, তা আমি জানি, তুমি জান্‌বে কি ক'রে? আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাতেও কখন কখনও বিশ্বাস করি।

রোহি। (স্বগত) নৈলে আমি তোমার জন্যে মরতে বসবো কেন? যাই হোক, আমি ত মরতে বসেছি, কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা ক'রে মরবো। (প্রকাশ্যে) সে আপনার মহিমা, কিন্তু আপনাকে এ দুঃখের কাহিনী ব'লেই বা কি হবে?

গোবি। যদি আমি তোমার কোন উপকার করতে পারি।

রোহি। কি উপকার করবেন?

গোবি। (স্বগত) এর জোড়া নেই। যাই হোক, এ কাতরা, একে সহজে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। (প্রকাশ্যে) যদি পারি, কর্ত্তাকে অনুরোধ করব। তিনি তোমায় ত্যাগ করবেন।

রোহি। আর আপনি যদি অনুরোধ না করেন, তবে তিনি আমার কি করবেন?

গোবি। শুনেছ ত?

রোহি। আমার মাথা মুড়বেন, ঘোল ঢালবেন, দেশ থেকে বার ক'রে দেবেন। এর ভাল মন্দ কিছু বুঝতে পারছি না। এ কলঙ্কের পর, দেশ হ'তে বার ক'রে দিলেই আমার উপকার। আমাকে তাড়িয়ে না দিলে, আমি আপনিই দেশ-ছাড়া হব। আর এ দেশে মুখ দেখাব কি ক'রে? ঘোল ঢালা বড় গুরুতর দণ্ড নয়—ধুলেই যাবে। বাকি

এই কেশ—আপনি কাঁচি আন্‌তে বলুন, আমি বৌ-ঠাকরুণের চুলের দড়ি বোন্‌বার জন্য এর সবগুলি কেটে দিয়ে যাচ্ছি।

গোবি। বুঝেছি রোহিণি! কলঙ্কই তোমার দণ্ড। সে দণ্ড হ'তে রক্ষা না পেলে, অন্য দণ্ডে তোমার আপত্তি নেই।

রোহি। যদি বুঝেছেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্কের দণ্ড হ'তে কি আমায় রক্ষা করতে পারবেন?

গোবি। বলতে পারি নে। আসল কথা শুন্‌তে পেলে বলতে পারি যে, পারবো কি না।

রোহি। কি জানতে চান, জিজ্ঞাসা করুন।

গোবি। তুমি কাল যা পুড়িয়েছ, তা কি?

রোহি। জাল উইল।

গোবি। কোথায় পেয়েছিলে?

রোহি। কর্ত্তার ঘরে, দেরাজে।

গোবি। জাল-উইল সেখানে কি ক'রে এলো?

রোহি। আমিই রেখে গিয়েছিলুম। যে দিন আসল উইল লেখাপড়া হয়, সেই রাত্তিরে এসে আসল উইল চুরি ক'রে জাল উইল রেখে গিয়েছিলুম।

গোবি। কেন, তোমার কি প্রয়োজন?

রোহি। হরলাল বাবুর অনুরোধ।

গোবি। তবে কাল রাত্রিতে আবার কি করতে এসেছিলে?

রোহি। আসল উইল রেখে জাল উইল চুরি করবার জন্য।

গোবি। কেন? জাল উইলে কি ছিল?

রোহি। বড় বাবুর বার আনা—আপনার এক পাই।

গোবি। কেন আবার জাল উইল বদলাতে এসেছিলে? আমি তো অনুরোধ করিনি।

রোহি। না—অনুরোধ করেননি, কিন্তু যা আমি ইহজন্মে কখনও পাইনি—যা ইহজন্মে কখনও পাব না, আপনি আমাকে তাই দিয়েছিলেন।

গোবি। কি রোহিণি?

রোহি। সেই বারুণী-পুকুরের তীর,—মনে করুন।

গোবি। কি রোহিণি?

রোহি। কি? ইহজন্মে বল্‌তে পারব না—কি। আর কিছু বলব না। এ রোগের চিকিৎসা নেই—আমার মুক্তি নেই। আমি বিষ পেলে খেতুম। কিন্তু সে আপনার বাড়ীতে নয়। আপনি আমার জন্য অন্য উপকার করতে পারেন না, কিন্তু এক উপকার করতে পারেন—একবার ছেড়ে দিন, কেঁদে আসি। তারপর আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে না হয় আমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশ-ছাড়া ক'রে দেবেন।

গোবি। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! রোহিণি!—রোহিণি!—রোহিণি! ছিঃ! ছিঃ! আর বলতে হবে না, আমি সব বুঝেছি। যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েছে। (প্রকাশ্যে) রোহিণি! মৃত্যুই বোধ হয় তোমার পক্ষে ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নেই। সকলেই কাজ করতে এ সংসারে এসেছি—আপনার আপনার কাজ না ক'রে মরবো কেন? আমার একটা কথা শুনবে?

রোহি। বলুন না?

গোবি। দেখ, আমি কর্ত্তাকে ব'লে যেমন ক'রে পারি, তোমাকে মুক্তি দেওয়াব। তার পর তোমাকে এ দেশ ছেড়ে যেতে হবে।

রোহি। কেন?

গোবি। তুমি আপনিই তো বলছিলে, তুমি এ দেশ ত্যাগ করতে চাও।

রোহি। আমি বলছিলেম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন ?

গোবি। তোমায় আমায় জীবনে আর দেখা-শুনা না হয়, সেইটে কি যুক্তিসঙ্গত নয় রোহিণি ?

রোহি। (স্বগত) আর আমার দুঃখ নেই। আমার মনের সব জ্বালা ঘুচে গেল। তোমায় ভালবাসি এ কথা তুমি বুঝেছ ; আর আমার এখন মরবার সাধ নেই। হায়, মানুষ বড় পরাধীন। (প্রকাশ্যে) আমি এখনই যেতে রাজি আছি, কিন্তু কোথায় যাব ?

গোবি। কলকাতায়। সেখানে আমি আমার এক জন বন্ধুকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। তিনি তোমাকে একখানি বাড়ী কিনে দেবেন ; তোমার টাকা লাগ্‌বে না।

রোহি। আমার খুড়োর কি হবে ?

গোবি। তিনি তোমার সঙ্গে যাবেন, নৈলে তোমাকে একা কলকেতায় যেতে বলতেম না।

রোহি। সেখানে দিনপাত হবে কি ক'রে ?

গোবি। আমার বন্ধু তোমার খুড়োর একটি চাকরী ক'রে দেবেন।

রোহি। খুড়ো দেশ-ত্যাগে সম্মত হবেন কেন ?

গোবি। তুমি কি তাঁকে এই সকল ব্যাপারের পর রাজি করতে পারবে না ?

রোহি। পারবো ; কিন্তু আপনার জ্যাঠা মহাশয়কে রাজি করবে কে ? তিনি আমাকে ছাড়বেন কেন ?

গোবি। আমি অনুরোধ করব।

রোহি। তা হ'লে আমার কলঙ্কের ওপর কলঙ্ক। আপনারও কিছু—

গোবি। সত্য ; তোমার জন্য কর্ত্তার কাছে ভ্রমরকে দিয়ে অনুরোধ করাবো ভেবেছিলুম, কিন্তু ভ্রমর রাজি নয়। কলঙ্ক হয় হোক,

আমিই কর্ত্তাকে অনুরোধ করবো। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি কর্ত্তার অনুমতি নিয়ে আসছি; যেমন ক'রে পারি, তোমাকে মুক্তি দেওয়াব। কিন্তু তার পর তোমাকে দেশত্যাগ করতে হবে।

[প্রস্থান।

রোহি। কলঙ্কের দায় হ'তে ত নিস্তার পেলুম; তার পর গোবিন্দলাল বলছে,—"এ গ্রাম ছেড়ে যাও" না—না, আমি তা পারবো না; এ হরিদ্রাগ্রাম ছেড়ে আমার যাওয়া হবে না—না দেখে ম'রে যাব। আমি কলকেতায় গেলে গোবিন্দলালকে দেখতে পাব না! আমি যাব না। এই হরিদ্রাগ্রামই আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির! এই হরিদ্রাগ্রামই আমার শ্মশান, এখানে আমি পুড়ে মরব। শ্মশানে মরতে পায় না, এমন কপালও আছে! আমি যদি এই হরিদ্রাগ্রাম ছেড়ে না যাই, তা হ'লে আমার কে কি করতে পারে? প্রাণ ছেড়ে যেতে চাচ্ছে কৈ? ছিঃ! ছিঃ! এ আমার হ'ল কি? এই যে গোবিন্দলাল!

(গোবিন্দলালের পুনঃ প্রবেশ)

গোবি। রোহিণি! খুব সুসংবাদ! কর্ত্তা তোমাকে মুক্তি দিয়েছেন। তবে আর কি, বাড়ী যাও, কলকেতা যাবার জন্য প্রস্তুত হও। কথা কইছ না যে? কেমন, কলকেতা যাওয়া স্থির ত?

রোহি। না।

গোবি। সে কি? এইমাত্র আমার কাছে স্বীকার কল্লে?

রোহি। আমায় মাপ করুন, আমি যেতে পারব না।

গোবি। বলতে পারিনে। জোর করবার আমার কোন অধিকার নেই, কিন্তু গেলে ভাল হ'তো।

রোহি। কিসে ভাল হ'ত ?

গোবি। কি আর তোমায় বলব ?

রোহি। আমায় মাপ করুন, দেশ ছেড়ে আমি যেতে পারবো না ; আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

গোবি। এই জন্যই বোধ হয় লোকে বলে—সংসার পরিবর্ত্তনশীল। মনে কোন ভার ছিল না, কোন উদ্বেগ ছিল না, কখন আকাঙ্ক্ষার ঢেউ ওঠেনি। আজ এ কি ! সেই আমি, সেই রোহিণী, সেই সংসার, সেই দিন-রাত হচ্ছে, সেই চন্দ্র-সূর্য্য উঠছে,—সেই সব ; কিন্তু আজ এ কি পরিবর্ত্তন ! কিসের একটা ছায়া যেন মিশিয়ে রয়েছে। কুয়াসার অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন কচ্ছে। কর্ত্তব্য-পথ ছেড়ে প্রাণ যেন ছুটে চলেছে। কে জানে পরিণাম কি !

(ভ্রমরের প্রবেশ)

ভ্রমর। কি গো, রোহিণী চ'লে গেল ? ভাবছো কি ?

গোবি। বল দেখি ?

ভ্রমর। আমার কালো রূপ।

গোবি। ইস্—

ভ্রমর। কি, আমায় ভাবছো না ? আমি ছাড়া পৃথিবীতে তোমার ভাববার বস্তু কিছু আছে ?—অন্য ভাবনা কিছু আছে ?

গোবি। আছে না ত কি ? সর্ব্বে-সর্ব্বময়ী আর কি ? আমি অন্য মানুষ ভাবছি।

ভ্রমর। বটে, অন্য মানুষ আছে ? কাকে ভাবছো ?

গোবি। তোমায় ব'লে কি হবে ?

ভ্রমর। বল না!

গোবি। তুমি রাগ করবে।

ভ্রমর। করি করব—তুমি বল না।

গোবি। যাও, দেখ গিয়ে সকলের খাওয়া-দাওয়া হ'ল কি না!

ভ্রমর। দেখ্‌বো এখন—বল না, কে মানুষ?

গোবি। শেয়াকুল কাঁটা—রোহিণীকে ভাবছিলুম।

ভ্রমর। কেন রোহিণীকে ভাবছিলে?

গোবি। তা কি জানি?

ভ্রমর। জান—বল না।

গোবি। মানুষ কি মানুষকে ভাবে না?

ভ্রমর। না। যে যাকে ভালবাসে, সে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে ভাবি—তুমি আমাকে ভাব।

গোবি। তবে আমি রোহিণীকে ভালবাসি।

ভ্রমর। মিছে কথা—তুমি আমাকে ভালবাস—আর কাউকে তোমার ভালবাসতে নেই। কেন রোহিণীকে ভাবছিলে, বল না?

গোবি। বিধবাকে মাছ খেতে আছে?

ভ্রমর। না।

গোবি। বিধবাকে মাছ খেতে নেই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন?

ভ্রমর। তার পোড়ার মুখ, যা করতে নেই, তাই করে।

গোবি। আমারও পোড়ার মুখ, যা করতে নেই, তাই করি। রোহিণীকে ভালবাসি।

ভ্রমর। কি? আমি শ্রীমতী ভোমরা দাসী—আমার সাক্ষাতে মিছে কথা?

গোবি। মিছে কথাই ভোমরা! আমি রোহিণীকে ভালবাসিনি। রোহিণী আমায় ভালবাসে।

ভ্রমর। আবাগী—পোড়ারমুখী—বাঁদরী—মরুক! মরুক! মরুক! মরুক!

গোবি। এখনই এত গাল কেন? তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি?

ভ্রমর। দূর, তা কেন—তা কি পারে—তা মাগী তোমার সাক্ষাতে বোল্লে কেন?

গোবি। ঠিক ভোমরা—বলা তার উচিত ছিল না, তাই ভাবছিলুম। আমি তাকে বাস উঠিয়ে কলকাতায় গিয়ে বাস করতে বলেছিলেম, খরচ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার হয়েছিলেম।

ভ্রমর। তার পর?

গোবি। তার পর সে রাজী হ'ল না।

ভ্রমর। ভাল, আমি তাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি?

গোবি। পার, কিন্তু পরামর্শটা আগে আমি শুনবো।

ভ্রমর। শোন। ক্ষীরি! ক্ষীরি!

(ক্ষীরির প্রবেশ)

ক্ষীরি। কি গো বৌ-ঠাকরুণ?

ভ্রমর। ক্ষীরি,—রোহিণী পোড়ারমুখীর কাছে এখনই একবার যেতে পারবি?

ক্ষীরি। পারব না কেন? কি বল্‌তে হবে?

ভ্রমর। আমার নাম ক'রে ব'লে আয় যে, তিনি বললেন, তুমি মর।

ক্ষীরি। এই যাই। তুমি ঠিক বলেছ বৌ-ঠাকরুণ, চোরের মরাই ভাল।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

ভ্রমর। আর ছাখ্, যদি জিজ্ঞাসা করে যে, কি উপায়ে মরবো, তা হ'লে আমার নাম ক'রে বলিস যে, বারুণী পুকুরে সন্ধ্যাবেলায় কলসী গলায় বেঁধে—বুঝেছিস্?

ক্ষীরি। বুঝেছি বৌ-ঠাকরুণ বুঝেছি—চোরের মরাই ভাল। আমি যাই।

[প্রস্থান।

গোবি। ছি ভোমরা! এই সব শিখছো!

ভ্রমর। ভেবো না। সে মরবে না। যে তোমায় দেখে মজেছে—সে কি মরতে পারে?

পঞ্চম দৃশ্য

কৃষ্ণকান্তের বাটীর প্রাঙ্গণ।

(ব্রহ্মানন্দ ও হরের প্রবেশ)

হরে। দেখ ঘোষ-জ মশাই, বড় দুঃখেই একটা কথা বলি। রাগ ক'র না। তুমি আমার চাইতেও ছেঁচড়া। আমরা জুতো-লাথি খাই বটে, আবার প'ড়েও থাকি; কি করব, উপায় নেই। তোমার ত যা হ'ক তবু মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান আছে। তুমি আবার কোন মুখে এ বাড়ী মাড়িয়েছ? তোমার ভাইঝি ডাহা চুরিটা করলে গা। তুমি আবার কি ভরসায় এখানে ঢুক্‌লে?

ব্রহ্ম। তা বাপু, আমার অপরাধ কি? তুমি যদি চুরি কর, তা হ'লে কি তোমার বাপ-খুড়ো দায়ী হয়? আমার ভাইঝি চুরি করেছে, তা আমার কি?

হরে। বটে! তুমি ঠাউরেছ, তুমি পাকা লোক; তোমার বুদ্ধি পোলাও-কালিয়ার আওতায় পেকেছে; আর আমরা সব মুখ্যু, আমাদের বুদ্ধি পান্তভাতের ফুলটীস দিয়ে পাকানো! কেন আর ঝঞ্ঝাট বাড়াচ্ছ? স'রে পড়। কর্ত্তা টের পেলে, ঠ্যাং দু'খানি ভেঙ্গে দেবে।

ব্রহ্মা। আমিও সেই কামনায় এসেছি।

হরে। কি, তোমার ঠ্যাং ভাঙ্গতে চাও?

ব্রহ্মা। জরুর। অনেক দিন চ'লে হেঁটে বেড়িয়েছি; দিন কতক শয্যাগত থাকব, তুমি একটু একটু দুধ খাইয়ে আসবে। আর কথায় কাজ নেই। ঐ ক্ষীরি আসছে।

[প্রস্থান।

(ক্ষীরির প্রবেশ)

হরে। আয় ক্ষীরি, আয়। ক্ষীরি, কোথায় গিয়েছিলি রে?

ক্ষীরি। মেজ বৌমা রোহিণী ঠাকরুণের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হরে। কেনে রে?

ক্ষীরি। তাকে বলতে যে, তুমি মর। তা মাগী মুখের ওপরে ব'ল্লে কি জানিস? "কি উপায়ে মরব?" আমি বল্লুম—বারুণী পুকুরে সন্ধ্যাবেলায় কলসী গলায় দিয়ে। তাতে মাগী ব'ল্লে—"আচ্ছা" কি বুকের পাটা! আমি ত অবাক্ হয়ে গেছি।

হরে। চুলোয় যাক্। এক জিনিস খাবি?

ক্ষীরি। কি?

হরে। এই দ্যাখ, কর্ত্তার আফিংএর কৌটা; এক পায়রা মটর ভোর খা দেখি, মসগুল হয়ে যাবি। তার পর খাস অম্বুরী তামাক এক ছিলিম সেজে দেব, ভুড়ুক ভুড়ুক ক'রে টানবি, আর বোসে বোসে (সুরে) দুটো মনের কথা কইব।

ক্ষীরি। যা যা, আমার এখন ঠ্যাকরার সময় নয়; বৌ-ঠাকরুণকে খবর দিতে হবে। আমি চল্লুম।

হরে। পায়রা-মটর ভোর খেয়ে ত্যাখ না? ভাবের সমুদ্র এসে প্রাণের ভেতর ঠেল মারবে।

[ক্ষীরির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বারুণী পুষ্করিণী-সংলগ্ন উদ্যান।

(রোহিণী)

রোহি। সেই দিন, সেই বারুণী পুকুর, সেই বাপীতীর, সেই সন্ধ্যাবেলা, সেই প্রথম গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা, সেই প্রথম সর্ব্বনাশের দিন,—যে দিন গোবিন্দলালকে আত্মসমর্পণ করেছিলুম, যে দিন গোবিন্দলালের দাসী হয়েছিলুম, যে দিন প্রাণের মন্দিরে গোবিন্দলালের দেব-মূর্ত্তি বসালুম, একে একে যেমন ক'রে তারা ফুটছে, তেমনি ক'রে একে একে আমার সব কথা মনে হচ্ছে। ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জা, কি ঘৃণা! সকলে জেনেছে, আমি গোবিন্দলাল-অন্ত-প্রাণ! ভ্রমরও জেনেছে যে, আমি গোবিন্দলালকে ভালবাসি; তাই সে আমায় মরতে ব'লে পাঠিয়েছে—এই বারুণী পুকুরে—গলায় কলসী বেঁধে। ভাল, সেই বেশ, তাই করাই ভাল; আমি মরব, মরতেই এসেছি; তবে দুঃখ এই, খেদ এই, এ সময় একবার গোবিন্দলালকে না দেখে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে না। ছিঃ ছিঃ! আবার মায়া! আবার মমতা! প্রাণ! তুমি বড় পরাধীন! এত লাঞ্ছনা, এত গঞ্জনা, তবু তোমার লজ্জা নেই? এ কি।

মরতে মায়া হয় কেন? আমার আর কি আছে? কার জন্য বাঁচবো? কোন্ সুখের আশায় এ ছার জীবন রাখ্‌বো? তবে দুঃখ এই—কি উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মেছিলুম, তা বুঝতে পারলুম না। কেবল-মাত্র কলঙ্কিনী নাম নিয়ে, কলঙ্কের মুকুট মাথায় ক'রে, ইহ জন্মের ধর্ম্মকর্ম্ম বারুণীর জলে ডুবিয়ে নিজেও ডুবে মলুম। (জলে অবতরণ) আহা, বারুণীর জল কি সুন্দর! আমার মনের তরঙ্গের মত বারুণীর জল-তরঙ্গ চল্-চল্ ঢল্-ঢল্ করছে। বারুণীর শীতলবক্ষ ঠিক যেন গোবিন্দলালের বক্ষ। ছার প্রাণ! তুমি পিপাসায় জ্বলে মরছো; চল, জুড়ুবে চল। জগদীশ্বর! আমি পাপীয়সী—নরকেও আমার স্থান নেই! তবে মৃত্যুকালে তোমাকে মিনতি ক'রে বলছি—এ জন্মে ত হ'ল না, আর জন্মে যেন গোবিন্দলালকে পাই! আর জন্মে যেন গোবিন্দলাল আমায় ভালবাসে!

[জলে নিমজ্জন।

(গোবিন্দলালের প্রবেশ)

গোবি। এ কি! মন কেবল রোহিণীর কথাই ভাবছে! ছিঃ! ছিঃ! সে বিধবা—তার চিন্তাও মহাপাপ। কেন সে আমায় ভালবাসে? এ সর্ব্বনাশ কেন সে করলে? সে কি বোঝেনি—আমায় ভালবাসলে তার যন্ত্রণা বাড়বে বৈ কমবে না? জেনে শুনে এ বিষ কেন আকণ্ঠ পান করলে? কি জানি, বুঝি বুঝে সুজে ভালবাসা হয় না; ভালবাসায় পাত্রাপাত্রবিচার থাকে না। বুঝি জেনে শুনে ভালবাসা যায় না; তাই ভালবাসায় এত জ্বালা। এত মনে করি ভাববো না, রোহিণীর চিন্তা মনে এলেই সে চিন্তা বিষের মত পরিত্যাগ করব, কিন্তু পারছি কৈ? ঘুরে ফিরে সেই রোহিণী,—প্রতি পদে সেই রোহিণী,—প্রতি নিশ্বাসে সেই রোহিণী! রোহিণী—রোহিণী—

যেন এক বিষম জ্বালা হযে উঠেছে! এ কি! বারুণীর জলে কার কলসী ভাসছে? কেউ জল নিতে এসে ডুবে যায় নি ত? (চিন্তা) সর্ব্বনাশ! তাই যদি হয়? ভ্রমর রোহিণীকে ব'লে পাঠিয়েছিল যে, বারুণীর পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা—কলসী গলায় বেঁধে। শুনলুম, রোহিণী প্রত্যুত্তরে বলেছে—'আচ্ছা' যদি তাই হয়?—দেখি—দেখি; ঐ যে! ঐ যে! স্বচ্ছস্ফটিক-মণ্ডিত হৈম-প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুয়ে আছে। অন্ধকার জল-তল আলো হয়েছে! জগদীশ্বর! বল দাও, দুঃখিনীকে রক্ষা করি। (জলে ঝম্প প্রদান ও রোহিণীকে লইয়া উত্থান) সংজ্ঞাহীনা—নিশ্বাসপ্রশ্বাস-রহিত! আহা! কি রূপ! মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন? দিয়েছিলেন ত সুখী করলেন না কেন? এমন ক'রে তুমি চল্লে কেন? হায় হায়! আমিই সুন্দরীর আত্ম-ঘাতের কারণ! মনে হ'লে বুক ফেটে যায়! যদি রোহিণীর জীবন থাকে, যে কোন উপায়ে হোক বাঁচাতে হবে। জলমগ্নকে কি উপায়ে বাঁচাতে হয়, তা আমি জানি। উদরস্থ জল সহজে বা'র করা যাবে। (জল উদ্‌গিরণ) এইবার নিশ্বাস-প্রশ্বাস—মুখে মুখ দিয়ে ফুঁ দিতে হবে। কে দেবে? এ অসময়ে আর এক জনের দরকার। এ সময়ে কাকেই বা পাই?—মালি! মালি!

(স্বপ্নার প্রবেশ)

স্বপ্না। অবধাড় মুনিমা!

গোবি। ত্যাখ, আমি এর হাত দুটি তুলে ধরি, তুই এর মুখে ফুঁ দে দেখি?

স্বপ্না। সে মু পারিবি না মুনিমা!

গোবি। কেন রে?

স্বপ্না। মোড় ঘাম ছুটিছে, এ আলতা-পরা ঠোঁট পর, কেমতি মু কটকী ফুঁ ঝাড়িব? সে হেব না, হেব না।

গোবি। তবে আর উপায় কি? তুই এই রকম ক'রে এর হাত দুটি আস্তে আস্তে উঠাতে থাক, আর আমি ফুঁ দিই। তার পর আস্তে আস্তে হাত নামাবি।

স্বপ্না। সে মু পাড়িব।

গোবি। আচ্ছা, তাই কর। (স্বপ্নার তথাকরণ ও গোবিন্দলাল কর্তৃক রোহিণীর মুখে ফুৎকার দেওন) আঃ! জগদীশ্বর রক্ষা করেছেন! এই যে নিশ্বাস পড়ছে! তুই যা; চট্ ক'রে ঘরের ভেতর টেবিলের ওপর যে ওষুধের বোতল গ্লাস আছে, নিয়ে আয়!

স্বপ্না। ঘাম দেই কিরি জর ছাড়িলা।

[প্রস্থান।

গোবি। রোহিণি! রোহিণি!

রোহি। আমি ম'রেছিলুম, কে আমাকে বাঁচালে?

গোবি। যেই বাঁচাক, তুমি যে রক্ষা পেয়েছ, এই যথেষ্ট।

(বোতল ও গ্লাস হস্তে স্বপ্নার পুনঃ প্রবেশ)

এখন এই ওষুধটুকু খাও দেখি।

রোহি। দিন। (ঔষধ সেবন) আমাকে কেন বাঁচালেন? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে, মরণেও আপনি বাদী?

গোবি। তুমি মরবে কেন?

রোহি। মরবার কি আমার অধিকার নেই?

গোবি। পাপে কারুর অধিকার নেই। আত্মহত্যা মহা-পাপ।

রোহি। আমায় আর একটু ওষুধ দিন।

গোবি। খাও।

রোহি। (পানান্তে) শুনুন; আমি পাপ-পুণ্য জানিনি—আমাকে কেউ শেখায় নি। কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড? এ জন্মে এক দিনের তরেও সুখী হ'তে পেলুম না! পাপ না করেও যদি এই দুঃখভোগ, তবে পাপ করলেই বা এর বেশী কি হবে? আমি মরব। এবার না হয় তোমার চোখে পড়েছিলুম ব'লে তুমি রক্ষা করেছ; ফিরেবার যাতে তোমার চোখে না পড়ি, সে চেষ্টা করব।

গোবি। রোহিণি! রোহিণি! তুমি কেন মরবে? তোমার এত কিসের দুঃখ?

রোহি। (স্বগত) কিসের দুঃখ, তুমি জান না? নিষ্ঠুর! নির্দ্দয়! আমার দুঃখের মূল—তুমি। (প্রকাশ্যে) চিরদিন ধ'রে দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার চেয়ে, একেবারে মরা ভাল!

গোবি। তোমার এত কিসের যন্ত্রণা?

রোহি। দারুণ তৃষ্ণা! প্রাণ-পোড়া তৃষ্ণা! মরুভূমির তৃষ্ণা! হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে—সামনেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করতে পারব না; আশাও নেই।

গোবি। রোহিণি! আর এ সব কথায় কাজ নেই—চল, তোমাকে বাড়ী রেখে আসি।

রোহি। আমি বল পেয়েছি, একাই যেতে পারব, আর একাই যাব।

গোবি। ভাল, তাই যাও।

রোহি। (স্বগত) গোবিন্দলাল! আমি মরেছিলুম—তুমিও ডুবুতে, আমিও ডুবুতুম। কিন্তু তুমি বাঁচালে, আবার আমায় জ্বালালে।

তবে আমি একলা জ্বলব না। দোষ তোমার—তোমায়ও জ্বালাব—এইটুকু মনে জেন।

[কলসী লইয়া প্রস্থান।

গোবি। জগদীশ্বর! জগদীশ্বর! অনাথনাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর! তুমি আমায় বল না দিলে আমি কার বলে এ বিপদ হ'তে উদ্ধার পাব?—আমি মরবো—ভ্রমর মরবে—আমার সব যাবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ কর—আমি তোমার বলে আত্মজয় করবো। দয়াময়! বিপদ্‌ভঞ্জন! আমার মনুষ্যত্ব যায়, পুরুষত্ব যায়, আমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র কলঙ্কিত হয়; রক্ষা কর, রক্ষা কর! সংসার-সমুদ্রে ক্ষুদ্র কীট আমি—ডুবে মরি। অনাথনাথ! আশ্রয় দাও! অভয় কোলে ভয়ার্ত্ত সন্তানকে তুলে নাও। আমার সব যায়! আমি যাই, ভ্রমর যায়, কৃষ্ণকান্তের অতুল ঐশ্বর্য্য ধূলো হয়ে উড়ে যায়। দণ্ডমণ্ডের বিধানদাতা! সুখ-দুঃখের বিচারকর্ত্তা! আমায় বাঁচাও! আমার চিত্তে বল দাও। আমায় বাঁচাও।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

অন্তঃপুর।

(ভ্রমরের প্রবেশ)

ভ্রমর। কেন এমন হ'ল? এত দেরী ত কখনও হয় না; এখনও ঘরে এলো না কেন? এত রাত অবধি কি করছে? এ কি! কিসের একটা ঢেউ যেন বুকের ভেতর ঠেলে ঠেলে উঠছে! আমি চেপে রাখতে পাচ্ছিনে। কি যেন যাবে! কি যেন হারাবে! প্রাণের

বাঁধন—কে যেন খসিয়ে নেবে ! আমার বুকের ধনকে যেন আমার বুকের ভেতর থেকে চুরি করবে ! আমার কান্না পাচ্ছে, কার কাছে কাঁদবো ? কার বুকে মাথা রেখে সান্ত্বনা চাইব ? কে আমার চোখের জল মুছিয়ে দেবে ? এই যে এসেছেন। আঃ, বাঁচলুম।

(গোবিন্দলালের প্রবেশ)

হ্যাঁ গা ! আজ এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে ?

গোবি। বাগানে।

ভ্রমর। এত রাত অবধি বাগানে ছিলে কেন ?

গোবি। কেন জিজ্ঞাসা করছো ? আর কখনও কি থাকি নে ?

ভ্রমর। থাক ; কিন্তু আজ তোমার মুখ দেখে, তোমার চেহারায়, কথার আওয়াজে বোধ হচ্ছে, আজ কিছু হয়েছে !

গোবি। কি হয়েছে ?

ভ্রমর। কি হয়েছে, তা তুমি না বললে, আমি কি ক'রে বলব ? আমি কি সেখানে ছিলুম ?

গোবি। কেন, সেটা মুখ দেখে বলতে পায় না ?

ভ্রমর। তামাসা রাখ। কথাটা ভাল কথা নয়, সেটা মুখ দেখে বুঝতে প্যাচ্ছি।—আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হচ্ছে।

(ক্রন্দন)

গোবি। ছি ভোমরা ! তুমি কি ছেলেমানুষ হ'লে না কি ? কি হয়েছে ? কাঁদছো কেন ? আমি কাছে রয়েছি ; আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাস, কান্না কিসের ?

ভ্রমর। তোমার পায়ে পড়ি, কথাটি আমায় বল।

গোবি। আর এক দিন বলবো ভ্রমর—আজ নয়।

ভ্রমর। আজ নয় কেন?

গোবি। এখন তুমি বালিকা, সে কথা বালিকার শুনে কাজ নেই।

ভ্রমর। কাল কি আমি বুড়ো হব?

গোবি। কালও বলবো না—দু'বছর পরে বলবো। এখন আর জিজ্ঞাসা ক'র না, ভ্রমর! ছিঃ! আবার কাঁদছো! তুমি বড় দুষ্ট হয়েছ। আমার কথা আজ তোমার কাছে ছোট হ'ল? তোমার অভিমানটাই বড়?

ভ্রমর। দু'বছর পরেই বলো। আমার শোনবার বড় সাধ ছিল, কিন্তু যখন তুমি বললে না—তবে আমি শুনবো কি ক'রে? আমার মন বড় কেমন কেমন করছে, তাই অত কথা বল্লুম।

গোবি। যাও, জ্যাঠামহাশয়ের খেতে আসবার সময় হয়েছে। এসেই তোমায় খুঁজবেন; এ সময়ে আমার কাছে তোমার থাকা উচিত নয়। অমন ক'র না, তা হ'লে আমি বড় রাগ করব।

ভ্রমর। না, তুমি রাগ ক'র না, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

গোবি। মরতে হয় মরবো, চোখ উপড়ে ফেলতে হয় ফেলবো, তবু ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী হব না। ভ্রমরের কাছে কৃতঘ্ন হব না। ভ্রমরের মনে ব্যথা দেব না। ভ্রমরের সর্ব্বনাশ করব না। স্বর্গীয় ভালবাসা কি সুন্দর! স্বামি-স্ত্রীর ভালবাসা কি পবিত্র! আমার মনে পাপের দাগ পড়েছে, ভ্রমর দিব্য চোখে তা দেখতে পেয়েছে; কে যেন দেখিয়ে দিয়েছে! ভ্রমরের মনে কে যেন এঁকে দিয়েছে! কেন এমন হ'ল? স্থির অচঞ্চল মন বিচঞ্চল হ'ল কেন? বড় অহঙ্কার করতুম, বড় স্পর্দ্ধা করতুম—রূপ-মোহ আবার কি? এখন হাড়ে

হাড়ে বুঝেছি; প্রাণের ভেতর যে দিকে চেয়ে দেখছি, রোহিণীর রূপতৃষ্ণা প্রবল। যা হয় হোক্, প্রাণ পুড়ে যায় যাক্; প্রাণ থাকতে ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী হব না। স্থানান্তরে গেলে নিশ্চিত ভুলতে পারব। আজ রাত্রে জ্যেঠা মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে, কাল প্রাতেই জমীদারী দেখতে বেরিয়ে যাব। ভ্রমর কাঁদবে—কাঁদুক; এ কান্না সেরে যাবে। কিন্তু যদি আপাততঃ কোথাও না যাই, এই দেশেই থাকি, তা হ'লে ভ্রমরের কান্না আজীবন থেকে যাবে। তার চোখের জল আর কখন শুকুবে না।

কৃষ্ণ। (নেপথ্যে) গোবিন্দলাল ওখানে আছ?

গোবি। এ কি, জ্যাঠামহাশয় যে! আজ্ঞে আছি। কি অনুমতি?

(কৃষ্ণকান্তের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। বাবা গোবিন্দলাল! বন্দরখালির নায়েব এইমাত্র খবর দিলে যে, সেখানে বড় গোলযোগ উপস্থিত। সম্প্রতি তিনটি খুন হয়ে গেছে। প্রজারা সব ধর্ম্মঘট করেছে। কেউ একটি পয়সা খাজনা দিচ্ছে না। বিনা তদারকে মহল সব খারাপ হয়ে গেল। একবার সেখানে যাওয়া বিশেষ দরকার। আমার এই বয়েস—কখন্ আছি, কখন্ নেই; তোমরা একটু দেখা-শুনা না করলে, বাবা, সব নষ্ট হয়।

গোবি। (স্বগত) এই আমার পরম সুযোগ! (প্রকাশ্যে) আপনি অনুমতি করলে আমি এখনই যেতে পারি। আমারও ইচ্ছা, সব মহলগুলি একবার দেখে আসি।

কৃষ্ণ। বাবা, তোমার কথা শুনে বড় আহ্লাদ হ'ল। আমি কালই তোমাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

গোবি। আমি এই দণ্ডেই প্রস্তুত।

কৃষ্ণ। ভাল, ভাল; আমি চল্লুম। সোনার চাঁদ ছেলে।

[প্রস্থান।

(অপর দিক্ দিয়া ভ্রমরের প্রবেশ)

ভ্রমর। তুমি কোথায় যাবে?

গোবি। বন্দরখালির জমীদারীতে। সেখানকার মহল সব খারাপ হয়ে গেছে, তাই শাসন করতে যেতে হবে।

ভ্রমর। কবে যাবে?

গোবি। তা এখনও ঠিক হয় নি।

ভ্রমর। মিছে কথা বলছো। আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি—কাল সকালেই যাবে।

গোবি। বোধ হয়।

ভ্রমর। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

গোবি। তা কি হয়? বন্দরখালি দশ দিনের পথ, নৌকা ক'রে যেতে হয়; বিশেষ তুমি স্ত্রীলোক; তোমায় কি ক'রে নিয়ে যাব?

ভ্রমর। আমায় সঙ্গে না নিলে তুমি যেতে পাবে? মনেও ক'র না। আমি কাঁদবো, খাব না, সকলের সঙ্গে ঝগড়া করব, বাড়ীতে হুলস্থূল করব, কাউকে টেঁকতে দেব না, দেখি, তুমি কেমন ক'রে যাও।

গোবি। ছিঃ ভ্রমর! তুমি দুষ্টু হচ্ছ!

ভ্রমর। তুমি ভাল থাকতে দিলে কই? দেখ না, কেমন মজার লোক উনি! দশ দিনের পথ নৌকা ক'রে যাবেন, আর আমি একলাটি প'ড়ে থাকবো! কেঁদে কেঁদে সারা হব, ভেবে ভেবে মরবো!

কেন বল ত ? মেয়েমানুষ হয়েছি ব'লে কি যা সওয়াবে, তাই সইতে হবে ? যত দিন ভালমানুষটি থাকবে, আমরাও ভালমানুষ থাকব। তোমরা দুষ্টুমী আরম্ভ করলে, আমরাও দুষ্টুমী ধরবো। এই বুঝে কাজ ক'রো।

গোবি। মা যদি তোমাকে পাঠাতে রাজি না হন—আমি তোমাকে জোর ক'রে নিয়ে যাব ?

ভ্রমর। মাকে আমি রাজি করব ; সে ভার আমার।

গোবি। ভাল, তা হ'লে আমার আপত্তি নেই। এখন চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভ্রমরের কক্ষ।

(ভ্রমর)

ভ্রমর। আমায় ফেলে চ'লে গেল! আমি এখানে একলাটি প'ড়ে রইলুম! আমার চোখের জল কে দরদ ক'রে মোছাবে? আমার মনের গুরুভার কে যত্ন ক'রে এসে ভাগ ক'রে নেবে? আমার আর কে আছে? আমার জ্বালা কে বুঝবে? আমার মনের আগুন কে নেবাবে? তাঁরই বা দোষ কি? তাঁকে দোষ দিচ্ছি কেন? তিনি ত আমায় সঙ্গে ক'রে নিতে আপত্তি করেন নি, শাশুড়ী যে কিছুতেই রাজি হলেন না। প্রাণেশ্বর! জীবনসর্ব্বস্ব! দুঃখিনীর ইহকাল-পরকাল! আর পারিনে—আর দিন কাটে না। কখনও এক দিনের তরে ছেড়ে থাকনি—দেখ, তোমার সেই ভ্রমর আজ ক'দিন একলা প'ড়ে আছে! তুমি কাছে নেই, কে আমার মান-অভিমান বুঝবে? কার কাছে কাঁদব? কে আমার উপদ্রব সইবে? প্রভু! আর ঐশ্বর্য্যে কাজ নেই, জমীদারী-শাসনে কাজ নেই, শ্বশুরের সম্পত্তি ভোগের ঢের লোক আছে, তুমি ফিরে এস—দুজনে কুটীর বেঁধে থাকব, ভিক্ষে ক'রে তোমায় খাওয়াব। তুমি আর চোখের আড়াল হয়ো না, তা হ'লে তোমার সাধের ভ্রমর আর বাঁচবে না।

(ক্ষীরির প্রবেশ)

ক্ষীরি। ভাল বৌঠাকরুণ, এতটা বাড়াবাড়ি করছ কেন? কার জন্যে তুমি অমন কর? রোজ বিকেলবেলা ঘুসঘুসে জ্বর হয় ব'লে ত খাওয়া-দাওয়া ছেড়েছ। তোমার শাশুড়ী কবরেজ দেখিয়ে পাচন-বড়ীর ব্যবস্থা ক'রে, তোমায় অষুধ খাওয়াবার ভার আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। তা তুমি রোজ আমার হাত থেকে বড়ী-পাচন কেড়ে নিয়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দাও। এতটা করছ কেন? যার জন্য তুমি খাওয়া-দাওয়া, ঘুম—সব ছেড়েছ, তিনি কি তোমার কথা এক দিনের জন্যও ভাবেন? তুমি মরছো কেঁদে কেটে, আর তিনি হয় ত হুঁকোর নল মুখে দিয়ে চোখ বুজে রোহিণীঠাকরুণকে ধ্যান করছেন।

ভ্রমর। (ক্ষীরিকে চপেটাঘাত করিয়া) তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা! পোড়ারমুখী! দূর হ', আমার কাছ থেকে উঠে যা। তুই যা ইচ্ছে বক্‌বি, তোর ভারী আস্পর্দ্ধা হয়েছে।

ক্ষীরি। তা চড়-চাপড় মারলেই কি লোকের মুখ চাপা থাকে? তুমি রাগ করবে ব'লে আমরা ভয়ে কিছু বলব না; কিন্তু না বোল্লেও বাঁচিনে। পাঁচি চাঁড়ালনীকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ দেখি, সে দিন অত রাত্রে রোহিণী বাবুর বাগান থেকে আসছিল কি না?

ভ্রমর। তোর জিজ্ঞেস কর্‌তে ইচ্ছে হয়, তুই কর গে। আমি কি তোদের মত ছুঁচো-পাজি যে, আমার স্বামীর কথা পাঁচি চাঁড়ালনীকে জিজ্ঞেস করতে যাব? তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস! ঠাকরুণকে ব'লে আমি ঝাঁটা মেরে তোকে দূর ক'রে দেবো। তুই আমার সাম্‌নে থেকে দূর হয়ে যা, নৈলে তোর মাথার সব চুল আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো।

ক্ষীরি। তা বেশ, তোমাদের কথায় আর যে থাক্‌বে, সে তার ভালোর মাথা খাবে। বলে—"যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।" বড় লোকের বাড়ীতে কাজ করাই ঝক্‌মারি, কখন্ কার মেজাজ কেমন থাকে, ঠিকানা নেই। এ ঘোর কলিকাল, কালের মাহাত্ম্যি কোথায় যাবে ?

[ক্ষীরির প্রস্থান।

ভ্রমর। স্বামি! প্রভো! শিক্ষক! ধর্ম্মজ্ঞ! আমার গুরো! আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! তুমি সে দিন এই কথা আমার কাছে গোপন করেছিলে ? আমার হৃদয়ের ভেতর যে হৃদয়, যে লুক্কায়িত স্থান কেউ কখনও দেখতে পায় না—সেখানে যদি আত্ম-প্রতারণা ক'রে থাক, তাতেই বা আমার এমন দুঃখ কি ? যার স্বামী অবিশ্বাসী, তার মরাই ভাল। আমি মরলে সব ফুরুবে। হিন্দুর মেয়ে, মরা বড় সহজ মনে করে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্রহ্মানন্দের বাটী।

(ব্রহ্মানন্দ ও হরে)

হরে। আচ্ছা খোষজ মশাই, তুমি এমন ক'রে মন মুসড়ে থাক কেন বল দেখি ? সময় খারাপ পড়েছে, আবার ফিরতে কতক্ষণ ? মনের বোঝা সব ঝেড়ে ঝুড়ে ফেলে একটা টপ্পা-টুপ্পি লাগাও।

ব্রহ্মা। আজ আর টপ্পা-টুপ্পি ভাল লাগছে না। মনটা যেন কি একটা ভার নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। আচ্ছা শোন, একটা গান গাই।

(গীত)

সিন্ধু— ঠুংরি।

এমন দিন কি হবে তারা।
যে দিন তারা তারা তারা ব'লে,
আমার তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
(তখন) ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা ব'লে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
(ওরে) আঁখি অন্ধ দেখ রে মাকে, তিমিরে তিমিরহরা॥

হরে। আহা! বেড়ে গেয়েছো। ঠাকরুণ-বিষয়ের গান তোমার মুখে টপ্পার চেয়ে লাগে ভাল। আমি বেটা এমন পাষাণ, আমারও প্রাণ কেমন ক'রে ওঠে।

ব্রহ্মা। হরিদাস! ধর্ম্ম জিনিসটা বড় সুন্দর; তবে সাংসারিক ব্যাপারে যারা লিপ্ত, তাদের এ চর্চ্চা না করাই ভাল।

হরে। তবে ঘোষজ-মশাই, আমি চল্লুম। কর্ত্তা এখনি খোঁজ করবেন।

ব্রহ্মা। চল, আমিও দরজা অবধি যাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহি। কে এ কথা রটালে? গোবিন্দলাল আমার গোলাম—সাত হাজার টাকার গয়না দিয়েছে—আমি গোবিন্দলাল-অন্তপ্রাণ—দু'জনে

রোজ গোপনে দেখা হয়—এ সব কথা কোথা হ'তে রট্‌লো? এ ভ্রমরেরই কাজ। নৈলে এত গায়ের জ্বালা আর কার? ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালালে। খেলুম না ছুঁলুম না, অথচ বদনামের ভাগী হলুম। সে দিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। দূর হোক—এ দেশে আর আমি থাকবো না। কিন্তু যাবার আগে ভ্রমরকে একবার হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়ে যাব। যদি গ্রামময় সতীন নামই বাজ্‌লো, তবে সতীনের কাজটাই বা বাকী রাখি কেন? ভ্রমর জ্বলছে বটে, দিনরাত্রি চোখের জল ফেলছে বটে; কিন্তু তাকে আরও জ্বালাবো, আরও কাঁদাব—আরও পোড়াব। সতীনের ধর্ম্ম সতীন করবে—তাতে পাপ নেই। চোরের ধর্ম্ম চুরি, সাপের ধর্ম্ম মানুষকে দংশন। এখন যাই—পাড়ায় গিয়ে সইয়ের কাছ থেকে একখানা বেনারসী শাড়ী ও একসুট গিল্টির গয়না চেয়ে আনি। তার পর ভ্রমর—তার পর তোমার মুণ্ডপাত; শেষে ত দেশ ছেড়ে যাবই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর।

(ভ্রমর)

ভ্রমর। এমন ক'রে আর ত পারি নে, কি ক'রে সময় কাটাই, কে আমার সন্দেহ ভঞ্জন ক'রবে? স্বামি, পতি, প্রাণেশ্বর! সত্যই কি তুমি কলঙ্কী? তোমার নির্ম্মল চরিত্রে সত্যই কি কালী পড়েছে? তুমি যা ছিলে, এখন কি আর তা নেই? আর তুমি কি ভ্রমরের একলার নও? লোকে বলে, এখন তুমি রোহিণীর। শুনে বাজের

মত হৃদয়ে বাজে। এস, ফিরে এস। আর দূরে থেক না। তুমি কাছে এলেই আমার সন্দেহ দূরে যাবে। আর তোমায় কখনও ছাড়ব না। যে যা বলে বলুক—এবার তুমি কোথাও যেতে চাইলে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো।

(অবগুণ্ঠনাবৃত রোহিণীর প্রবেশ)

কে গা তুমি ?

রোহি। (অবগুণ্ঠন উন্মোচন) আমি গো, চিন্‌তে পারছ না ?

ভ্রমর। সে দিন রাত্রে ঠাকুরের ঘরে চুরি করতে এসেছিলে। আজ রাত্রে আমার ঘরে সেই অভিপ্রায়ে এসেছ না কি ?

রোহি। (স্বগত) তোমার মুণ্ডুপাত করতে এসেছি। (প্রকাশ্যে) এখন আর আমার চুরির প্রয়োজন নেই ; এখন আমি আর টাকার কাঙ্গাল নই। মেজবাবুর অনুগ্রহে আমার আর খাবার পরবার দুঃখ নেই। তবে লোকে যতটা বলে, ততটা নয়।

ভ্রমর। তুমি এখান হ'তে দূর হও।

রোহি। লোকে যতটা বলে, ততটা নয়। লোকে বলে, আমি সাত হাজার টাকার গয়না পেয়েছি। মোটে তিন হাজার টাকার গয়না, আর এই শাড়ীখানি পেয়েছি। তাই তোমায় দেখাতে এসেছি। সাত হাজার টাকা লোকে বলে কেন ? (পুঁটুলি খুলিয়া গহনা ও শাটী প্রদর্শন ও ভ্রমর-কর্ত্তৃক তাহাতে পদাঘাত করণ) হ্যাঁ হ্যাঁ, কর কি ? কর কি ? সোনায় পা দিতে নেই, পাপ হবে, পাপ হবে, সর্ব্বনাশ হবে।

ভ্রমর। রাক্ষসি ! সর্ব্বনাশি ! আর আমার সর্ব্বনাশের বাকী কি ? আর নূতন সর্ব্বনাশ কি হবে ? আমার সুখের সংসারে তুই আগুন ধরিয়ে দিলি ? বড় যত্নের বাঁধা ঘর পুড়িয়ে দিলি ! পবিত্র স্বামি-স্ত্রীর

প্রণয়, বিষের ছুরি দিয়ে কেটে আজন্মের মত দু'খান ক'রে দিলি! তোর লজ্জা নেই! তোর ঘৃণা নেই! তোর প্রাণে মেয়েমানুষের কোমলতা নেই! সাধ্বী স্ত্রীর বুক থেকে স্বামী কেড়ে নিয়ে, লজ্জার মাথা খেয়ে, আমার বাড়ীতে—আমার ঘরে ঢুকে, আমার বুকের ওপর ব'সে ইহজন্মের সোনার নিধি সতীত্ব-রত্ন হারিয়ে বেশ্যাবৃত্তি ক'রে, একস্যুট গয়না বেনারসী শাড়ী প'রে আমায় দেখাতে এসেছিস! তুই এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছিস? তোর মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল না? তুই এখনও মাটীর ভেতর ঢুকে গেলি নে? যে পা নিয়ে এতটা পথ চ'লে এলি, সে পা খ'সে যাচ্ছে না? ঈশ্বর কি নেই? সৃষ্টি কি রসাতলে গেছে? দেবতারা কি ঘুমুচ্ছেন? যদি ভাল চাস্ ত এখনও বিদেয় হ'। আমিও স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলতে নেই, এ কথা জানি, কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলতে নেই—এ কথা ত মানিনে। তাই বলছি, মানে মানে দূর হ'। মনে করিসনি, তোর সুখ চিরস্থায়ী; বর্ষার মেঘ—এ বেলা উঠেছে, ও বেলা কেটে যাবে। আমার স্বামী আমারই থাকবে—কেউ নিতে পারবে না।

রোহি। (স্বগত) আর কি, আমার ত কাজ হ'ল; আমি এখন যাই। কথাগুলো খুব কড়া কড়া শুনালে বটে। উত্তর দিয়ে যাব? না, আজ থাক্। কি জানি, যদি সত্যি সত্যি দু'ঘা ঝাঁটা মেরে বসে! ওর কোটের ভেতর আছি, ফিরিয়ে ত মারতে পারব না; আজ এই পর্য্যন্ত। (প্রকাশ্যে) ভ্রমর! তবে আমি চল্লুম ভাই! কিছু মনে ক'র না; আমি তোমার বড় বোন্—আমার ওপর কি রাগ করতে আছে?

[প্রস্থান।

ভ্রমর। আর নয়। আর চোখের জল নয়, আর কান্নাকাটি নয়, আর ভাবনা-চিন্তা নয়, সে সময় গেছে। আর কি, সব ত টের পেয়েছি।

স্বামী অবিশ্বাসী—পরস্ত্রী-অনুগামী। এখন বুঝছি, সে দিন রাত্তিরে বাগানে কেন তোমার দেরী হয়েছিল, সে দিন আমাকে খুলে বললে না। দুবছর পরে বলবে বলেছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তা শুনলুম। শুধু শুনলুম কেন, দেখলুম পর্য্যন্ত। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্র অলঙ্কার দিয়েছ, তা সে নিজে এসে আমায় দেখিয়ে গেল। তুমি মনে জান বোধ হয়, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার ওপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তা জানতুম। কিন্তু এখন জানলুম, তা নয়। যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও ভক্তি ; যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার ওপর আমার ভক্তি নেই ; আমি সব টের পেয়েছি—চোখে চোখে প্রমাণ পেয়েছি। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নেই। আমি আজই তোমায় এই মর্ম্মে চিঠি লিখবো,—যখন তুমি বাড়ী আস্‌বে, আমায় অনুগ্রহ ক'রে খবর লিখো, আমি কেঁদে কেটে যেমন ক'রে পারি, বাপের বাড়ী যাব। তোমায় আমায় আর না দেখা হয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কৃষ্ণকান্তের কক্ষ।

(কৃষ্ণকান্ত ও হরে)

কৃষ্ণ। আর বেশী দিন নয়। ইহসংসারের দোকানপাট শীঘ্রই বন্ধ করতে হবে। এখানে খেলা করবার মেয়াদ যত দিন ছিল, তা প্রায় সাঙ্গ হয়ে এলো। যেখানকার মানুষ, সেখানে যাবার জন্ত ডাক্ পড়েছে, আর থাকবার যো কি ?

হরে। কর্ত্তাবাবু! মেজবাবুর শ্বশুরবাড়ী থেকে এক জরুরী চিঠি এসেছে। যে চিঠি এনেছে, তার মুখে শুনলুম যে, মেজবৌমার মা-ঠাকরুণের ব্যারাম। এ সময় তাঁরা একবার মেজবৌমাকে সেখানে নিয়ে যেতে চান।

কৃষ্ণ। কৈ দেখি—চিঠি দেখি? (চিঠি গ্রহণান্তে পাঠকরণ) তাই ত! এ যে বেই মশায় নিজে হাতে লিখেছেন। গোবিন্দলাল এখানে উপস্থিত নেই, আপাততঃ মেজবৌমাকে পাঠান যায় কি প্রকারে? ও দিকে বেয়ান ঠাকুরুণ পীড়িতা, না পাঠালে নয়। বেই মশায় স্বয়ং অনুরোধ ক'রে লিখেছেন, অনুরোধ রক্ষা না করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হবে। ভাল, না হয় দু'চার দিনের কড়ারে পাঠান যাক্। উভয় দিক্ই রক্ষা হবে। (হরের প্রতি) আচ্ছা, আমি একবার বাড়ীর ভেতর হ'তে আসছি, যা হয় তোকে বলছি।

[প্রস্থান।

হরে। ব্রহ্মানন্দ ঘোষের দেখছি জোর বরাত। যোগাযোগ বড় মন্দ হচ্ছে না। এমন সময় মেজবৌমা যদি বাপের বাড়ী যায়, আর মেজবাবু যদি জমীদারী হ'তে এসে পড়ে, তা হ'লে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বেধে যাবে। মেজবাবুর যে মেজাজ, বলবে, অমন পরিবারের মুখ দেখতে চাইনে। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হ'লেই তখন রোহিণী ঠাকরুণ মেজবাবুর প্রাণের ভেতর রাজত্বি জুড়ে বসবেন আর ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ত রোজ পোলাও-কালিয়ে খেতে সুরু করবে।

(কৃষ্ণকান্তের পুনঃ প্রবেশ)

কৃষ্ণ। হরে, যে লোক মেজ বৌমার বাপের বাড়ী থেকে চিঠি নিয়ে এসেছে, তাকে বল গে যা যে, মেজবৌমাকে চার দিনের

কড়ারে পাঠান হচ্ছে। পাল্কী-বেহারা,লোকজন—সব যেন নিয়ে আসে।

হরে। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেওয়ান। ধর্ম্মাবতার! বন্দরখালির নায়েব এত্তেলা পাঠিয়েছে যে, মেজবাবু আজ দশ দিন গৃহাভিমুখে যাত্রা করেছেন, সেখানকার জল-বায়ু তাঁর সহ্য হ'ল না।

কৃষ্ণ। (স্বগত) তবেই ত মুস্কিল! মেজবৌমা বাপের বাড়ী যাচ্ছেন, গোবিন্দলালও ফিরে আসছেন। কে জানে অদর্শনে কি বিষময় ফল ফলবে! রোহিণী-ঘটিত যে সকল কথা উঠেছে, পরিণামে না সত্যে পরিণত হয়। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তুমি যাও।

[উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

দরদালান।

(ভ্রমর ও ক্ষীরির প্রবেশ)

ক্ষীরি। মেজবৌমা! তুমি যে কি বুঝলে বাছা, আমি বলতে পারিনি। আজ বাদে কাল মেজবাবু বাড়ী এসে পৌঁছুবেন, তুমি ছল-ছুতো ক'রে বাপের বাড়ী চল্লে। শাশুড়ীর কাছে ডাহা মিছে কথাটা কইলে!

ভ্রমর। মিছে কথাটা কি কইলুম?

ক্ষীরি। মিছে কথা নয়? সত্যি তোমার মায়ের অসুখ? তুমি কি ব'লে বাপের বাড়ী যাচ্ছ? মা'র অসুখের ছুতো ক'রে ত?

ভ্রমর। মা'র অসুখ না হোক, আমার ত অসুখ বটে!

ক্ষীরি। তোমার কি অসুখ?

ভ্রমর। কি অসুখ, তোকে বলবো কি? যে অসুখের চেয়ে আর অসুখ নেই—মনের অসুখ।

ক্ষীরি। তা তোমার শাশুড়ীকে অসুখের কথা বল্লে না কেন?

ভ্রমর। তা হ'লে কি আমায় বাপের বাড়ী যেতে দিতেন? বলতেন,—এখানে কি আর ডাক্তার-কবরেজ নেই?

ক্ষীরি। যা বল বাপু; কিন্তু কাজটা ভাল হয় নি। আমার কি, আমি তোমার মাইনে খাই, আমায় যা বলবে, তাই করতে আমি বাধ্য। 'যা মা'র কাছে'—গেলুম। বলতে বলেছিলে, তোমার ভারী অসুখ, যেন এখান থেকে নিয়ে যায়; তা শুনে তোমার মা পাল্কী-বেহারা লোকজন পাঠাচ্ছিলেন, তার পর তোমার শেখানমত বল্লুম যে, তা হবে না। এত সোজায় তাঁরা পাঠাবেন না। যদি তোমার মেয়েকে বাঁচাতে চাও, তা হ'লে বাড়ীর কারুর অসুখ ব'লে কর্ত্তাকে চিঠি লিখে মেজবৌমাকে আনিয়ে নাও। মা'র প্রাণ, তোমার অসুখের কথা শুনে মুখখানি শুকিয়ে গেল। তখনই তোমার বাপকে দিয়ে চিঠি লেখালেন যে, বাড়ীতে বড় অসুখ, যেন তোমায় সেখানে আজই পাঠান হয়। তা তুমি যেটুকু চেয়েছিলে, তা হ'ল বটে; কিন্তু এ জোচ্চুরি যদি তোমার শাশুড়ী টের পান, আমায় ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে বিদেয় করবেন।

ভ্রমর। তোকে বিদেয় করবেন কি, আমি ত নিজে বিদেয় হ'য়ে যাচ্ছি। বোধ হয় আর আমি এ বাড়ীতে ফিরবো না।

ক্ষীরি। কি বল গো বৌ-ঠাকরুণ, আমার বুক যে কাঁপে।

ভ্রমর। যা বলেছি, ঠিকই বলেছি; কিছু মিছে বলিনি; যার সম্পর্কে সম্পর্ক, যাকে নিয়ে সংসার, যে দেবতার আমি দাসী, সে যখন আমার নয়, সে যখন পরের হয়েছে, আর আমার শ্বশুরবাড়ীতে কাজ কি? স্বামী বিশ্বাসঘাতক, স্বামী অবিশ্বাসী, স্বামী পরস্ত্রীগামী— এমন সংসার পুড়ে যাওয়াই ভাল, সঙ্গে সঙ্গে আমারও পুড়ে মরা ভাল।

ক্ষীরি। ছিঃ ছিঃ! বৌ-ঠাকুরুণ! ও সব কথা মুখে আনতে নেই; ওতে অকল্যাণ হয়। মেয়েমানুষের অত গুমোর কি ভাল? মেয়েমানুষের গুমোর টেকে না। সইবার জন্যই বিধি মেয়েমানুষ গড়েছেন। আর কথায় কাজ নেই, তোমার শাশুড়ী আসছেন।

(গোবিন্দলালের মাতার প্রবেশ)

গো-মাতা। বৌমা! তোমার পাল্কী-বেহারা লোকজন সব এসেছে। দেখো মা, চার দিনের বেশী যেন না হয়। গোবিন্দলাল এখানে নেই, তোমায় পাঠান আমার ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু কি করব, বেয়ানের অমন অসুখ, না পাঠালে তোমার বাপের বাড়ীর সকলে আমায় দোষী করবেন।

ভ্রমর। তবে মা আসি?

(প্রণামকরণ)

গো-মাতা। জন্ম-এয়োস্ত্রী হও। পাকা চুলে সিঁদুর পর। নাতির নাতি নিয়ে ঘর কর। আমার মাথার চুলের মত পরমাই হোক।

ক্ষীরি। মা, আমারও একটা প্রণাম নাও।

(প্রণামকরণ)

গো-মাতা। তোকে কি আর আশীর্ব্বাদ করব—তুই শীগ্ গির মর্।

ক্ষীরি। তা, তোমার কাছে দাসী-বাঁদীর এমনই আদর বটে!

গো-মাতা। চল বৌমা, তোমায় পাল্কীতে তুলে দিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

(হরের প্রবেশ)

হরে। দেখলে—দেখলে! বাঁদী বেটীর আক্কেল দেখলে, দূত্তোর মেয়ে-মানুষের জাতের মুখে মারি ঝাড়ুর বাড়ী। বেটী তাগা তসর পোরে বৌ-ঠাক্রুণের সঙ্গে বাপের বাড়ী চলেছে। মেজাজ ভারী গরম, একবার চুপি চুপি এসে ব'লে যেতে পারত না? নেমকহারাম বেটী! কর্ত্তার খাবার থেকে চুরি ক'রে খাইয়েছি, তাগা গড়াবার সময় নগদ পঞ্চান্ন টাকা দিয়েছি, তা একবার আমায় ব'লে গেল না! এই যে চার দিন তুই সেখানে গিয়ে থাকবি, আমায় কি একবার ব'লে গেলে তোর মানের হানি হ'ত? না আমি যেতে আপত্তি করতুম? আমি কি পিরীত করতে জানিনি? মাঝে মাঝে বিরহের দুঃখু চাই—নৈলে পিরীত জমাট হয় না। তুই দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলতিস, আমি দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলতুম; কেমন হ'ত বল্ দেখি? আচ্ছা বেটী থাক্—আমার হাতে তোমায় আসতেই হবে। সেই সময় জুতো, ঝাঁটা, লাথি—তবে আমার নাম হরে—হ্যাঁ।

[প্রস্থান।

(কৃষ্ণকান্ত ও গোবিন্দলালের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। তা বাবা, তুমি এখন খাও দাও জিরোও। ও সকল কথা পরে হবে এখন।

গোবি। না, এমন বিশেষ কিছু কথা নয়, যাতে সময় লাগবে। দু'কথায় বলছি। বন্দরখালির যে সমস্ত গোলমাল ছিল, তা প্রায় সব মিটিয়ে এসেছি, আরও কিছুদিন থাকলে ভাল হ'ত ; তা সেখানকার জলবায়ু আমার সহ্য হ'ল না, কাজেই শীগ্‌গির ফিরতে হ'ল।

কৃষ্ণ। তা বেশ করেছ। আর বল্‌ছি কি বাবা, বৌমাকে পাঠাবার দরুণ তুমি রাগ ক'র না। আমি চার দিনের কড়ারে পাঠিয়েছি ; বেই মশায় অনুরোধ ক'রে নিজে চিঠি লিখলেন, তোমার শাশুড়ীর বাড়াবাড়ি অসুখ, কাজেই তোমার ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না ক'রে পাঠাতে হ'ল।

গোবি। তা আপনি যা ভাল বুঝেছেন করেছেন, আমার মতামতের অপেক্ষায় কি এসে যায় ?

কৃষ্ণ। আর দেখ বাবা, বৈষয়িক কাজ কতকগুলো বাকী আছে ; তুমি এসেছ, বড়ই ভাল হয়েছে। আমি আর বড় বেশী দিন নয়। যমরাজ এত্তেলা পাঠিয়েছেন—সকাল সকাল তৈরী হবার জন্য। তুমি উপযুক্ত হয়েছ—এই বেলা সব বুঝে প'ড়ে নাও। আর একটা কথা—দেখ বাবা, এ সংসারে প্রতিপদে প্রলোভন আছে। অতি ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিও নিজের মন স্থির রাখতে পারে না। যতদূর সম্ভব, লক্ষ্যপথ স্থির রেখ, পরিণামে সুখী হবে। আর বেশী বলব না। তুমি বুদ্ধিমান্—অনায়াসেই বুঝতে পারবে।

গোবি। আশীর্ব্বাদ করুন, কর্ত্তব্যপথ হ'তে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই।

কৃষ্ণ। সংসার-সাগরে তৃণ হও। ঈশ্বরে মতি রেখো। তোমার কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। তবে বাবা, তুমি ঠাণ্ডাঠুণ্ডি হও। আমি এখন যাই।

গোবি। যে আজ্ঞে।

[কৃষ্ণকান্তের প্রস্থান।

এত ছল! ক্ষুদ্র বালিকা এত দিন সরলতার ভানে আমায় ভুলিয়ে রেখেছিল! শাশুড়ীর অসুখ, শ্বশুর চিঠি লিখেছেন—এ সব মিথ্যা, এ সব ভ্রমরের ছল। সকলকে প্রতারণা ক'রে, চাতুরীর প্রলোভনে ভুলিয়ে, বাপের বাড়ী চ'লে গেছে। এত স্পর্দ্ধা! স্ত্রী হয়ে স্বামীকে এরূপ পত্র লেখা! (লিপি পাঠকরণ)—'এখন তোমার ওপর আমার ভক্তি নেই, বিশ্বাসও নেই, তোমাব দর্শনে আমার সুখ নেই। তুমি যখন বাড়ী আসবে, আমাকে অনুগ্রহ ক'রে খবর দিও; আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন ক'রে পারি, পিত্রালয়ে যাইব।'—আশ্চর্য্য! সেই ভ্রমর—যার মুখে কথা সরৃত না, যার মুখ পানে চাইলে, মুখ মাটীর দিকে করত, আমার কথা যে বেদবাক্য ব'লে জানত—সেই ভ্রমর! ব্রহ্মানন্দের পত্র পাঠে অবগত হলেম যে, ভ্রমব রটিয়েছে, আমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়েছি। ছিঃ ছিঃ! কি ঘৃণ্য! স্ত্রী হয়ে স্বামীর নামে কদর্য্য অপবাদ রটালে! এত অবিশ্বাস? না বুঝে, না জিজ্ঞাসা ক'রে আমাকে ত্যাগ ক'রে গেল? ঈশ্বর জানেন—আমি দোষী কি না। ঈশ্বর জানেন—কেন আমি এ দেশ ছেড়ে জমীদারীতে গিয়েছিলুম। 'কেবল রোহিণীর হাত এড়াবার জন্য। পাছে রোহিণীর রূপ-মোহে আত্মহারা হই, সেই জন্য দূরে স'রে গিয়েছিলুম, সেই জন্য রোহিণীর চোখের অন্তরালে ছিলুম। সেই বিশ্বাসের এই পরিণাম? সেই বিশ্বাসের এই বিনিময়? এমন পুরুষ কে আছে, যে কোন উপযাচিকা সুন্দরীর অতুল রূপরাশি স্বেচ্ছায় পায়ে ঠেল্‌তে পারে? আজ বুঝলেম—সংসারে সৎকার্য্যে সুনাম নেই, কলিতে অধর্ম্মই প্রবল। আমিও প্রতিজ্ঞা করছি—আর সে ভ্রমরের মুখ দেখব না। যার ভ্রমর নেই, সে কি প্রাণ ধারণ করতে পারে না? তবে চাই—একটা অবলম্বন চাই

অনেক দিনের ভ্রমর, অনেক দিনের ভালবাসা—সে ভ্রমর, সে ভালবাসা ভুলতে গেলে, আর একটা কিছু চাই। ধর্ম্ম হোক, অধর্ম্ম হোক; পাপ হোক, পুণ্য হোক; আমি ভ্রমরকে ভুলব। কি উপায়?—কি সে উপায়? আছে—উপায় আছে! রোহিণীর চিন্তা, রোহিণীর ধ্যান, রোহিণীকে হৃদয়ের রাণী করা! যদি ভ্রমরকে আপাততঃ ভুলতে হয়, তবে রোহিণীর কথাই ভাবি, নইলে এ দুঃখ ভোলা যাবে না।

[প্রস্থান।

(কৃষ্ণকান্তের পুনঃ প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ওরে হতভাগা ছোঁড়া! একেবারে অধঃপাতে গেছ! যা শুনেছিলুম, তা ত ঠিক। গ্রামে যা রাষ্ট্র, তা ত মিছে নয়। ছিঃ ছিঃ! কি অন্যায় কাজই করেছি! সেই সময়ে রোহিণী বেটীর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে দেশছাড়া করলেই বেশ হ'ত। বেটী পেত্নী, ভেতরে ভেতরে ভাল মানুষের ছেলেটাকে পেয়ে ব'সে আছে! যাই হোক, ব্যাপার বড় গুরুতর। এ সময় বৌমাকে পাঠান ঠিক হয় নি। দেখ, শেষেকালে কি হাল হয় দেখ। গোবিন্দলাল আর কচি ছেলেটি নয়, ওকে আর কে কি বোঝাবে? বাবাজী যখন ও পথে পা দেবেন ঠিক করেছেন, স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও ফেরাতে পারবে না। এখন উপায়? উপায় উইল বদলানো; গোবিন্দলালের নামে এক পয়সাও দেওয়া হবে না; মেজ বৌমাকে সব লিখে প'ড়ে দেওয়া যাবে; তা হ'লে তবু কতকটা হাতে থাকবে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বারুণীর ঘাট

(রোহিণী)

রোহি। ভাল জ্বালায় পড়েছি। খেয়ে সুখ নেই, ব'সে সুখ নেই, দাঁড়িয়ে সুখ নেই, বেড়িয়ে সুখ নেই, যেন কি হয়েছে। দেহটা যেন একটা মাটীর ভাঁড়, মিছে ব'য়ে বেড়াচ্ছি। আমি না মেয়েমানুষ—রূপ-যৌবনের গুমোর করি? লাজলজ্জার মাথা খেয়ে গোবিন্দলালকে প্রাণের উচ্ছ্বাস খুলে বল্লেম। মেয়েমানুষের যা যা অস্ত্র ছিল, একে একে ছুড়ে মারলুম। কি হ'ল? কি লাভ করলুম? আমি যা, তাই রয়ে গেলুম। মাঝে থেকে কেবল কলঙ্কের ভাগী হলুম! আমি না রূপের গুমোর করতুম! মনে করতুম, এ রূপের ফাঁদে কাকে না মজাতে পারি। আমি না চোখের গুমোর করতুম, মনে করতুম, এ চোখের চাউনিতে কাকে না মজাতে পারি? তা কৈ—কি হ'ল? কি করলুম? রূপের মুখে ছাই, আমার মুখে ছাই। একটা সামান্য পুরুষ গোবিন্দলাল—তাকে ভোলাতে পারলুম না? তাকে পেছনে পেছনে ছোটাতে পারলুম না? সে দাস হ'ল না? কেবল আমিই মনে মনে দাসী হয়ে রইলুম? কি লজ্জা! কি ঘৃণা! বুঝি দর্পহারী মধুসূদন আমার রূপের দর্প রাখলেন না। ভাল, দেখি—নিরাশ হব না! আশা-ভরসা বারুণীর জলে ভাসিয়ে দেব না। যদি যথার্থ মেয়েমানুষ জন্ম পেয়ে থাকি, তবে—মধুসূদন আমার দর্প হরেছেন, আমি মধুসূদনের দর্প হরণ করব। যদি না পারি, আবার ডুবে মরব। গোবিন্দলাল জমীদারী থেকে ফিরে এসেছে; এ সময়ে তার বাগানে বেড়ান অভ্যাস, সে আজও নিশ্চয়

আসবে। আজ আমার শেষ; ভয় করব না, সাহস হারাব না, লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে থাকব না। যদি জিততে পারি ভাল; যদি হারি, জন্মের মত হারব। আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এলো! কি বর্ষাই নেমেছে। যাই, ঐ ঝোপটার ভেতর গিয়ে দাঁড়াই।

[ঝোপের অন্তরালে গমন।

(গোবিন্দলালের প্রবেশ)

গোবি। ভুলবো—ভ্রমরকে ভুলবো। যেমন ক'রে পারি—ভ্রমরকে ভুলবো। ভ্রমরকে ভুলবার উৎকৃষ্ট উপায়—রোহিণীর চিন্তা। রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা একদিনও আমার হৃদয় পরিত্যাগ করেনি। আমি জোর ক'রে তাকে স্থান দিতুম না। গল্পে শুনতেম, কোন গৃহে ভূতের দৌরাত্ম্য হয়, ভূত দিবারাত্র উঁকি-ঝুঁকি মারে; কিন্তু রোজা তাকে তাড়িয়ে দেয়। রোহিণী-পেত্নী তেমনি দিবারাত্র আমার হৃদয়-মন্দিরে উঁকি-ঝুঁকি মারে; আমি তাকে তাড়িয়ে দিই যেমন জল-তলে চন্দ্র-সূর্য্যের ছায়া আছে, চন্দ্র-সূর্য্য নেই, তেমনি আমার হৃদয়-মন্দিরে রোহিণীর ছায়া আছে, রোহিণী নেই। ভ্রমরের বড় স্পর্দ্ধা হয়েছে, তাকে একটু কাঁদাবো। সেই ভ্রমর—আমার ভালবাসার ভ্রমর—ছিঃ ছিঃ! আমায় অবিশ্বাস? ভুলবো, যেমন ক'রে পারি—ভ্রমরকে ভুলবো। দেখ,মনের কি দুর্ব্বলতা দেখ—চোখে জল আসছে। ভুলতে পারব না? কেন পারব না? ভুলবো—তবে সুখ যায়, স্মৃতি থাকে। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।

রোহি। এই সময়। ভ্রমরের ওপর এতটা বিদ্বেষ কেন? কেন—আমার জানবার প্রয়োজন কি? বুঝি ভগবান্ আমার সুখের পথ মুক্ত ক'রে দিয়েছেন! সামনেই বেরুই।

[কলসী-কক্ষে ঘাটে অবতরণ

গোবি। কে গা তুমি, আজ ঘাটে নেমো না—বর্ষা নেমেছে, বড় পিছল, প'ড়ে যাবে। (রোহিণীর সম্মুখে গমন) এ কি, রোহিণি! তুমি ভিজতে ভিজতে এখানে কেন রোহিণি? এ কি, কাছে আসছো কেন? লোকে দেখলে কি বলবে?

রোহি। যা বলবার, তা বলছে। সে কথা একদিন আপনাকে বলব ব'লে অনেক যত্ন করছি।

গোবি। আমারও সে সম্বন্ধে কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। তোমায় আমি সাত হাজার টাকার গহনা দিয়েছি, এ কথা কে রটালে? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন?

রোহি। তোমার সাধের ভ্রমরই ত সব রটিয়েছে গো। শুধু সাত হাজার টাকার গহনার কথা কেন, আমি তোমার মাসহারা খাই—এ কথা পর্য্যন্ত গ্রামে বেজেছে। ভ্রমরই তার মূল। তোমরা পুরুষমানুষ—হাজার বদনাম রটলেও একঘরে হবার ভয় নেই। আমরা দুঃখী গরীব, বিধবা। খেলুম না, ছুঁলুম না, মাঝখান থেকে কলঙ্কের ভাগী হই কেন?

গোবি। ঠিক বলেছ রোহিণি, এখন উপায়?

রোহি। উপায় আমি কি জানি বল, উপায় তোমার হাত।

গোবি। তুমি কি করতে বল?

রোহি। তোমার যা ধর্ম্মে হয়। আমি যখন মিছিমিছি কলঙ্কের ভাগী হয়েছি, আমি ত তোমায় ছাড়ব না। আমার আর কে আছে বল? লজ্জা, সরম, মান, অপমান, স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম—সবই খুইয়েছি। তোমায় পাব না জানতুম, তুমি আমার হবে না বুঝেছিলুম, তাই ডুবে মরতে গিয়েছিলুম। তুমি কেন আমায় বাঁচালে? তুমি না বাঁচালে ত এ সব জ্বালা ভুগতে হ'ত না। আমি ম'লে, কি হ'ল না হ'ল,

কে কি বল্লে না বল্লে, তা ত দেখতে আসতুম না। আমায় কেন বাঁচালে? আমায় কেন মজালে? আমার সর্ব্বনাশ কেন করলে?

গোবি। রোহিণি! তোমার সর্ব্বনাশের কারণ আমিই বটে। যে সময়ে চুরির অপরাধে জ্যেঠা মশায় তোমার মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গ্রাম থেকে দূর করতে চেয়েছিলেন, সেই সময় তোমাকে রক্ষা ক'রে ভাল করিনি। যে সময়ে বারুণীর জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলে, সে সময় তোমায় বাঁচিয়ে ভাল করিনি। সেই সময়েই তোমারও মন্দ করেছি, আমার নিজেরও মন্দ করেছি। দেখ, সত্য বলতে কি, আমার সংসারে থাক্‌বার আর কোনও সাধ নেই। সংসারের সকল সুখ—সকল আনন্দ আমার চির-জন্মের মত ঘুচে গেছে। আমার জীবনের আর কোন স্থিরলক্ষ্য নেই। মনের তরঙ্গে যে দিকে টেনে নিয়ে যায়—যাব, মন যা চায়—করব। আর মনকে ধ'রে রাখব না। মনের দাস হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরবো। বড় অন্ধকার, বড় অন্ধকার! প্রাণের ভেতর যদি দেখাবার হ'ত—দেখাতুম। ঘোর অন্ধকার—অমাবস্যার অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকার, প্রলয়ের অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকার। সে অন্ধকারে আলো করবার জন্য কোন্ প্রদীপ ঠিক করেছি জান? সে তুমি—রোহিণি—তুমি। সে অন্ধকারে আলো ফোটাবার জন্য কাকে ঠিক করেছি জান? সে তুমি—রোহিণি—তুমি, সে অন্ধকারে—হৃদয়-মন্দির আলো করবার জন্য কোন্ দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছি জান? সে তুমি—রোহিণি—তুমি। সংসারে যা হবার হোক, জীবন যে পথে যায় যাক্, পরিণাম নরকই হোক আর স্বর্গই হোক, আজ থেকে—তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, আমি তোমার গোলাম। এত দিন গুণে মজে ছিলুম, আজ হ'তে রূপে মজলুম।

রোহি। সত্য বলছো, তুমি আমায় পায়ে রাখ্‌বে? আমি এত ভাগ্যবতী হব?

গোবি। আর বেশী কি বলব, যা বলবার বলেচি। আর কি শুনতে চাও?

রোহি। আমার বিশ্বাস হয় না, তুমি ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বল দেখি?

গোবি। কি বলছো রোহিণি! কি বলছো—ধর্ম্ম? তোমার আমার ধর্ম্ম আছে না কি? আমিও পাপী, তুমিও পাপিষ্ঠা; আমিও রাক্ষস, তুমিও রাক্ষসী; আমিও পিশাচ, তুমিও পিশাচী। তোমার আমার ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের নামও মুখে এনো না, তা হ'লে এখনই দু'জনার মাথায় বজ্রাঘাত হবে।

রোহি। ভাল, আমি ধর্ম্ম চাইনি। যারা ধার্ম্মিক, তারা ধর্ম্ম নিয়ে থাকুক। আমি তোমায় চাই, আমি তোমায় নিয়ে থাকি। আচ্ছা, আমার মাথায় হাত দিয়ে বল; তাতে ত দোষ নেই।

গোবি। এই তোমার মাথায় হাত দিয়ে বলছি—আজ থেকে আমি তোমার ক্রীতদাস! যদি সহস্র বাধা-বিঘ্ন সাম্‌নে এসে পড়ে, যদি সংসারে সকলের ঘৃণাভাজন হই, যদি তোমায় ভিক্ষা ক'রে খাওয়াতে হয়—তাও স্বীকার। তোমার রূপ আমার সর্ব্বস্ব; তোমার ধ্যান আমার জীবন; তোমার চিন্তা আমার প্রাণ। তোমায় নিয়ে দেশান্তরী হই, সেও ভাল, তবু তোমায় আমি ছাড়ব না—ছাড়তে পারব না।

রোহি। তুমি সুখী হও। ঈশ্বর করুন—না, না, ঈশ্বরে কাজ নেই; আমি তোমার দাসী হয়ে যেন মন যোগাতে পারি। তবে আজ আমি যাই—সময়ে দেখা হবে। (স্বগত) গোবিন্দলাল! আর তুমি যাবে কোথায়? তোমায় হাতে পেয়েছি। আমার রূপে তোমার প্রাণ ভ'রে রয়েছে। তুমি আমার রূপে মুগ্ধ।

[প্রস্থান।

গোবি। পারবো না? ভ্রমরকে ভুলতে পারবো না? অবশ্যই পারব। ভ্রমর কালো, রোহিণী কত সুন্দর! এত কাল গুণের সেবা করেছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করি। আমার এই আশা-শূন্য, প্রয়োজন-শূন্য অসার জীবন—ইচ্ছামত কাটাব; মাটীর ভাঁড় যে দিন ইচ্ছা ভেঙ্গে ফেলবো। নির্ম্মল সুখ পাব না, তা জানি, তবু যে ক'টা দিন যায়!

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেওয়ান। মেজবাবু আছেন? মেজবাবু আছেন?

গোবি। হ্যাঁ, আছি। কেন হে দেওয়ানজী?

দেওয়ান। আজ্ঞে, বড় বিপদ। কর্ত্তামহাশয়ের মৃত্যুকাল উপস্থিত। সকালবেলা বেশ ছিলেন, কোনরূপ পীড়ার লক্ষণই দেখা যায় নি। দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে যেমন শোন, সেইরূপ শুয়েছিলেন; ঘুম থেকে উঠেই আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি গিয়ে দেখ্‌লুম—ভয়ঙ্কর জ্বর। একে বৃদ্ধবয়স; নাড়ীর অবস্থা বড়ই মন্দ দেখ্‌লুম। আজ রাত যে কাটে, এমন বোধ হয় না। আপনি শীঘ্র আসুন, আমায় বল্লেন, নূতন উইল লেখা হবে। চলুন—চলুন, আর কথার সময় নেই।

গোবি। কি আশ্চর্য্য! এরই মধ্যে এরূপ সাংঘাতিকভাবে পীড়িত হলেন! চল, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভ্রমরের কক্ষ

(ভ্রমর)

ভ্রমর। উঃ! কি হয়ে গেল! এমন সুখের সংসারে কি সর্ব্বনাশ হ'ল! হঠাৎ শ্বশুরের অসুখ হ'ল, তিনি মারা গেলেন। শাশুড়ী শুনছি কাশীবাস করতে যাবেন। আমি একা এত বড় সংসার-সমুদ্রে কি ক'রে সাঁতার দেব? সাধের স্বামী—তিনিও আর আমায় দেখ্‌তে পারেন না! যে ভ্রমর নইলে এক দণ্ড তাঁর কাটতো না, সেই ভ্রমর এখন তাঁর দু'চোখের বিষ! স্বামীর সোহাগে, স্বামীর আদরে, স্বামীর ভালবাসায় কোথা দিয়ে দিন কাটতো, কিছুই টের পেতুম না। এখন আর দিন কাটে না। আমার এ সর্ব্বনাশের মূল আমার শ্বশুর; কেন তিনি স্বামীর চরিত্রের ওপর সন্দেহ ক'রে আমার নামে বিষয় উইল ক'রে দিয়ে গেলেন? বোধ হয়, বৌএর ভাত খেতে হবে ব'লে শাশুড়ী অভিমানে কাশী যেতে চাচ্ছেন। স্বামীরও চোখের বালাই হলুম! সে সুখের দিন এখন স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। এত সাধের ভালবাসায় কে বাদ সাধলে রে? আমি কি করেছি? কার সুখে কাঁটা দিয়েছি?—কার বাড়াভাতে ছাই দিয়েছি যে, আমার সকল সুখে ছাই পড়তে বসেছে? দুর্গা, কালী, শিব, হরি, ছেলেবেলা থেকে মেনে আস্‌ছি; আমায় ভাসিয়ে দিও না, আমার সর্ব্বনাশ ক'র না, আমায় পথে বসিও না।

(গোবিন্দলালের প্রবেশ)

গোবি। এই যে ভ্রমর, আমি তোমায় খুঁজ্‌ছিলুম ; উইলের কথা শুনেছ ?

ভ্রমর। কি ?

গোবি। বিষয়ের অধিকারী আর আমি নই, জ্যেঠা মশায় তোমায় দিয়ে গেছেন। তোমার অর্দ্ধাংশ।

ভ্রমর। আমার না—তোমার ?

গোবি। এখন আমার তোমার একটু প্রভেদ হয়েছে। আমার না, তোমার।

ভ্রমর। তা হ'লেই তোমার।

গোবি। তোমার বিষয় আমি কেন ভোগ করব ?

ভ্রমর। আমি তোমার এতটা পর হয়েছি ? তবে কি করবে ?

গোবি। যাতে দু পয়সা উপার্জ্জন ক'রে দিনপাত করতে পারি, সেই চেষ্টা করবো।

ভ্রমর। সে কি ?

গোবি। দেশে দেশে ভ্রমণ ক'রে চাক্‌রীর চেষ্টা করবো।

ভ্রমর। বিষয় আমার জ্যেঠশ্বশুরের নয়, আমার শ্বশুরের। তুমিই তার উত্তরাধিকারী, আমি নই। জ্যেঠার উইল করবার কোন শক্তিই ছিল না, উইল অসিদ্ধ। আমার বাবা শ্রাদ্ধের সময় নিমন্ত্রণে এসে এই কথা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। বিষয় তোমার, আমার না।

গোবি। আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। বিষয় তোমার, আমার নয়। তিনি যখন তোমায় নিজে দিয়েছেন, তখন বিষয় তোমার, আমার নয়।

ভ্রমর। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি না হয় তোমায় লিখে দিচ্ছি।

গোবি। তোমার দান গ্রহণ ক'রে জীবন ধারণ কর্‌তে হবে?

ভ্রমর। তাতেই বা ক্ষতি কি? আমি তোমার দাসানুদাসী বই ত নই?

গোবি। আজকাল ও কথা সাজে না, ভ্রমর।

ভ্রমর। কি করেছি আমি? তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আমি আর কিছুই জানি না। আট বছরের সময় আমার বিয়ে হয়েছে—আমি এত বড় হয়েছি, আমি এত দিন আর কিছু জানিনি, কেবল তোমায় জানি। আমি তোমার প্রতিপালিতা—তোমার খেলবার পুতুল—আমার কি অপরাধ হ'ল?

গোবি। মনে ক'রে দেখ।

ভ্রমর। অসময়ে বাপের বাড়ী গিয়েছিলুম—ঘাট হয়েছে, আমার শত-সহস্র অপরাধ হয়েছে—আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানিনি, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করেছিলুম। এই তোমার পায়ে ধরছি, ক্ষমা কর, মুখ তুলে চাও। আমি বালিকা, ভাল-মন্দ জানিনে, আবার সেই ভ্রমর ব'লে কোলে তুলে নাও। আবার সেই ভালবাসা বেসো, আমায় পায়ে ঠেলে আমি ম'রে যাব। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বল?

গোবি। তা আর হয় না ভ্রমর, যা যায়, তা আর আসে না; যা গিয়েছে, তা আর ফিরবে না।

ভ্রমর। তবে কি করবে?

গোবি। আমি তোমায় ত্যাগ করবো।

[প্রস্থান।

(ভ্রমরের মূর্চ্ছা)

(ক্ষীরির প্রবেশ)

ক্ষীরি। ও মা! বৌ-ঠাকরুণ এখানে এমন ক'রে প'ড়ে কেন? বৌমা!—বৌমা!

ভ্রমর। আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমায় ত্যাগ করবে?

ক্ষীরি। বৌ-ঠাক্‌রুণ! কি হয়েছে গা? কি হয়েছে গা?

ভ্রমর। না, কিছু হয় নি। এত নির্দ্দয়! এত কঠিন! প্রাণের সব মায়া-মমতা ভাসিয়ে দিয়েছে! এত ক'রে বল্লুম, পায়ে ধ'রে কাঁদলুম—তবু তোমার দয়া হ'ল না? আমার প্রাণ-ছেঁড়া কথা একটাও তোমার প্রাণে বাজলো না? তোমার প্রাণে না বাজুক, আমার কথা তুমি না শোন, যিনি অনন্ত সুখ-দুঃখের বিধাতা, অন্তর্য্যামী, কাতরের বন্ধু, তিনি অবশ্য আমার কথাগুলি শুনবেন। আজ না বোঝ, এক দিন বুঝবে—ভ্রমর তোমারই, আর কারুর নয়।

ক্ষীরি। বৌ-ঠাকরুণ, কি আপন মনে মনে বল্‌ছো?

ভ্রমর। কিছু নয়; তুই আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গোবিন্দলালের মাতা ও গোবিন্দলালের প্রবেশ)

গো-মাতা। তা যাই বল বাবা, কর্ত্তার বুড়ো হয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তোমার বাপের বিষয় তিনি বৌ-মাকে কি ব'লে দিয়ে গেলেন? আমি যে সংসারে বৌএর ভাত খেয়ে থাকবো, তা পারব না। আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও। কর্ত্তারা একে একে স্বর্গে গেলেন, আমারও সময় হয়ে এসেছে। তুমি ছেলের কাজ কর, এ সময়ে আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও।

গোবিন্দ। তা বেশ ত; চল, আমি তোমায় কাশী রেখে আস্‌বো। আজ রাত্রের গাড়ীতেই যাত্রার ব্যবস্থা করা যাক্।

গো-মাতা। হ্যাঁ বাবা, সত্যি বল্‌ছো?

গোবি। তোমায় কি আমি মিছে বলতে পারি? তুমি উয্যুগ-যুজ্জুক ক'রে নাও। আজ রাত্রির গাড়ীতেই আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে কাশী রেখে আস্‌বো।

গো-মাতা। বাবা, কি আর বলবো—তোমার বাড়বাড়ন্ত হোক, তুমি রাজা হও।

গোবি। তবে মা, আমি গাড়ী ঠিক ক'রে আসি। তোমায় ত আর আর লোকের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না; আলাদা গাড়ী ঠিক করতে হবে। আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

(ভ্রমরের পুনঃ প্রবেশ)

ভ্রমর। হ্যাঁ মা! তুমি না কি আজ রাত্রের গাড়ীতেই কাশী যাচ্ছ?

গো-মাতা। আমার পোড়া কপাল! তোমায় কে বল্লে?

ভ্রমর। মা, আমি তোমার মেয়ে, আমার সঙ্গে ছলনা ক'র না, মা; আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি—উনিও তোমার সঙ্গে যাবেন। মা, আমায় একা রেখে যেও না, আমি সংসারধর্ম্মের কি বুঝি? মা, সংসার সমুদ্র; আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসিয়ে যেও না।

গো-মাতা। তোমার বড় ননদ রইল, সে তোমাকে আমার মত যত্ন করবে। আর তুমিও গিন্নী হয়েছ; সংসারধর্ম্ম করতে হবে ত মা। কাঁদছো? ছিঃ! কেঁদ না। তোমারও বয়েসকালে তুমিও এন্নি ক'রে ছেলের সঙ্গে কাশী যাবে। চল,আমার সব গুছিয়ে গাছিয়ে দেবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(হরে ও ক্ষীরির প্রবেশ)

হরে। দে বেটী! আমার টাকা ফিরিয়ে দে। তাগা গড়্‌তে যে পঞ্চান্ন টাকা দিয়েছি, এখনই হাজির কর্‌! জানিস্‌ বেটী, তোর প্রতি আমার মাসে যা পড়ে, একটা উৎকৃষ্ট মেয়েমানুষ বাঁধা রাখলে তার চেয়ে ঢের কমে হয়। চুরি-চামারী ক'রে যা পাই, বেটীর পাদপদ্মে দিই কি না, আর বেটী আমার সঙ্গে করে বেইমানি!

ক্ষীরি। মর্‌ হতচ্ছাড়া! সোহাগ করবার আর বুঝি সময় পেলিনি? এখানে এসে ষাঁড়ের চেঁচানি চেঁচাচ্ছিস্‌। কেউ শুন্‌তে পেলে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে বিদেয় করবে।

হরে। বিদেয় করে করবে। আমি মোরিয়া হয়েছি। মেজ-বৌমার সঙ্গে বাপের বাড়ী চ'লে গেলি, আমি বেটা যে প'ড়ে রয়েছি, একবার ব'লে যেতে পারলি নি? খালি দাঁও কস্‌বার সময় আমার কাছে আস্‌বি!

ক্ষীরি। ওঃ! বেটা কি আমায় নশো পঞ্চাশ দিয়েছে রে? তোকে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাল পাণ খাওয়াই; ভাল সন্দেশটা, ভালো মাছের মুড়োটা—তোর কোন্‌ চোদ্দ পুরুষ খাওয়ায়?

হরে। এই তুই—তুই? আচ্ছা দেখবো; গিন্নী-মা কাশী যাচ্ছেন, আমিও সঙ্গে চল্লুম। দেখি বেটী তোর কি ক'রে চলে! এমন চেহারা কোথায় পাবি?

ক্ষীরি! আঃ! বেটা আমার লবকাত্তিক রে! দূর হ', দূর হ'!

হরে। আচ্ছা, দূর হলুম। এই বাঁ পায়ের লাথি দেখিয়ে দূর হলুম—তুই কত বড় বেটী—আমি বুঝে নেব। হাঁ—

ক্ষীরি। তুইও কত বড় বেটা—আমিও বুঝে নেব—হাঁ—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরের বারান্দা।

(গোবিন্দলালের মাতা ও ভ্রমর)

গো-মাতা। বৌমা! হাত-বাক্সের ভেতর কি কি দিলে মা?

ভ্রমর। তোমার দরকারী সব জিনিস দিয়েছি। গরদের কাপড়, নামাবলী, মহাভারত, রামায়ণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, হরিনামের মালা, তিলক-ছাপা,—আর সব খুঁটিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ মা, তুমি কি আর আসবে না?

গো-মাতা। না, ফেরবার আর বড় ইচ্ছা নেই; তবে বিশ্বেশ্বরের মর্জ্জি—কি হয়, বল্‌তে পারি নি।

ভ্রমর। মা, তুমি যাচ্ছ যাও, কিন্তু তোমার ভ্রমর আর বেশী দিন নয়। বিশ্বেশ্বরের স্থানে ব'সেই শুন্‌তে পাবে যে, অভাগী ভ্রমর মরেছে।

গো-মাতা। ছিঃ বৌমা! অমন অকল্যাণের কথা মুখে আনতে আছে কি? তুমি গিন্নী হ'লে, এত বড় সংসার তোমার ঘাড়ে পড়ল; এখন তোমায় একলা দশটা হ'তে হবে, ছোট বড় সকলের সঙ্গে সমানভাবে চলতে হবে। আপনারটি যেমন বুঝবে, পরেরটিও তেমনি বুঝতে হবে; তবে মা, গিন্নী হয়ে সুখ্যাতি নিতে পারবে। নিন্দুক লোকই বেশী, গুণের কদর করে, এমন লোক খুব কম।

(ক্ষীরির প্রবেশ)

ক্ষীরি। বলি গিন্নীমা! তুমি ত পুণ্যি করতে চ'লে, আমি তোমার বৌয়ের ঝি—কিছু পেতে পারি ত?

(হরের প্রবেশ)

হরে। হ্যাঁগা গিন্নীমা! তুমি ত বাছা কাশীবাস করতে চল্লে; সঙ্গে যেতে চাইলুম, নিলে না; বল্লে—মেজ বাবু রাগ করছেন। এখন আমায় কিছু দিয়ে যাও।

গো-মাতা। তা তোরা বল্‌তে পারিস্ বটে—তা তোরা বল্‌তে পারিস বটে। তোদের দুজনকে কি দিয়ে যাই, বল্ দিখিন ?

হরে। দাতায় দান করবে, আমরা নেব। তোমার যা ইচ্ছে হয় দাও।

ক্ষীরি। আমি এক ছড়া গোটের দাম না নিয়ে ছাড়ছিনি।

হরে। তা হ'লে আমিও এক জোড়া মটর-মালার দাম না নিয়ে ছাড়ছিনি।

গো-মাতা। তোরা জ্বালালি! আয় আমার সঙ্গে—যা হয় করছি। আর আর চাকরদাসীগুলোকে ডেকে নিয়ে আয়, তাদেরও কিছু কিছু দিতে হবে।

ক্ষীরি। গিন্নীমা! তোমায় আর কি বলবো—বিশ্বেশ্বর তোমায় সাক্ষাৎ দেখা দেবেন।

হরে। গিন্নীমা! তোমায় আর কি বলবো—বিশ্বেশ্বরের মন্দির তোমার বাসার দরজায় কাছে উঠে আসবেন!

গো-মাতা। তা বেশ! তোরা এখন আয়।

[ভ্রমর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভ্রমর। মন যেন শ্মশান হয়ে গেছে; প্রাণের ভেতর অসহ্য জ্বালার ঢেউ উঠছে। বড় যন্ত্রণা—এ জ্বালার শেষ নেই; মরণের সঙ্গে সঙ্গে এ জ্বালা যাবে। আমি কোনও অপরাধী নই—তবে আমার স্বামী এমন হ'ল কেন?

(গোবিন্দলালের প্রবেশ)

গোবি। ভ্রমর! আমি মাকে কাশী রাখতে চল্লুম। তোমায় গুটিকত কথা বল্‌তে এসেছি—মন দিয়ে শোন। তোমার এক কপর্দ্দক সম্পত্তিও আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিনি। আমার নিজ-নামে কিছু সম্পত্তি ছিল—তা গোপনে বিক্রী করেছি, আর সোনা, রূপো, হীরে, মুক্ত—যা কিছু আমার নিজের ছিল, তাও বেচেছি; এই উপায়ে আমার ভবিষ্যৎ জীবন এক রকমে কাটাতে পারবো; বোধ হয়, তোমার নিকট কখনও সাহায্য-প্রার্থনার জন্য দাঁড়াতে হবে না।

ভ্রমর। তুমি এ সব কথা কেন আমায় বলছো? তোমার মুখ দেখে আমার প্রাণ ভ'রে যেতো, আজ তোমার মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তুমি কেন এমন হয়েছ?

গোবি। আমি যেমন, ঠিক তেমনই আছি। তুমি বিপরীত দেখছো, সে তোমার নিজের গুণ! সে যাক্, আমি মাকে কাশী নিয়ে যাচ্ছি,—তোমায় একবার বলা উচিত, তাই বল্‌তে এসেছি।

ভ্রমর। যাবে যাও, কত দিনে ফিরে আস্‌বে, ব'লে যাও।

গোবি। বলতে পারিনে। আস্‌তে বড় ইচ্ছে নেই।

ভ্রমর। (স্বগত) ভয় কি? আমি বিষ খাব। (প্রকাশ্যে) সত্যি বলছো? তুমি আর আসবে না কেন? আমি কি করেছি? আমার কি অপরাধ?

গোবি। অত কথা তোমায় বলবার আমার সময় নেই।

ভ্রমর। তা বেশ, আর বেশী কথা আমি শুন্‌তে চাইনে; কেবল এইটুকু ব'লে যাও—সত্যই তুমি আস্‌বে না, সত্যই আর আমি তোমায় দেখতে পাব না? বল—খুলে বল, মনের কথা মনে রেখ না। যখন

তোমার ভালবাসা হারিয়েছি, আর সেটা আমার স’য়ে গেছে, তখন তার চেয়ে বেশী আঘাত পৃথিবীতে আর কি আছে? বল—সত্য বল, আর তুমি ফিরে আস্‌বে না? চুপ ক’রে রইলে যে? দেখ, তুমিই আমাকে শিখিয়েছ যে, সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আজ প্রবঞ্চনা ক’র না—কবে আস্‌বে?

গোবি। সত্যই শোন। ফিরে আস্‌বার ইচ্ছে নেই।

ভ্রমর। কেন ইচ্ছে নেই—তা ব’লে যাবে না কি?

গোবি। এখানে থাকলে তোমার অন্নদাস হয়ে থাক্‌তে হবে।

ভ্রমর। তাইতেই বা ক্ষতি কি? আমি ত তোমার দাসানুদাসী।

গোবি। আমার দাসানুদাসী ভ্রমর—আমি প্রবাস থেকে আসবার অপেক্ষায় জানেলায় ব’সে থাকতো। তেমন সময় সে বাপের বাড়ী গিয়ে ব’সে থাকত না।

ভ্রমর। তার জন্যে কত পায়ে ধরেছি—এক অপরাধ কি মার্জ্জনা হয় না?

গোবি। এখন এরূপ শত সহস্র অপরাধ হবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারী।

ভ্রমর। তা নয়। আমি এবার বাপের বাড়ীতে গিয়ে বাপের সাহায্যে যা করেছি, তা দেখ। (দানপত্র প্রদান) পড়।

গোবি। (পাঠকরণ) তোমার কাজ তুমি করেছ। তোমার নামের সম্পত্তি আমার নামে দানপত্র ক’রে দিয়েছ। কিন্তু তোমায় আমায় সম্বন্ধ—আমি তোমায় অলঙ্কার দেবো, তুমি পরবে। তুমি বিষয় দান করবে, আমি ভোগ করব—তা নয়। তোমার দান-পত্র আমি ছিঁড়ে ফেল্লুম। (তথা করণ)

ভ্রমর। বাবা ব’লে দিয়েছেন, এ ছিঁড়ে ফেলা বৃথা। সরকারীতে এর নকল আছে।

গোবি। থাকে থাক্। আমি চল্লুম।

ভ্রমর। ব'লে যাও—কবে আসবে?

গোবি। আসবো না।

ভ্রমর। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা, তোমার দাসানুদাসী, তোমার কথার ভিখারী—আসবে না কেন?

গোবি। ইচ্ছে নেই।

ভ্রমর। ধর্ম্মও কি নেই?

গোবি। বুঝি আমার তাও নেই।

ভ্রমর। এতদূর! তবে আর কি বলবো? একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার সখের জিনিস—যে সব তুমি আমার জিম্মায় দিয়েছিলে, আমিও পরম যত্নে রেখেছিলুম—সে সকল জিনিস আমায় দিয়ে যাবে কি?

গোবি। কি জিনিস?

ভ্রমর। দার্জ্জিলিং বেড়াতে গিয়ে যে সকল গাছ এনেছিলে, আমায় নিজে হাতে জল দিতে বলেছিলে, আমিও নিজের ছেলের মত যত্ন ক'রে—এই দেখ, সাজিয়ে রেখেছি। তোমার পাখী—যাকে নিজে নাইয়ে দিই, নিজে খাবার খাওয়াই—মানুষ করেছি, আমায় দিয়ে যাবে কি?

গোবি। তোমায় আমায় যখন সম্বন্ধই একরকম উঠলো, তখন আমার কোনও স্মৃতি না থাকাই উচিত।

ভ্রমর। বেশ কথা, তাই হোক। এই তোমার টবের গাছ তোমার সামনেই ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। আবার যদি কখনও তেমন ভালবাস, আবার যদি কখনও দার্জ্জিলিং বেড়াতে যাও—আবার গাছ এনে দাও, আবার আমি যত্ন ক'রে পুতবো। এই তোমার সাধের পাখী—

তুমি যাচ্ছ, পাখী যাক্! পাখী! তোরে বড় ভালবাসতুম, তোকে মুখের খাবার খাওয়াতুম, তোরে আদর ক'রে গোলাপ-জল ঢেলে নাওয়াতুম; আর কেন? আর কিসের ভালবাসা? আর কিসের মমতা? আমার স্বামী যাচ্ছে, তুইও যা। তোর পথ মুক্ত, যেথায় সাধ, উড়ে বেড়াগে যা। আমি নিশ্চিন্ত হলেম; আর আমার কোনও খেদ নেই; যা একটু সরু সুতোর বাঁধন এখনও ছিল, তাও কেটে গেল!

গোবি। তবে আর কি? এখন আমি চল্লুম। তোমার যা বল্‌বার ছিল,—শুনেছি, আমারও যা বলবার ছিল,—বলেছি।

ভ্রমর। তবে সত্যই আর আস্‌বে না?

গোবি। না।

ভ্রমর। আস্‌বে না?

গোবি। না।

ভ্রমর। আস্‌বে না?

গোবি। না।

ভ্রমর। তবে যাও—পার, আর এসো না। বিনা অপরাধে আমায় ত্যাগ ক'রে যাচ্ছ, কর।—কিন্তু মনে রেখো, উপরে দেবতা আছেন। মনে রেখো, এক দিন তোমায় আমার জন্য কাঁদতে হবে। মনে রেখো, এক দিন তুমি খুঁজবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়?—দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায় যদি আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখ্‌বো। এখন যাও, বলতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর আস্‌বো না। কিন্তু আমি বলছি—আবার আস্‌বে—আবার ভ্রমর ব'লে ডাকবে—

আবার আমার জন্ত কাঁদবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জেনো, দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নেই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

গোবি। কি আশ্চর্য্য! যার সঙ্গে চিরকালের মত একরকুম সম্বন্ধ উঠলো, তার কথা মনের মাঝে আসে কেন? যাই হোক—ভ্রমর যতই অপরাধিনী হোক, যা ত্যাগ করলুম,তা বোধ হয় আর পৃথিবীতে পাব না। যা করেছি, তা আর এখন ফেরে না—এখন ত যাই। এখন যাত্রা করেছি, এখন যাই, বুঝি আর ফেরা হবে না। যাই হোক, যাত্রা করেছি, এখন যাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ব্রহ্মানন্দের বাটী

(ব্রহ্মানন্দ ও রোহিণীর প্রবেশ)

ব্রহ্মা। সে কি রে! তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাবি কি রে? গ্রামে কি ডাক্তার-কব্রেজ নেই? তাদের দ্বারায় কি চিকিৎসা হয় না?

রোহি। তুমি ক্ষেপেছ না কি? আমার যে রোগ—ডাক্তার-কব্রেজের বাবার সাধ্যি নেই আরাম করে। এ—শূল রোগ, এর চিকিৎসা

নেই। যদি বাবা তারকনাথ কৃপা ক'রে স্বপ্নে কিছু ওষুধ দেন, তবেই এ যাত্রা রক্ষে পেতে পারি।

ব্রহ্মা। বলি, এত রোগ থাকতে তোকে শূল রোগে ধরলো কেন?

রোহি। রোগ কি কাউকে ব'লে ক'য়ে ধরে না কি? তোমার এক কথা! এখন আমায় তারকেশ্বর পাঠাবার যা হয় একটা বন্দোবস্ত কর।

ব্রহ্মা। আমার ত ভাঁড়ে ভবানী! নিজের পেটের ভাত যোগাতে পারিনি, একটি কাণা কড়িও ঘরে নেই; তোমায় পাঠাবার কি বন্দোবস্ত করবো?

রোহি। তা হ'লে তোমার মুখ দেখ্তে দেখ্তে এইখানেই মরি—এই ত তোমার ইচ্ছে?

ব্রহ্মা। তা বড় মিছে নয়, তুমি এখন এইখানে ম'লেই আমি বাঁচি। যত দিন যাবে, কুলের ধ্বজা তত শূন্যমার্গে তুলবে কি না?

রোহি। দেখ, অনেক সয়েছি; আর আমি তোমার ট্যাঁক্-ট্যাঁকে কথা সইতে পারবো না। এতই কি? আমার কি পা নেই? আমি হেঁটে তারকেশ্বর যাব।

ব্রহ্মা। তোমার আবার পা নেই বাবা! লোকের জোড়া পা থাকে, তুমি চতুষ্পদ! নইলে এতটা বুকের পাটা হয়? একলা মেয়ে-মানুষ—হেঁটে পাড়ি দিয়ে তারকেশ্বর যেতে চায়?

রোহি। তা কি করব, প্রাণ বাঁচাতে হবে ত? শূল রোগ—বিষম রোগ।

ব্রহ্মা। তা বটে ত! তা বাছা, যখন পাথর-ভরা ভাত আর টকের

ডাল নিয়ে বোসো, তখন ত পিঁপড়ের জন্যও ছুটি রাখ না। দেহে রোগ থাক্‌লে, পেটের গহ্বর কিছু বুজে আসত।

রোহি। আমার অতি বড় দিব্যি, যদি আজ থেকে তোমার বাড়ীতে এক ঢোক্ জল খাই। ভিক্ষে মেগে খাই, সে-ও ভাল ; তুমি যা পার কর।

ব্রহ্মা। আরে সাধে করি? তুই বলিস্ শূলরোগ হয়েছে,—এ দিকে মন্দাগ্নির কিছুমাত্র লক্ষণ নেই—বরং অগ্নি দিন দিন ঘৃতাহুতি পেয়ে বেড়ে উঠ্‌ছে। শরীরে রোগ থাকলে কি বাছা ক্ষিদের এত জোর থাকে?

রোহি। আজ থেকে একটা ছোলাও তোমার বাড়ীতে দাঁতে কাটব না।

ব্রহ্মা। তা না কাটো, লুকিয়ে খাবারের ভূমিনাশ করবে, মুখে বলবে—বেড়ালে খেয়ে গেছে। স্ত্রীজাতি খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে খুব সবল। এখন মতলবটা কি বল দেখি? কোথায় যাওয়া স্থির করেছ?

রোহি। তারকেশ্বরে হত্যা দিতে।

ব্রহ্মা। হত্যা দিতে না হত্যা হ'তে? ওরে বেটী, একটু বোঝ্। কেন এমন বয়সে ঢলাঢলি করবি? যে পথে যাচ্ছিস্, মনে করেছিস্ সুখ পাবি—তা নয়। চোখের জলে নাকের জলে হ'তে হবে। এ ঝক্‌মারীর কাজ করিস্‌নি।

রোহি। রেখে দাও তোমার ঢংয়ের কথা। আমি মরছি নিজের রোগ নিয়ে, বাবার কাছে রোগ জানাতে যাচ্ছি, উনি ব'সে ব'সে চিটকুনি কাট্‌ছেন!

ব্রহ্মা। ভগবান জানেন—কোন্ বাবার কাছে দুঃখ জানাতে যাচ্ছ।

আর সে বাবা যে তোমার কি ওষুধের ব্যবস্থা করবেন, তা ত বুঝ্‌তে পারছিনি। যা বেটী, বাড়ীর ভেতর যা। (রোহিণীর প্রস্থান) মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল—

(গীত)

ললিত-বিভাস—একতালা

আমার আশার আশা, ভবে আসা
　　আশা মাত্র হ'ল।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে প'ড়ে,
　　ভ্রমর ভুলে র'ল॥
ও মা নিম খাওয়ালি চিনি ব'লে,
　　কথায় ক'রে ছল।
মিঠের লোভে তেতো মুখে,
　　সারা দিনটা গেল॥
খেল্‌বি ব'লে, ফাঁকি দিয়ে,
　　নামালি ভূতল।
কি খেলা খেলালি শ্যামা,
　　আমার আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়,
　　যা হবার তা হ'ল।
এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে,
　　ঘরে নিয়ে চল॥

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য

ভ্রমরের কক্ষ।

(ভ্রমর ও যামিনী)

ভ্রমর। দিদি! তুমি এসেছ—বড়ই ভাল হয়েছে। এমন এক জন সঙ্গিনী নেই, যার গলা ধ'রে খানিক কাঁদি; যার কাছে মনের কথা ব'লে প্রাণের ভার হাল্‌কা করি; যার বুকে মাথা রেখে, তবু কতকটা সান্ত্বনা পাই! দিদি! আমার দিন ফুরিয়েছে। আমায় যে রোগে ধরেছে, আমার আর বড় বেশী দিন নয়।

যামি। ভ্রমর! অমন করিস্‌নি; দিনরাত ভেবে ভেবে এই রোগটি করলি! কি করবি—সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ—চিরকাল হয়ে আসছে। বাবার চোখে কখনও জল দেখিনি—তোর ব্যারাম দেখে তিনি কেঁদে ফেল্লেন। তুই এখন এ বাড়ীর গিন্নী—একটু বুঝে-সুঝে না চ'ল্লে, প্রাণকে প্রবোধ দিয়ে না বাঁধলে, সংসারটা ছারখার হয়ে যাবে।

ভ্রমর। দিদি! আর বুঝবো কি ক'রে? পোড়া মন যে বোঝে না! তিনি আমায় ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে কত দিন কেটে গেল; এখন কোথায় আছেন—এ খবর পর্য্যন্ত পাইনে; আর আমার প্রাণকে বাঁধবো কি ক'রে?

যামি। হ্যাঁলা! রোহিণীর কথা যা শুনলুম, তা কি—

ভ্রমর। দিদি! সেই আবাগীই আমার সর্ব্বনাশের মূল। আমার স্বামী তার রূপে মুগ্ধ, তার প্রতি আসক্ত। তাকে গয়না-গাঁটী দিয়েছেন, বেনারসী কাপড় কিনে দিয়েছেন। সে মাগী এমনই পাজি—সেই সকল জিনিস আমার সামনে এনে দেখিয়ে গেল!

যামি। বলিস্ কি! তুই ধ'রে ঘা-কতক ভাল ক'রে ঝাঁটা পিটে দিতে পারলিনি ?

ভ্রমর। দিদি! তার দোষ কি? আমার পোড়া কপাল পুড়েছে! তাকে ঝাঁটা মারলে কি আমার ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগ বে? যত দিন সয় সোক্, তার পর ত মরণ আছেই।

(ক্ষীরির প্রবেশ)

কি লো, রোহিণীর কোন খবর পেলি ?

ক্ষীরি। শুনলুম, মাগীর শূল রোগ হয়েছে, তারকেশ্বরে হ'ত্যে দিতে গেছে।

ভ্রমর। এ গ্রামে নেই ?

ক্ষীরি। না।

ভ্রমর। সঙ্গে কে কে গেছে ?

ক্ষীরি। সঙ্গে আর কে যাবে, সে একলাই গেছে। তার ব্রহ্মানন্দ কাকা একলা রাঁধে-বাড়ে খায়-দায় থাকে।

ভ্রমর। ভগবান্ জানেন, রোহিণী কোথায় গেছে। আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে বলবো না। দিদি! আর কত সহ্য হয়? এইবার বুক ফেটে আমার মৃত্যুই নিশ্চয়।

যামি। চুপ কর, চুপ কর, বাবা আসছেন।

(মাধবীনাথের প্রবেশ)

মাধবী মা! এমন ক'রে উঠে হেঁটে বেড়িও না। তোমার রোগ বিষম রোগ। কাসের লক্ষণ হয়েছে খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে।

ভ্রমর। বাবা! আমার বোধ হয় আর দেরী নেই। আমায় কিছু

ধর্ম্মকর্ম্ম করাও। আমি ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়, আমার ত দিন ফুরিয়ে এল। দিন ফুরুলো ত আর বিলম্ব করবো কেন? আমার অনেক টাকা আছে, আমি ব্রত-নিয়ম করব। বাবা! তুমি তার ব্যবস্থা কর।

মাধবী। মা! ব্রত-নিয়ম করতে চাও—একটু সেরে তারপর ক'র। এখন তোমার শরীর বড় রুগ্ন। ব্রত-নিয়ম করতে গেলে অনেক উপবাস করতে হয়। এখন তুমি উপবাস সহ্য করতে পারবে না, একটু শরীরটা সারুক।

ভ্রমর। এ শরীর কি আর সারবে?

মাধবী। সারবে বৈ কি মা? কি হয়েছে? তোমার এখানে চিকিৎসা হচ্ছে না; কি করেই বা হবে? শ্বশুর নেই, শাশুড়ী নেই, কেউ কাছে নেই, কে চিকিৎসা করাবে? তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে বাড়ী রেখে চিকিৎসা করাব। আমি এখন এখানে দুই এক দিন থাকবো, তার পর তোমাকে সঙ্গে ক'রে রাজগ্রামে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাব।

যামি। হ্যাঁ বাবা! রায় মশায়ের কোন খবর পেলে? রায় মশায় কোথায় আছেন—এ খবরটা দিতে পারলে ভ্রমর তবু কতকটা সুস্থ হয়।

মাধবী। না মা, কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। দাওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করলুম—বাবুর কোন চিঠিপত্র পায় কি না; সে বল্লে—বাবুর আর কোন সংবাদ আসে না। কাশীতে বে'নঠাকরুণের কাছে সংবাদ জানতে লোক পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু সেখানেও কোন খবর আসেনি। বাবুর এক্ষণে অজ্ঞাতবাস।

ভ্রমর। বাবা! তবে কি হবে? আমি আর কিছু চাইনে, তিনি ভাল

আছেন, তিনি নিরাপদে আছেন—এই খবরটা কেবল আমায় এনে দাও।

মাধবী। মা, ব্যাকুল হও না। আমি যখন এখানে এসেছি, একটা প্রতীকার না ক'রে ছাড়ছিনি। তুমি ঘরে যাও—একটু শোও গে।

[মাধবীনাথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ধনবানের ঘরে কন্যাসম্প্রদানের এই ফল! গোবিন্দলাল যদি নিঃস্ব হ'ত, টাকার গরমে না থাক্‌ত, তা হ'লে কি আমার কন্যার ওপর এরূপ অত্যাচার করতে পারতো? জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখে লোকে তবুও ত বোঝে না; বড় লোকের ঘরে মেয়ে দেবার জন্য ব্যাকুল হয়। যাই হোক, যে আমার কন্যার ওপর এ অত্যাচার করেছে, তার ওপর তেমনি অত্যাচার করে, এমন কি জগতে কেউ নেই? যে আমার ভ্রমরের সর্ব্বনাশ করেছে, আমি তার এমনি সর্ব্বনাশ করব। রোহিণী-সংক্রান্ত যা জনরব শুনেছিলুম, এখন আমার তা সত্য ব'লে বোধ হয়। গ্রামের পোষ্ট আফিসে অনুসন্ধানে জানা গেল, রোহিণীর কে কাকা আছে, তার নাম ব্রহ্মানন্দ ঘোষ; তার নামে যশোর জেলার প্রসাদপুর গ্রাম হ'তে মাসে মাসে রেজেষ্ট্রী হয়ে চিঠি আসে। সুতরাং স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, পামর পামরী উভয়েই একস্থানে বাস কচ্ছে। সে স্থান আর কোথায়?—যশোর জেলার প্রসাদপুর গ্রাম। কিন্তু সে পাপস্থানে কে যায়? কি উপায়ে পামর-পামরীকে ধরা যায়?

(নিশাকরের প্রবেশ)

কি হে! তুমি কোথা থেকে? ভগবান্ আমার ওপর ভারী সদয় দেখ্‌ছি!

নিশা। আরে যাও! তোমার জন্য কম কষ্ট পেয়েছি! রাজগ্রামে তোমার

বাড়ী গিয়েছিলুম ; সেখানে শুনলুম, তুমি তোমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ী এসেছো। সেখান থেকে সটান গাড়ি দিয়ে এখানে আসছি। ভ্রমর কোথায় ? সে কেমন আছে ? চল, আগে তাকে দেখব চল।

মাধবী। তা চল। এক জায়গায় বেড়াতে যাবে ?

নিশা। কোথায় ?

মাধবী। যশোর।

নিশা। কেন, সেখানে কেন ?

মাধবী। নীলকুঠী কিনতে।

নিশা। তা—চল। আমার আর কাজ কি বল ? বাপের বিষয় আছে, মজা ক'রে খাই-দাই, তবলায় চাটি মেরে এখানে সেখানে বেড়িয়ে বেড়াই। কিন্তু তুমি ঠিক কথা বল্লে না ! যশোরে নীলকুঠী কিনতে যাচ্ছ—এ কথা আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না ; বোধ হয়, আর কিছু ব্যাপার আছে।

মাধবী। ভাই ! তোমার কাছে মিথ্যা কথা ব'লবো না। কিছু বিশেষ ব্যাপারে যাচ্ছি ; জীবন-মরণ ব্যাপার। ভ্রমরের চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে। তার পর তোমায় সব কথা খুলে বলবো এখন।

নিশা। তা বেশ—যাওয়া যাবে। এখন চল, ভ্রমরকে দেখি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রসাদপুর—গোবিন্দলালের বাটীর সম্মুখ।

(সোনা ও রূপো)

সোনা। ভাই রূপো!

রূপো। কি ভাই সোণা?

সোনা। কেমন আছিস্ বল্ দেখি?

রূপো। মন্দ কি? দাদ্‌খানি চালের ভাত, ঘন দুধের বাটি, কাঁচা-মিঠে আঁবের অম্বল, টাকায় দু সের সন্দেশ—মজা ক'রে খাচ্ছি; মাসে মাসে মাইনে পাচ্ছি; খাটুনির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এর চেয়ে ভালো থাক্‌তে গেলে যমের বাড়ী গিয়ে চাক্‌রী ভিন্ন উপায় নেই। তুই কেমন আছিস্ বল্ দেখি?

সোনা। বেশী আর বলবো কি? এসেছিলুম রোগা-পট্‌কা, পেটপোরা পিলে; এখন দশটা বাঘে খেতে পারে না। যেন বোম্বেটের সর্দ্দার হয়ে দাঁড়িয়েছি।

রূপো। ভাখ, আমি কিছু ধোঁকায় আছি; ঠিক ঠাওরাতে পারিনি। এ কোথাকার বাবু? আদত বাড়ী কোথা? এখানে এসে রয়েছে কেন? এত দেশ থাক্‌তে প্রসাদপুরে—ছোট-খাটো গ্রামের ভেতর লম্বা-চৌড়া বাড়ী হাঁকরে, তোফা ক'রে সাজিয়ে কি মতলবে বাস করছে বাবা? কোন খুনী আসামী নয় ত?

সোনা। শালা গয়লার বুদ্ধি কি না! বাঁক্ কাঁধে কর্ গে যা, বাঁক্ কাঁধে কর্ গে যা; ভদ্দর লোকের কাছে চাকরী করা তোর কম্মো নয়। ওরে বেটা, ফৌজদারী আসামী হ'লে কি এমন বাড়ী সাজিয়ে, বুক চিতিয়ে, কারুর তোয়াক্কা না রেখে, বে-পরোয়ায় বাস কর্ত্তে পারত?

রূপো। তবে তোর কি বোধ হয়?

সোনা। এ বাবুটি একটি লোচ্চার চূড়ামণি। কোন গেরস্তের মেয়ে বার ক'রে, দশ বেটা কুটুম্বুর সাক্ষাতে তাড়াতুড়ি খেয়ে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। খুঁজে-পেতে বেশ নিরিবিলি দেখে শুনে, বাড়ী-ঘরদোর তৈরী ক'রে, মেয়েমানুষ নিয়ে, মজাতে পায়ের ওপর পা দিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

রূপো। পয়সা-কড়ি বেশ আছে; কেমন, না?

সোনা। আছে বৈ কি? নইলে কি মন্ত্রের চোটে আশমান থেকে টাকা এসে, অমন লাটসাহেবী চাল চালাচ্ছে?

রূপো। একটা কথা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারিস্?

সোনা। কি বল্ দেখি?

রূপো। বাবুটির বিলক্ষণ পয়সা কড়ি আছে ত?

সোনা। আছে বৈ কি? তা কি হয়েছে?

রূপো। বল্‌ছি কি, ঘরদোর ছেড়ে, মাগছেলের মায়া কাটিয়ে, কোথাকার এক মাগীকে নিয়ে দেশান্তরী হয়ে এলো! প্রাণে চোট লাগল না?

সোনা। ওরে ব্যাটা গয়লার ছেলে! কেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে জলে ডুবে মর্ গে যা। দু'জনে পিরীত ক'রে বেরিয়ে এসেছে; পিরীত জমাট বাঁধলে কি ঘর-বাড়ী মাগছেলের ওপর মায়া থাকে?

আপনার জানুই কাটারি দিয়ে খান্ খান্ ক'রে ফেলা যায়। গান শুনিস্ নি? (সুরে)

"যদি পিরীত করতে চাও,
প্রাণের মায়া ছেড়ে দাও।
ঘরে দোরে আগুন দিয়ে,
টুকনি হাতে বেরিয়ে যাও॥"

রূপো। থাক্ মাথায় বাবা পিরীত, দু'দিনের সুখের জন্য সব ভাসিয়ে দেব?

সোনা। কেউ ত মাথার দিব্যি দেয় নি তোমায় সখা।

রূপো। আমাদের বাবুর মেজাজ খুব ভাল, মনিব ঠাকরুণ কিছু বেয়াড়া, খালি খুঁত ধর্‌ছেন আর টিপ্পনী ঝাড়ছেন। তোর কি বোধ হয়, ও বেটী গেরস্তের মেয়ে?

সোনা। তুই বলিস্ বেশ্যা? না, তা নয়। তা হ'লে চাল্-চলন আলাদা হ'ত।

রূপো। তোর যেমন বিদ্যে, আর কি রকম হবে? চুলের বিনুনি ক'রে পিঠে ঝুলিয়ে দেওয়া আছে, চব্বিশ ঘণ্টা ফিট্-ফাট্ হয়ে সেজে থাকা আছে। উপোসী বাঘিনীর মত কি খাই কি খাই ক'রে চাওয়াটুকু আছে। এক ওস্তাদজী রাখা হয়েছে, আর গান শেখা হচ্ছে; আর বেবিশ্যের বাকী কোন্‌খানটা?

সোনা। গেরস্তের মেয়ে বেরিয়ে এলে তিন ডবল শেয়ানা হয়—তা জানিস্? সাজগোজ্ দোরস্ত রাখ্‌ছে। মাগী বুঝেছে কি না,—এই ক'রে পরে পেট চালাতে হবে; বাবুর ঝোঁক ত চিরকাল থাকবে না। তবে—

"ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো
যত দিন যায় তত দিন ভাল॥"

রূপো। দ্যাখ্ সোনা! ওস্তাদজী বেটা যখন ষাঁড়ের মত চীৎকার ক'রে গান শেখায়, আমার ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে বেটার মুখ গুঁজড়ে ধরি। কালো কালো দাড়ির ভেতর দিয়ে গান সুরু হলেই শাদা শাদা দাঁতগুলি বেরিয়ে পোড়ে খিঁচুনি ধরে কি না; আবার সেই গাধার ডাকের সঙ্গে মনিব ঠাকরুণের গলা মিশে সরু মোটা আওয়াজ বেরিয়ে—যেন সোণালি রূপোলি রকমের গান হ'তে থাকে।

সোনা। চুপ কর্, চুপ কর্। এক জাঁকাল রকমের বাবু বাড়ীতে ঢুকলো। এই যে, এই দিকেই আসছে। এমন রকমসই বাবু ত কখনও এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ায় নি।

(নিশাকরের প্রবেশ)

আপনি কে ম'শায়? কাকে খোঁজেন?

নিশা। তোমাদেরই! বাবুকে খবর দাও যে, একটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

সোনা। কি নাম বলবো?

নিশা। নামের প্রয়োজন কি? একটি ভদ্রলোক ব'লে ব'ল।

সোনা। মশাই, বলতে কি—আপনি মিছে এসেছেন—বাবু কারুর সঙ্গে দেখা করেন না, বাবুর সে স্বভাবই নয়।

নিশা। তবে তোমরা থাক, বিনা সংবাদেই আমি ওপরে যাচ্ছি।

সোনা। না মশাই, আমাদের চাকরী যাবে।

নিশা। যে বাবুকে খবর দেবে, তার এই টাকা।

(মুদ্রা প্রদর্শন)

সোনা। (স্বগত) তাই ত—কি করি? টাকাটা ছেড়ে দেব? আবার বাবুর যে মেজাজ—হয় ত চাকুরী থেকে জবাব দেবে।

রূপো। যা থাকে বরাতে; ফাঁকতলায় টাকাটা পাওয়া যাচ্ছে,

ছাড়া কিছু নয়। (প্রকাশ্যে) বাবু মশাই, আমি বাবুকে খবর দিচ্ছি; আপনি এখানে দাঁড়ান।

[প্রস্থান।

নিশা। দেখ বাপু! তোমাকেও একটি টাকা দিচ্ছি; এই নাও। আমি ঐ ফুলবাগানে গিয়ে বেড়াই—আপত্তি ক'র না। যখন খবর আসবে, তখন আমাকে ওখান হ'তে ডেকে এনো।

সোনা। এ বেশ কথা। আপনি ঐ ফুলবাগানের চাতালে গিয়ে বসুন; রূপো নেমে এলেই আমি আপনাকে খবর দেব এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

(রোহিণী ও ওস্তাদজী)

ওস্তাদ। হাম সমজ লিয়া বেটী। আজ তোমরা দিল ঠিক নেই হ্যায়। গান-বাজনা শিখ্‌নে মাঙ্গো ত মেজাজ বরাবর ঠিক রাখ্‌নে হোগা। বাবুজী কাঁহা? কাল বাত্ হুয়ানা—হাম গায়গা, বাবুজী খোদ সঙ্গত করেগা।

রোহি। ঐ যে ঘরে ব'সে নভেল পড়ছেন। তুমি তবলাটা বেঁধে ঠিক ক'রে রাখ না, তিনি এখনই আস্‌বেন।

ওস্তাদ। বহুৎ আচ্ছা। হাঁতুড়ী মাঙ্গাও।

রোহি। এই যে, এইখানেই আছে। (ওস্তাদজী কর্ত্তৃক তবলায় সুর বাঁধন) (স্বগত) এ কে? আমাদের ফুলবাগানে ও বাবুটি কে বেড়াচ্ছে? দেখেই বোধ হচ্ছে, এ দেশের লোক নয়। বেশ-ভূষা রকম-সকম দেখে বোধ

হয় যে, বড়মানুষ বটে। দেখতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রঙ্ ফরসা—কিন্তু এর মুখ-চোখ ভাল; বিশেষ চোখ। আ মরি! কি চোখ! এ কোথা থেকে এলো? হলুদ-গাঁয়ের লোক ত নয়—সেখানকার সবাইকে আমি চিনি। ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাইনি? ক্ষতি কি?—আমি ত কখনও গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হব না। ঐ যে! আমার দিকে চাচ্ছে! আমায় দেখতে পেয়েছে। মরি, মরি! কি চোখ! চোখের কি বাহার! ঐ যে আমাদের বাগানের চাতালে গিয়ে বস্‌লো!

(গোবিন্দলাল ও রূপোর প্রবেশ)

ওস্তাদ। আইয়ে বাবু সাব। বন্দেকি—বন্দেকি।

গোবি। বন্দেকি।

রূপো। হুজুর! কি হুকুম হয়?

গোবি। কে ভদ্রলোক? কোথা থেকে এসেছে? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন?

রূপো। তা জানি নি।

গোবি। তা না জিজ্ঞেস ক'রে খবর দিতে এসেছিস্ কেন?

রূপো। (স্বগত) তাও তো বটে! মিছে কথা কই, নইলে বোকা বোনে যাই। (প্রকাশ্যে) তা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বল্লেন, বাবুর কাছেই বলবো।

গোবি। তবে বল্ গিয়ে, দেখা হবে না, আমার ফুরসুৎ নেই। কেমন ওস্তাদজী, তোমার সাকরেদ গান শিখছে কেমন?

ওস্তাদ। বাবুজী, কেয়া কহে? মেরি বেটী বহুৎ হুঁসিয়ার, চার রোজকা বিচমে আট দশ রাগ দখল কর্ লিয়া, মোয় ত তাজ্জব বন গিয়া

ইমন-কল্যাণ, বেহাগ, মালকোষ, টোরী, খাম্বাজ, সিন্ধু, ভৈরবী, মুলতান—আউর কেৎনা কহে ? এসব রাগ বেটী সুবিকা অন্দরসে লে লিয়া। আপ্ সঙ্গত করিয়ে, হাম সাকরেদ কা গান সুরু করনে বোলে।

গোবি। বহুৎ আচ্ছা। (রূপোর প্রতি) তুই এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ যে ? কে বাবু এসেছে, তাকে খবর দিয়ে আয় যে, আমার সঙ্গে দেখা হবে না।

(নিশাকরের প্রবেশ)

নিশা। মশাই, মাপ করবেন। আমিই সেই বাবু; আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন, এ চাকরটিকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছিলুম, অনেকক্ষণ আপনার ফুলবাগানে অপেক্ষা ক'রে বুঝলুম যে, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন না ব'লেই চাকরকে আট্‌কে রেখেছেন, কাজেই বাধ্য হয়ে একেবারে উপরে আসতে হ'ল।

গোবি। আপনার বেশভূষা দেখলে আপনাকে ভদ্রলোক ব'লে বিবেচনা হয়; কিন্তু আমার অনুমতি না নিয়ে একেবারেই ওপরে আসা—অভদ্রোচিত কার্য্য হয়েছে।

নিশা। আমিও আপনাকে ভদ্রলোক জেনে দেখা করতে এসেছিলুম। তা আপনি ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবেন না, তা ত জানতুম না। আপনি যে এখন ভদ্রসমাজ পরিত্যাগ ক'রে অজ্ঞাতবাসে আছেন, সেটুকু আমার বোঝবার ভুল হয়েছিল।

গোবি। যথেষ্ট সাফাই হয়েছে। আপনি কে ?

নিশা। আমার নাম রাসবিহারী দে।

গোবি। নিবাস ?

নিশা। বরাহনগর। আপনি বসতে বলবেন না বুঝেছি, নিজেই জেঁকে জুঁকে বসি। (তথাকরণ)

গোবি। (স্বগত) ভাল আপদ ! (প্রকাশ্যে) আপনি কাকে খোঁজেন ?

নিশা। আপনাকে।

গোবি। আপনি আমার ঘরের ভেতর না ঢুকে যদি আর একটু অপেক্ষা করতেন, তবে চাকরের মুখে শুনতে পেতেন, আমার সাক্ষাতের অবকাশ নেই।

নিশা। বিলক্ষণ অবকাশ দেখছি। ধমক-চমকে উঠে যাব, যদি আমি সে প্রকৃতির লোক হতেম, তবে আপনার কাছে আসতুম না। যখন আমি এসে পড়েছি, তখন আমার কথা কটা শুনলেই আপদ চুকে যায়।

গোবি। না শুনি, এই আমার ইচ্ছে। তবে যদি দু'কথায় ব'লে শেষ করতে পারেন, তবে ব'লে বিদায় গ্রহণ করুন।

নিশা। দু'কথাতেই বলব। শুনুন, আপনার ভার্য্যা ভ্রমর দাসী তাঁর বিষয়গুলি পত্তনী বিলি করবেন।

ওস্তাদ। এক বাত হুয়া।

নিশা। আমি সে বিষয়গুলি পত্তনি নেব।

ওস্তাদ। দো বাত হুয়া।

নিশা। আমি সে জন্তে হরিদ্রাগ্রামে গিয়েছিলুম।

ওস্তাদ। দো বাত ছোড়কে তিন বাত হুয়া।

নিশা। ওস্তাদজী, শূয়ার শুণ্‌চো না কি ?

ওস্তাদ। তোবা তোবা ! বাবু সাব, বেতমিজ আদ্‌মিকো বিদা দিজিয়ে।

নিশা। আপনার ভার্য্যা বিষয়গুলি আমাকে পত্তনী দিতে স্বীকৃতা, কিন্তু আপনার অনুমতি-সাপেক্ষ। তিনি আপনার ঠিকানাও জানেন না,

পত্র লিখতেও ইচ্ছুক নন। সুতরাং আপনার অভিপ্রায় জানবার ভার আমার উপরেই পড়লো। আমি অনেক অনুসন্ধানে আপনার ঠিকানা জেনে আপনার অনুমতি নিতে এসেছি।

গোবি। (স্বগত) ভ্রমর! ভ্রমর! আমার সেই ভ্রমর! প্রায় দু'বছর হ'ল! না—না—তার কথা আবার কেন? ওঃ, স্মৃতির বৃশ্চিক-দংশন কি ভয়ানক! কালসর্পের দংশন অপেক্ষাও ভয়ানক!

নিশা। কি ভাবছেন? আপনার ভাবনা আমি কতক বুঝেছি। তা দেখুন, আপনার যদি মত হয় ত এক ছত্র লিখে দিন যে, আপনার কোন আপত্তি নেই। তা হ'লেই আমি উঠে যাই।

গোবি। আমার অনুমতি লওয়া অনাবশ্যক। বিষয় আমার স্ত্রীর, আমার নয়, বোধ হয় তা জানেন। তাঁর যাকে ইচ্ছে পত্তনী দেবেন, আমার বিধি-নিষেধ নেই। আমিও কিছু লিখবো না। বোধ হয়, আপনি এখন আমায় অব্যাহতি দেবেন।

নিশা। কাজে কাজেই। তবে বসুন, আমি উঠলুম। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম, কিছু মনে করবেন না।

গোবি। কিছু না। আপনি এখন যান।

নিশা। নমস্কার।

গোবি। নমস্কার।

[নিশাকরের প্রস্থান।

রূপো, ওর সঙ্গে যা, ও কোথায় যায় দেখে আয়।

[রূপোর প্রস্থান।

ওস্তাদজী, কিছু গাও।

ওস্তাদ। কোন্ গান ফরমাইয়ে।

গোবি। যা খুসী।

ওস্তাদ। যো হুকুম। আপ তবলা লিজিয়ে।

(গীত আরম্ভকরণ)

গোবি। থাক। আজ আর গান ভাল লাগছে না। আমি শোবার ঘরে যাই ; শুয়ে শুয়ে একটু নভেল পড়ি গে।

রোহি। (বাহিরে আসিয়া) কি গো, মাগের নাম শুনে পরাণ কেঁদে উঠলো না কি ? অত পিরীত তো ছেড়ে এলে কেন ?

গোবি। খোঁচা না দিয়ে বুঝি কথা কইতে জান না ? আমার শরীরটা কেমন করছে। আমি এখন একটু ঘুমুব। আমি আপনি না উঠলে যেন আমায় কেউ উঠায় না।

ওস্তাদ। হুজুর ! হুকুম হয় ত হাম বি বাসামে চলে।

গোবি। এ বকৃত আপকো ছুটী।

[প্রস্থান।

ওস্তাদ। লেড়্কি, হাম বি চলে। [প্রস্থানোদ্যোগ।

রোহি। কাজেই। দেখলে ওস্তাদজী, বাবুর আক্কেল দেখলে ? আমোদ আহ্লাদ করব ব'লেই ত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি ; তা বাবুর মেজাজ বুঝে আমোদ আহ্লাদ করতে হবে। মুখে আগুন ! মুখে আগুন ! কাজের মুখে আগুন !

ওস্তাদ। মৎ ঘাবড়াও, দিল ঠিক রাখো ; পহেলা আপন আঁখের কো বন্দবস্ত কর লেও, পিছে গোল করো।

[প্রস্থান।

রোহি। বাবুটির নাম শুনলুম, রাসবিহারী দে। বেশ চেহারা, বেশ মুখ, পটল-চেরা চোখ ; বাড়ী বরাহনগর, কিন্তু হলুদগাঁ থেকে বরাবর এখানে আসছে বল্লে। আহা, যদি একবার দেখা হ'ত, হলুদগাঁয়ের খবর নিতুম। ব্রহ্মানন্দ কাকার অনেক দিন কোন খবর পাই নি।

কি ক'রে দেখা করি ? গোবিন্দলাল যদি টের পায় ? তবে আর আমার বাহাদুরী কি ? লুকিয়ে দেখা করব—গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতী হব যে। এত বড় লোকের ছেলে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমায় নিয়ে প'ড়ে আছে—আমার বিশ্বাসঘাতকের কাজটা করা কি ভাল হয় ? দেখ দেখ, দুটো মনের ঝগড়া দেখ ! হাসিও পায়, দুঃখও হয়। বলি, মন ! ধর্ম্মের ভয় হচ্ছে না কি ? গোবিন্দলালকে লুকিয়ে কাজ করলে অধর্ম্ম হবে ? বাঃ ! বাঃ ! আজ যে নূতন কথা কইছো ! ধর্ম্ম-অধর্ম্মের কথা শেখাচ্ছে কে ? ধর্ম্মের কিছু রেখেছ কি ? কুলে কালি দিয়ে, গ্রামশুদ্ধ লোকের মুখ হাসিয়ে, কেবল নিজের সুখের জন্য বেরিয়ে এসেছি। তবে নিজের সুখ কেন ছাড়বো ? ঐ রাস-বিহারী দের সঙ্গে লুকিয়ে দুটো কথা কইলে আজ যদি আমার সুখ হয়, সে সুখ কেন ছাড়বো ? আর আমি ত সত্য সত্যই গোবিন্দ-লালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হচ্ছি নে। তবে বোঝ দেখি। হরিণ শীকার করতে বেরিয়েছি, ঐ ঝোপের ভেতর একটা হরিণ শুয়ে আছে, আমার হাতে তীর রয়েছে, আমি মারবো না ? নারী হয়ে সুন্দর পুরুষ দেখলে কোন্ মেয়েমানুষ না তাকে জয় করতে ইচ্ছে করে ? বাঘ গরু মারে, সকল গরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে, কেবল জয়-পতাকা ওড়াবার জন্য। অনেকে মাছ ধরে—কেবল মাছ ধরবার জন্য, খায় না, বিলিয়ে দেয় ; অনেকে পাখী মারে, কেবল মারবার জন্য—মেরে ফেলে দেয়। শীকার—কেবল শীকারের জন্য—খাবার জন্য নয়। জানি না, তাতে কি রস আছে। যদি এই সুন্দর-চক্ষু মৃগ এই প্রসাদপুর-কাননে এসে পড়েছে—তবে কেন না তাকে শরবিদ্ধ ক'রে ছেড়ে দিই ?—পাপ ? হাঃ হাঃ ! আমার আবার পাপ কি ?

(রূপোর প্রবেশ)

রূপো, এসেছিস ? বেশ হয়েছে ! একটা কথা বলি, শোন্। যা বলি, তা পারবি ? কিন্তু বাবুকে সকল কথা লুকোতে হবে। যা করবি, তা যদি বাবু কিছু না জান্‌তে পারেন, তবে তোকে পাঁচ টাকা বক্‌শিস দেব।

রূপো। (স্বগত) আজ না জানি উঠে কার মুখ দেখেছিলুম—আজ ত দেখ্‌ছি টাকা রোজগারের দিন। গরিব মানুষ—দু' পয়সা এলেই ভাল। (প্রকাশ্যে) যা বলবেন, তাই পারব। কি আজ্ঞা করুন।

রোহি। ছাখ, ঐ যে বাবুটি এসেছিল, উনি আমার বাপের বাড়ীর দেশের লোক। সেখানকার কোন খবর পাইনে, তার জন্য কত কাঁদি। যদি দেশ থেকে একটি লোক এসেছে, তাকে একবার আপনার জনের দু'টো খবর জিজ্ঞাসা করবো। বাবু তো রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন। তুই গিয়ে তাকে বসা। এমন জায়গায় বসা, যেন বাবু নীচে গেলে না দেখতে পান, আর কেউ না দেখতে পায়। আমি একটু নিরিরিলি পেলেই যাব। যদি বস্‌তে না চায়, তবে কাকুতি-মিনতি করিস্ !

রূপো। যে আজ্ঞে। (স্বগত) আজ দেখ্‌ছি আমার ভারি জোর বরাত। দু' পক্ষ থেকেই কিছু কিছু পাবো।

[প্রস্থান।

রোহি। আর্শিতে একবার মুখখানি দেখি। মন্দ কি, আমার নিজের মনই টোলে যায়, পুরুষ পায় পায় ফিরবে—কোন্ কথা ! যাই, হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে নিই গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য পথ।

(নিশাকর ও সোনার প্রবেশ)

নিশা। দেখলে তোমার বাবুর আক্কেল! আমাকে কেবল মেরে তাড়িয়ে দিতে বাকি রাখলেন। আমি তোমার বাবুর কাছে কিছু ভিক্ষে চাইতেও আসিনি বা তোমার বাবুর সম্পত্তি লুঠ্‌তেও আসিনি; তা আমার সঙ্গে কি ওরূপ করাটা উচিত হয়েছে?

সোনা। কি করবো বলুন? আমরা চাকর বৈ ত নয়। ফাইটে-ফরমাসটে খাটি, বাজারটা-আসটা করি, বাবুর হুকুমমত চলি; আমরা কি বাবুর ওপর কথা কইতে পারি? তা মশাই, সত্যি বলতে কি, আপনি ব'লে নয়, আমাদের বাবুজী কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। কেমন একটু পেঁচা ধেতের লোক।

নিশা। তোমরা কত দিন বাবুর কাছে আছ?

সোনা। এই—যত দিন এখানে এসেছেন, তত দিন আছি।

নিশা। তবে অল্প দিনই? পাও কি?

সোনা। তিন টাকা মাইনে, খোরাক-পোষাক।

নিশা। এত অল্প মাইনেয় তোমাদের মত খানসামার পোষায় কি?

সোনা। মশাই, তা কি করি, এখানে আর কোথায় চাক্‌রী যোটে?

নিশা। চাকরীর ভাবনা কি? আমাদের দেশে গেলে তোমাদের লুপে নেয়। পাঁচ সাত দশ টাকা অনায়াসেই পাও।

সোনা। অনুগ্রহ ক'রে যদি সঙ্গে নিয়ে যান।

নিশা। নিয়ে যাব কি, অমন মুনিবের চাকরী ছাড়বে?

সোনা। মুনিব মন্দ নয়, কিন্তু মুনিব-ঠাকরুণ বড় হারামজাদা

নিশা। দেখ, দেখ, সেই রূপো খানসামা এই দিকে আস্‌ছে, বোধ হয়, আমাকে খুঁজতে আস্‌ছে, দৌড়ুতে দৌড়ুতে আস্‌ছে।

সোনা। ও শালা গয়লার ছেলে, মৎলব ভিন্ন চলে না; কিছু দাঁও আছে, তাই হস্ত-দন্ত হয়ে আসছে। আমি মশাই একটু আড়ালে দাঁড়াই। আমার সাম্নে হয় ত পেটের কথা ভাঙ্গবে না। দেখুন না, ব্যাপারটাই দেখুন না।

[প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া রূপোর প্রবেশ)

রূপো। এই যে, বাবু মশাই এখানে! আঃ, বাঁচলুম! আমি ভেবেছিলুম, বুঝি আর আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল না; দৌড়—দৌড়—চোঁ-চোঁ দৌড় দিয়ে, আপনার পেছন পেছন এসে ধরেছি। আচ্ছা লম্বা লম্বা পা যা হ'ক, আপনি একেবারে এতটা পথ এসে পড়েছেন?

নিশা। কেন হে বাপু, আমায় তোমার কি দরকার? তোমার বাবু কি তোমায় হুকুম করেছেন যে, আমায় পাকড়ে নিয়ে গিয়ে ঘরে পূরে গুম-খুন করবার জন্যে? অমন সাদর-সম্ভাষণেও কি আর আকিঞ্চন মেটেনি?

রূপো। আজ্ঞে তা নয়, আপনার সঙ্গে নিরিবিলি একটা কথা আছে।

নিশা। কি বল দেখি? আমার সঙ্গে কি নিরিবিলি কথা আছে, বাপু?

রূপো। (চারিদিকে চাহিয়া) এখানে কেউ নেই ত? ভয় হয় মশাই, গাছপালারও কান আছে।

নিশা। এ বেশ ফাঁকা জায়গা, এখানে কেউ নেই, তুমি নির্ভয়ে বল।

রূপো। আমাদের মা-ঠাকরুণ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর মুখে শুনলুম যে, আপনি তাঁর বাপের বাড়ীর দেশের লোক, তাঁর

বাপের খবর তিনি কখনও পান না, তার জন্য কত কাঁদেন; আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমাদের বাড়ী আসুন। আপনি নীচের ঘরে বসবেন, কেউ টের পাবে না; মা-ঠাক্‌রুণ চুপে চুপে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন, তাঁর বাড়ীর খবর শুনবেন।

নিশা। (স্বগত) মন্দ নয়! অভিপ্রায়সিদ্ধির অতি সহজ উপায় পাওয়া গেল দেখছি। (প্রকাশ্যে) বাপু! তোমার মুনিব তো আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি তাঁর বাড়ীতে লুকিয়ে থাকবো কি ক'রে?

রূপো। আজ্ঞে, তিনি জান্‌তে পারবেন না। নীচের ঘরে তিনি কখনও আসেন না।

নিশা। না আসুন, কিন্তু যখন তোমার মা-ঠাকরুণ নীচে আসবেন, তখন যদি তোমায় বাবু ভাবেন, কোথায় গেল দেখি, যদি তাই ভেবে পেছু পেছু আসেন, কি কোন রকমে যদি আমার কাছে তোমার মা-ঠাকরুণকে দেখেন, তবে আমার দশাটা কি হবে বল দেখি? মাঠের মাঝখানে, ঘরে পূরে আমাকে খুন ক'রে, বাবুর বাগানে পুতে রাখলেও মা বলতে নেই, বাপ বলতেও নেই। তখন তুমিই আমাকে দু'ঘা লাঠি মারবে। না বাপু, এমন কাজে আমি নেই। তোমার মাকে বুঝিয়ে বল গে, আমি খুন হ'তে পারবো না। আর একটি কথা বলি, তাঁর খুড়ো আমাকে কতকগুলি ভারী কথা বলতে ব'লে দিয়েছিল। আমি তোমার মা-ঠাকরুণকে সে কথা বলবার জন্য বড় ব্যস্ত ছিলুম। কিন্তু তোমার বাবু আমায় তাড়িয়ে দিলে, আমায় কথা বলা হ'ল না—আমি চল্লুম।

রূপো। সে কি মশাই—চল্লেন কি মশাই! আমার পাঁচ টাকা বক্‌শিস যে হাতছাড়া হয় মশাই। আচ্ছা, তা আপনি বাড়ীতে না

আসেন, এই জায়গাটা বেশ নিরিবিলি আছে, এইখানে আর একটু অপেক্ষা করুন। আমি মা-ঠাকরুণকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে, আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিচ্ছি।

নিশা। তোমার মা-ঠাকরুণ বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলে তোমার বাবু টের পাবেন না?।

রূপো। বাবু এখন ঘুমুচ্ছেন। ঘুম ভেঙ্গে উঠতে উঠতে ততক্ষণ মা-ঠাকরুণ বাড়ী ফিরে যাবেন।

নিশা। এ বেশ কথা। এখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে রাজি আছি। তুমি তোমার মা-ঠাকরুণকে ডেকে নিয়ে এস। সন্ধ্যা হয়েছে—বেশ গা-ঢাকার সময়—এখানে ব'সে থাকলে বড় কেউ দেখতে পাবে না। তোমার মা-ঠাকরুণ যদি এখানে আসতে পারেন, তবেই সকল খবর পাবেন। তেমন তেমন দেখলে আমিও পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে পারবো। ঘরে পুরে যে আমাকে কুকুরমারা করবে—আমি তাতে বড় রাজি নই।

রূপো। দোহাই মশাই, আপনি চ'লে যাবেন না, আমি ঝাঁ ক'রে মা-ঠাকরুণকে নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া সোনার প্রবেশ)

সোনা। বাবু মশাই, কারখানাটা কি বলুন দেখি? গয়লার পো অনেকক্ষণ ধ'রে ফুস্থুর-ফুস্থুর করলে। বেটা একটা ভারি দাঁও নিয়ে এসেছিল—তার আর কথাটি নেই।

নিশা। কথাটি খুব গুরুতর বটে। তোমার মুনিবের চেয়ে মুনিব-ঠাকরুণ যে হারামজাদা—তার প্রমাণ আমি হাতে হাতে পেয়েছি। আমার সঙ্গে তোমার যাওয়াই স্থির তো?

সোনা। তার আর কথা আছে ?

নিশা। তবে যাবার সময় তোমার মুনিবের একটা উপকার ক'রে যাও। কিন্তু বড় সাবধানের কাজ। পারবে কি ?

সোনা। ভাল কাজ হয় ত পারব না কেন ?

নিশা। তোমার মুনিবের পক্ষে ভাল, মুনিবনীর পক্ষে বড় মন্দ।

সোনা। তবে এখনি বলুন, ওর আর দেরীতে কাজ নেই, মুনিবনীর যদি ভাল-মন্দ হয়, তাতে আমি খুব রাজি।

নিশা। ঠাকরুণটি গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, রূপো এখনি তাকে সঙ্গে ক'রে এইখানে নিয়ে আসবে, বুঝেছ? আমিও স্বীকার হয়েছি। আমার অভিপ্রায় যে, তোমার মুনিবের চোখ ফুটিয়ে দিই। তুমি আস্তে আস্তে এই কথাটি তোমার মুনিবকে জানিয়ে আসতে পার ?

সোনা। এখনি। ও পাপ ম'লেই বাঁচি। ঠাকরুণটির পেটে পেটে এত! আঃ, তোদের জেতের কাঁথায় আগুন! রাজার হালে আছিস, রাণীর মত খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, চাকর-দাসী লোক-জন যোড়হাত ক'রে হুকুম তামিল কচ্ছে; এমন সোনারচাঁদ বাবু—এ আর ভাল লাগলো না? যেই একটি পরপুরুষের মুখ দেখেছে, অমনি নোলা সক্‌সকিয়ে উঠেছে! জেতের স্বধর্ম্ম রে জেতের স্বধর্ম্ম! ভগবান না করুন, আমার যদি কখনও মেয়ে হয়, আঁতুরঘরে তখনি নুণ টিপে ধরবো।

নিশা। আর কথার সময় নেই, এখনি তোমার মা-ঠাকরুণ এসে পড়বেন। তুমি চট্ ক'রে গিয়ে বাবুকে খবরটা দিয়ে এসো। রূপো কিছু জানতে না পারে, তার পর আমার সঙ্গে জুটো।

সোনা। যে আজ্ঞে। পায়ের ধুলো দিন, আমি চললুম।

[প্রস্থান।

নিশা। আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করবার জন্য কত কৌশলই করেছি। রোহিণী আমার কি করেছে? কিছুই ত নয়, তবে এ নৃশংসতা কেন?—কেন?—দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য। যখন বন্ধুর কন্যার জীবনরক্ষার জন্য এ কাজ বন্ধুর নিকট স্বীকার করেছি, তখন অবশ্য করব। কিন্তু আমার মন এতে প্রসন্ন নয়! রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দেব; পাপের স্রোত রোধ করব; অপ্রসাদই বা কেন? বলতে পারিনি, বোধ হয়, সোজা পথে গেলে এত ভাবতুম না। বাঁকা পথে গিয়েছি ব'লে এত সঙ্কোচ হচ্ছে। আর পাপ-পুণ্যের দণ্ড বা পুরস্কার দেবার আমি কে? আমার পাপ-পুণ্যের দণ্ড বা পুরস্কার যিনি করবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলতে পারিনি, হয় ত তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করেছেন। কি জানি,

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

(রূপোর সঙ্গে সঙ্গে রোহিণীর প্রবেশ)

ঐ বুঝি আসছে, সাড়া দেওয়া যাক্। কে গা?

রোহি। তুমি কে গা?

নিশা। আমি রাসবিহারী গো?

রোহি। আমি রোহিণী।

নিশা। এত দেরী হ'ল যে?

রোহি। একটু না দেখে শুনে ত আসতে পারিনে—কি জানি কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে। তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে?

নিশা। কষ্ট হ'ক না হ'ক, মনে মনে বড় ভয় হয়েছিল যে, তুমি বুঝি আমাকে ভুলে গেলে, আর এলে না।

রোহি। আমি যদি ভুলবার লোক হতুম, তা হ'লে আমার এ দুর্দ্দশা হবে কেন ? একজনকে ভুলতে না পেরে এ দেশে এসেছি, আজ তোমায় ভুলতে না পেরে—

(পিস্তল হস্তে গোবিন্দলালের প্রবেশ ও রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরণ)

কে—রে ?

গোবি। তোমার যম !

[নিশাকর ও রূপোর বেগে প্রস্থান।

রোহি। ছাড় ! ছাড় ! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসিনি ; আমি যে জন্য এসেছি, তা না হয় এই বাবুটিকে জিজ্ঞাসা কর।

গোবি। কৈ ? কে তোর বাবু ? কাকে জিজ্ঞাসা করব ?

রোহি। (চারিদিকে চাহিয়া) কৈ ? কোথায় গেল ? কেউ ত এখানে নেই।

গোবি। কেউ নেই কেন ? এই যে আমি আছি। রোহিণি !

রোহি। কি ?

গোবি। তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে !

রোহি। কি ?

গোবি। তুমি আমার কে ?

রোহি। কেউ নই। যত দিন পায় রাখ, তত দিন দাসী, নইলে আর কেউ নই।

গোবি। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রেখেছিলুম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ছেড়েছিলুম। তুমি কি রোহিণি, তোমার জন্য ভ্রমর—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, সেই ভ্রমরকে

ত্যাগ করলুম ! তুমি কি রোহিণি, তোমার মুখ চেয়ে, সর্ব্বস্ব ছেড়ে বনবাসী হলুম ! সেই বিশ্বাসের এই পরিণাম ! সেই ভালবাসার এই প্রতিদান ! সে আত্মত্যাগের এই বিনিময় ! সর্ব্বনাশী ! পিশাচি ! রাক্ষসি ! তোর ত কিছুরই অভাব ছিল না। রাজরাণীও এত আদরে থাকে না। তবে কেন তুই এমন কাজ করলি ? ছিঃ ! ছিঃ ! অতি ঘৃণিত কাজ ! নরকেও তোর—(পদাঘাত ও রোহিণীর পতন)

রোহি। উঃ !

গোবি। রোহিণি, দাঁড়াও। (রোহিণীর তথাকরণ) তুমি একবার মরতে গিয়েছিলে। আবার মরতে সাহস আছে কি ?

রোহি। এখন আর না মরতে চাইব কেন ? জীবনের যা সুখ ছিল, সব পূর্ণ হয়েছে, তবে আর দুঃখ কিসের ?

গোবি। তবে চুপ ক'রে দাঁড়াও। নোড় না ! এই দেখ পিস্তল—গুলী ভরা আছে। কেমন, মরতে পারবে ?

রোহি। না, না, মের না, মের না, আমি মরতে পারব না। আমি অবিশ্বাসিনী, আমায় ত্যাগ করতে হয়, ত্যাগ করুন, আমায় মেরে ফেলবেন না। যত দিন বাঁচবো, আপনাকে কখন ভুলবো না। দুঃখের দশায় পড়লে, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি মনে করব—সে-ও ত এক সুখ, সে-ও ত এক আশা। মরব কেন ? আমায় মের না। চরণে না রাখ, আমায় বিদেয় দাও ; আমায় মের না, আমায় মের না।

গোবি। আশ্চর্য্য ! রোহিণি ! এখনও তোমার বাঁচবার সাধ হয় ? না—না, তা হবে না। তোমার বাঁচা হবে না ; তুমি না মরলে আমার মত অনেকে প্রতারিত হবে ! তোমার মরণই মঙ্গল।

তুমি বুঝছো না, তুমি বাঁচলেও আর পৃথিবীতে সুখী হ'তে পারবে না। প্রস্তুত হও। মৃত্যুকালে, যদি তোমার কোন ইষ্টদেবতা থাকে, স্মরণ কর।

রোহি। না, না, মের না! মের না! আমার নূতন যৌবন, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দেব না, আর তোমার পথে আসবো না; এখনই যাচ্ছি। আমায় মের না। আমায় বিদেয় দাও।

গোবি। এই দিই।

[পিস্তলাঘাত, রোহিণীর পতন ও মৃত্যু।

[গোবিন্দলালের বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বাসাবাটী।

(মাধবীনাথ ও নিশাকরের প্রবেশ)

মাধবী। তার পর? তার পর?

নিশা। তার পর আর আমি কোন খবর জানিনে। যেই তোমার জামাই বাবাজী পেছন দিক থেকে এসে সেই মাগীটের গলা টিপে ধরলেন, মাগী চেঁচিয়ে উঠল—'কে রে?' বাবু উত্তর দিলেন—'তোমার যম।' আমি তো সেখান থেকে চোঁচা দৌড়! আর কি ভরসায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি বল? তার পর যে কি হ'ল, ঠিক খবরটি আমি জানিনে।

মাধবী। সে চাকর ছুটো কোথায় গেল?

নিশা। এক বেটা—যার নাম রূপো, ঐ যে বেটা কথাবার্ত্তা চালাচালি ক'রে,—মাগীকে সঙ্গে ক'রে আমার সাথে দেখা করাতে নিয়ে এসেছিল, সে বেটা যে কোথায় ছুট মারলে, কিছু পাত্তা করতে পারলুম না। আর এক বেটা—যার নাম সোনা, তাকে ভারি কাজের লোক ব'লে চুমরে দিয়েছি, চাকরী দেব বলেও আশা দিয়েছি, তার এইখানে আমার সঙ্গে যোটবার কথা আছে। তা ভাই, যথার্থ কথা বলতে কি, চাকর দুটো আমার সহায়তা না করলে এ কাজ কখনও এত সহজে হ'ত না। বল কি হে? ভেলকী লাগিয়ে আসা গেল। কোথা দিয়ে কি হ'ল, আমি নিজেই কিছু ঠাওরাতে পারছি নে। সে সোনা চাকর বেটা এলে হয়। তার মুখে সব কথা শুনতে পাওয়া যাবে।

সোনা। (নেপথ্যে) রাসবিহারী মশায়ের এই বাড়ী? রাসবিহারী মশায়ের এই বাড়ী?

নিশা। এই যে বেটা ঠিক এসেছে! আর ধোঁকায় থাকতে হবে না। সব খবর এখনই পাওয়া যাবে! (নেপথ্যে চাহিয়া) এই বাড়ীই বটে; তুমি বরাবর চ'লে এস।

মাধবী। তুমি বুঝি নাম ভাঁড়িয়েছিলে?

নিশা। তোমায় ত বল্লুম—আমার নাম রাসবিহারী দে ব'লে তোমার জামাইয়ের কাছে পরিচয় দিয়েছিলুম।

(সোনার প্রবেশ)

সোনা। অবধান হই মশাই, পায়ের ধুলো দিন।

নিশা। খবরটা কি? আগাগোড়া বল দেখি? আমরা বড় ব্যস্ত হয়ে রয়েছি।

সোনা। খবর আর কি মশাই—যা হয়!

নিশা। কি রকম?

সোনা। খুন।

নিশা। খুন?

সোনা। এতটা চমক্ খাচ্ছেন কেন? বিশেষ কিছু নূতন ব্যাপার ঘটেনি তো, এ কাজ বরাবরই তো হয়ে আসছে। আপনি রাখছেন মেয়েমানুষ, সর্ব্বস্ব খুইয়ে তার খরচ যোগাবেন, আর সে মাগী বিশ্বাসঘাতকের কাজ করবে আর আপনি চুপ ক'রে ব'সে থাকবেন? চোট লাগে না মশাই? বুকের শির ছিঁড়ে যায়। যদি বলেন, লোকে এ কাজ করে কেন? না ক'রে থাক্‌তে পারে না। মেয়েমানুষের লোভ বিষম লোভ! নারদ ঋষি—অতবড় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, তিনিও চাঁড়ালনীকে নিয়ে উন্মত্ত হয়েছিলেন। আর বেশ্যাবেটীদেরও দোষ আমি দিই নে; ওদের জন্মের দোষ, কি করবে! রাজভোগ খাওয়ালেও কাকগুলো সকালবেলা উঠে বিষ্টা ঠোকরাবেই ঠোকরাবে।

নিশা। তা দেখ, তুমি এখন একটু ঐ দিকে গিয়ে বোস; আমাদের একটা গোপনীয় কথা আছে, সেরে নিই।

সোনা। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে। তা বাবু মশাই, আমাকে আশা দিয়েছিলেন।

নিশা। হবে, হবে; তার জন্যে তোমার ভাবনা কি? আমাদের দেশে নিয়ে যাব, ভাল চাকরী দেব।

সোনা। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

মাধবী। ওহে নিশাকর!

নিশা। কি বলছো ?

মাধবী। এখন উপায় ? জামাই তো খুনী চার্জ্জে পড়লো দেখছি। যাই হোক, বেঁচে ছিল ; মেয়েটার হাতের নোয়া, মাথার সিঁদুর বজায় ছিল। আমরাই তো সর্ব্বনাশ করলুম ; এ খুনো-খুনীর মূলই আমরা।

নিশা। তুমি কোথাকার লোক হে ! ভয় খাচ্ছ কেন ? আমরা অধর্ম্ম করতে আসিনি ; একটা নিরাশ্রয়া সরলা অবলা দিনরাত চোখের জল ফেলছে, ভেবে ভেবে দেহটা পাত ক'রে ফেললে ! আর কত দিন বাঁচবে ? তার দুঃখে দুঃখিত হয়ে, দুষ্টের দমন করতে এসেছি। আমরা উপলক্ষ মাত্র, যার কাজ তিনিই করছেন। তুমি বেশ জেনো, এর পরিণাম খুব শুভকর।

মাধবী। এখন প্রসাদপুর ছেড়ে যাওয়া কোন রকমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। একটা ফৌজদারী 'কেস' (case) হবেই, যেমন ক'রে হোক, হত-ভাগাটাকে বাঁচাতে হবে তো ? হায় হায় ! এমন সর্ব্বনাশও লোকের হয় ? তোমার কি বোধ হয়, গোবিন্দলাল কি প্রসাদ-পুরে কোন খানে লুকিয়ে আছে ?

নিশা। তুমি ক্ষেপেছ ? যে খুন করেছে, তার প্রাণে ভয় নেই ? সে বোধ হয় এতক্ষণ অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে। আর দেখ, একটা বিশেষ সুবিধা আছে এই যে, প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের আসল নাম কিম্বা পরিচয় কেউ জানে না ! বড় চট্ ক'রে যে পুলিসে খোঁজ করতে পারবে, আমার তা বোধ হয় না।

মাধবী। কে জানে ভাই, আমার মন বড় দাবা খেয়ে পড়েছে। কোনও রকমে সাহস বাঁধতে পারছি নি।

নিশা। কিছু ভয় নেই, কিছু ভয় নেই ; তোমার জামাইকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাবই ; আর তা যদি না হয়, তুমি আমার মুখ দেখ না।

আমার প্রাণে তো খুব ভরসা আছে। চল, এখন খাওয়া-দাওয়া করা যাক্ গে।

মাধবী। না ভাই, আজ আর আমি খাব না।

নিশা। দেখ, এমন ছেলেমানুষী কর তো তোমার সঙ্গে আমি বেড়াব না। ন্যাকামো করছো না কি? মানুষের বিপদ-আপদ নেই? পুরুষ হয়েছ কেন? বুকে বল বাঁধতে পার না! চল, খাবে-দাবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ভ্রমরের কক্ষ।

(ভ্রমর ও যামিনী)

ভ্রমর। দিদি! আমি বাপের বাড়ী ছিলুম, বেশ ছিলুম, আবার হলুদ-গাঁয়ে আনলে কেন? এখানে এলেই আমার বুকের ভেতর হু হু করে, প্রাণ জ'লে ওঠে। কোন দিকে চাইতে পারিনি, কোন ঘরে যেতে পারিনি, কারুর সঙ্গে কথা কইতে পারিনি; আমার সব পুরোন দিন মনে পড়ে, পুরোন সঙ্গীদের মনে পড়ে। অমনি প্রাণের ভেতর কেমন হয়ে যায় আর ছু'চোখ দিয়ে হু হু ক'রে জল প'ড়ে বুক যেন পুকুর হয়ে যায়। দিদি! আমার আর বাঁচবার সাধ নেই। মনে করেছিলুম, তাঁকে না দেখে মরব না; আর পারি নি, আর সয় না, ছোট-খাট বুকে এত বড় বোঝা আর কত দিন বইবো? দেখতে দেখতে কত বছর কেটে গেল। এক

একটা দিন যায়—না যুগ যায়। আর কত দিন মনকে বুঝিয়ে ঠেলে রাখব ?

যামি। ভ্রমর, তুই কেন ভাবছিস ? বাবা যখন নিজে জামাই বাবুর খোঁজ করতে বেরিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন।

ভ্রমর। দিদি, কুহকিনী আশা অনেক কথা কয়। কিন্তু কত দিন আর ভাঙ্গা প্রাণ প্রবোধ দিয়ে বেঁধে রাখি ? দিদি, দেখছ ত, আমায় কাস-রোগে ধরেছে, নিত্যি শরীরক্ষয় ; যম এগিয়ে এসেছে, বুঝি আর এ জন্মে দেখা হ'ল না !

যামি। কচি ছুঁড়ীর মত দেয়ালা করিস নি, সংসারে থাকতে গেলে ঝড়-ঝাপটা আছেই। জামাই বাবু বাড়ী-ছাড়া, বাবাও এখানে নেই, মাতব্বর পুরুষ বাড়ীতে নেই। বাড়ী-ঘর, জিনিস-পত্তর, সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একটু দেখা-শুনা কর্। রায় মশায়ের অত সাধের বাগান অযত্নে একেবারে মাটী হয়ে গেল ! রায় মশায়ের যাওয়া যা', তোরও যাওয়া তা'।

ভ্রমর। দিদি, সে বাগানের কথা মুখে এন না। আমি যমের বাড়ী যেতে বসেছি, আমার সে নন্দনকাননও ধ্বংস হোক্। যম ! আমায় নাও, আমায় ফেলে রেখ না, আমায় নাও।

(ক্ষীরির প্রবেশ)

ক্ষীরি। বৌঠাকরুণ ! বৌঠাকরুণ !

ভ্রমর। কি রে ক্ষীরি, অমন কচ্ছিস কেন ?

ক্ষীরি। সর্ব্বনাশ হয়েছে দিদি ; মেজবাবু রোহিণীকে খুন করেছেন। চারিদিকে পুলিস হৈ-হৈ ক'রে খুঁজ্‌ছে। কি হবে মা, কি হবে ?

যামি। (ক্ষীরির প্রতি) তুই কেমন ক'রে জানলি যে, জামাই বাবু রোহিণীকে খুন করেছে ?

ক্ষীরি। ও মা, তিনিই দেওয়ানজীকে চিঠি লিখেছেন যে, "আমি জেলে, আমায় যদি বাঁচাতে চাও তো, এই বেলা টাকা খরচ কর।"

ভ্রমর। দিদি! কি হবে? বাবা এখানে নেই, কে তাঁকে বাঁচাবে? আমার বিষয়-আশয়, টাকা-কড়ি, গিনি-মোহর, কোম্পানীর কাগজ, গহনা-পত্তর—যা কিছু আছে, সমস্ত খরচ হোক। দিদি! তিনি কি ক'রে বাঁচবেন? কি হ'ল দিদি, কি হ'ল! আমার হাতের নোয়াও বুঝি এত দিনে খোস্‌লো!

যামি। কান্নার সময় ঢের পাবি। বাবা এখানে নেই। এখন আমরা না বুক বাঁধলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

ভ্রমর। দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যা ভাল বোঝ কর। আমার আর কোনও বুদ্ধি নেই, হাত-পা সব পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

যামি। দেওয়ানজী কোথায়? তাঁকে এখানে ডাক্।

ক্ষীরি। ও মা, তিনিই ত তোমাদের এই কথা বলতে বল্লেন। মিন্‌ষে হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে।

যামি। যা, তাঁকে এইখানে ডেকে নিয়ে আয়।

[ক্ষীরির প্রস্থান।

ভ্রমর। দিদি! সব ফুরুলো! আর কি ব'লে আমায় প্রবোধ দেবে? এইবার তুমি মানা করলে তোমার কথা তো শুনবো না। আমি আর আট দিন অপেক্ষা করবো, যদি তিনি নিরাপদে ফিরে আসেন, তবেই ভাল, নইলে আমি আত্মত্যাগ করব, কেউ রাখ্‌তে পারবে না।

যামি। আচ্ছা, যা করিস্ করবি, এখন চুপ কর্।

(ক্ষীরি ও দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেওয়ানজী-ম'শাই! ক্ষীরির মুখে যা শুনলুম, তা কি ঠিক?

দেওয়ান। হ্যাঁ মা, সব ঠিক। মেজবাবু নিজের হাতে চিঠি লিখেছেন।

যামি। বাবুদের অবর্ত্তমানে আপনিই তো আমাদের রক্ষক; এখন আপনি যা ভাল বিবেচনা করেন—করুন।

দেওয়ান। মা, অতটা চিন্তার বিষয় নেই; পিতাঠাকুরেরও চিঠি পেয়েছি, তিনিও সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। আমাকে 'টেলিতে' দু হাজার টাকা পাঠাতে লিখেছেন এবং আপনাদেরও চিন্তিত হ'তে নিষেধ করেছেন। প্রথম পুলিস মেজবাবুর কোনও তদন্ত পায় নি। পত্রপাঠে জানলুম, যশোর জেলাস্থ ফিচেল খাঁ নামে কে এক ডিটেক্‌টিভ, সে না কি, মেজবাবু যে বাড়ীতে ছিলেন, সেখান থেকে কতকগুলি চিঠি-পত্র পেয়ে খুনের তদন্ত ক'রে ফেলেছে। হলুদগাঁয়ে পর্য্যন্ত পুলিসের লোক খুঁজতে এসেছিল।

ভ্রমর। দিদি, নোটে কাগজে আমার কাছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। আমি সব বার ক'রে দিচ্ছি। যেমন ক'রে হোক আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে এনে দাও।

দেওয়ান। মা, অত টাকা পাঠাবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার ঠাকুর বিজ্ঞ ও বিবেচক; তিনি যখন সঙ্গে আছেন, তখন কোন ভয় নেই। আমি পত্র পাঠমাত্র সরকারী তহবিল থেকে ছ হাজার টাকা পাঠিয়েছি। মেজবাবু এখনও ধরা পড়েন নি। যেমন যেমন খবর হবে, আপনার পিতা ঠাকুর তখনই তখনই 'তারে' সংবাদ দেবেন। আপনারা অধৈর্য্য হবেন না।

যামি। এ ঘটনাটা কোথায় হয়েছে? রায় ম'শায় সে মাগীকে নিয়ে কোথায় ছিলেন?

দেওয়ান। তিনি যশোর জেলার সন্নিকটস্থ প্রসাদপুর গ্রামে নাম বদলে

চুণিলাল দত্ত নাম প্রচার করে ছিলেন। মা! আমি এখন চল্লুম, অনেক কাজ বাকী রয়েছে।

[প্রস্থান।

যামি। ছাখ ভ্রমর, এখন যদি জামাইবাবু হলুদগাঁয়ের বাড়ীতে ফিরে এসে বাস করেন, তা হ'লে বোধ হয় কোন আপদ থাকে না।

ভ্রমর। আপদ থাকে না—কিসে বুঝলে দিদি?

যামি। ছাখ, আমার বোধ হয়, জামাইবাবু আপনি হলুদগাঁয়ে এসে বসবেন। প্রসাদপুরের সেই কাণ্ডের পরই যদি তিনি হলুদগাঁয়ে দেখা দিতেন, তা হ'লে তিনিই যে প্রসাদপুরের বাবু, এ কথা লোকের বড় বিশ্বাস হ'ত। এই জন্যে বোধ হয় তিনি আসেন নি। আমার তো খুব ভরসা হয়, তিনি শীঘ্রই এখানে আসবেন।

ভ্রমর। আমার কোন ভরসা নেই!

যামি। যদি আসেন?

ভ্রমর। যদি এখানে এলে তাঁর মঙ্গল হয়, আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন। যদি না এলে তাঁর মঙ্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজন্মে তাঁর হরিদ্রাগ্রামে যেন না আসা হয়। আমি মরি, তাতে ক্ষতি নেই, যা'তে তিনি নিরাপদে থাকেন, ঈশ্বর তাঁকে সেই মতি দিন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গ্রাম্য পথ।

(মাধবীনাথ ও নিশাকরের প্রবেশ)

নিশা। কেমন হে, আমি যা বলেছিলুম, তা ঠিক হ'ল ত? তুমি ভয়ে একেবারে মুস্‌ড়ে পড়েছিলে, আমি ছাতি ফুলিয়ে ভরসা দিয়েছিলুম যে, তোমার জামাইকে যদি না বাঁচাতে পারি তো আমার মুখ দেখ না। এখন একদিন আমায় ভাল ক'রে খাওয়াও।

মাধবী। তা ভাই, তুমি খাবে তার আর কথা কি? যশোর পৌঁছেই প্রমাণের অবস্থা যেরূপ ভয়ানক দেখ্‌লুম, আমি তো ভারি ভয় পেয়েছিলুম। তার পর যখন মেজিষ্ট্রেট্ সেসনে কমিট করলে, আমি ভাবলুম, আর রক্ষা হবে না। সেই সময়ে ঘুস দিয়ে সাক্ষী কটাকে হাত ক'রে ফেলে বড়ই বুদ্ধির কাজ করা হয়েছিল। কেমন বললে—"আমরা গোবিন্দলালকে চিনি না, ঘটনার কিছুই জানি না।" ওঃ! সংসারে কত রকম চরিত্রের লোক আছে দেখ!

নিশা। সে সব কথা নিয়ে আর তোলাপাড়া করছ কেন? এখন মেয়ের বাড়ী গিয়ে খবর দেবে চল। বাড়ীশুদ্ধ লোক হাঁ ক'রে রয়েছে।

মাধবী। মেয়েটার অবস্থা কি যে হয়েছে, তা তো বলতে পারিনে। যে রোগ ধরেছে, হয় তো গিয়ে দেখব—মৃত্যুশয্যায়। ভগবান না করুন, কিন্তু আমার মনের ভেতর কেমন ক'রে উঠছে। জগদীশ্বর জানেন, কি অদর্শনীয় ঘটনা আজ দেখব।

নিশা। তোমার জামাই বাবাজীও কেমন এক 'প্যাটার্নের' লোক! খালাশ পাবামাত্র কোথায় যে ভেসে পড়লেন, কিছুই ঠিক করা গেল না। বোধ হয়, লজ্জায় আমাদের আর মুখ দেখালে না।

মাধবী। সর্ব্বনাশ হ'ল! সংসারটা ছারে-খারে গেল! বড় ঘর দেখে, অনেক আশা ক'রে মেয়েটার বে দিয়েছিলুম, ভগবান্ হাড়ে হাড়ে শিক্ষা দিলেন। এখন চল, অদৃষ্টে যা আছে হবেই। আহা, মেয়েটাকে যেন ভাল অবস্থায় গিয়ে দেখি।

নিশা। তুমি ভাবছ কেন হে? কোন দিক্ বে-পাল্‌ট্‌ হবে না। তুমি চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গোবিন্দলালের প্রবেশ)

গোবি। চুপ! চুপ! কথাটি নয়, সাড়াটি নয়, শব্দটি নয়! গাছেরও কান আছে, গাছগুলো শুন্‌তে পাবে, এখনি আমার কথা চারিদিকে রাষ্ট ক'রে দেবে। আকাশের কান আছে—আকাশও শুন্‌তে পাবে; এখনি গিয়ে দেবতার কাছে বলবে। দেবতারা অমনি আমার মাথায় বজ্রাঘাত করবে। চুপ! চুপ! আস্তে পা ফেল, গলার আওয়াজ যেন না মেশে। সেই হরিদ্রাগ্রাম, সেই পরিচিত পথ-ঘাট, সেই পরিচিত লোকজনের মুখ। আর আমি যা ছিলুম, তা নয়, সে গোবিন্দলাল নয়! আমি বেশ্যাসক্ত, স্ত্রীহত্যাকারী, নরকেও আমার স্থান নেই! আমার বাসের জন্যে স্বতন্ত্র নরক প্রস্তুত হচ্ছে! ভ্রমর! ভ্রমর! আমি তো ভালবাস্‌তে জানিই না, তবে তোমার ভালবাসা যদি যথার্থ হয়, তবে যেন তোমায় একবার দেখতে পাই। আমার পোড়া-মুখ যেন একবার তোমাকে দেখাতে পারি। যাই—যাই; আর দেরী করব না। কে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনের স্রোতের টান বেশী হয় জানতুম, এ টান সে টানের চেয়েও বেশী। যাই—যাই; টানে ভেসে যাই—টানে ভেসে যাই।　　[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

ভ্রমরের কক্ষ।

(ভ্রমর ও যামিনী)

ভ্রমর। দিদি! আজ আমার শেষ দিন—ছেলেবেলা থেকে আমার মনে মনে বড় সাধ ছিল যে, পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আলো গায়ে মেখে, চাঁদের পানে চাইতে চাইতে মরব। দিদি, আজ সেই দিন, কেমন চাঁদ উঠেছে দেখ, ফিন্‌কি দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে। দেখিস দিদি, যেন আজকার রাত্তির পালিয়ে না যায়!

যামি। ভ্রমর, এই ওষুধটা খা।

ভ্রমর। দিদি, আর কেন ওষুধ দিচ্ছ? তুমি কি বুঝছো না, আজ আমার শেষ দিন? ওষুধে কিছু হবে না! দিদি, কাঁদছো? আমার এক ভিক্ষা, আজ কেঁদ না।—আমি মরলে পরে কেঁদো—আমি বারণ করতে আসব না।

যামি। ভ্রমর! ভ্রমর! হতভাগিনি! তুই জন্মেই কেন মরলিনি? চিরকালটা কষ্ট পেলি—চিরকালটা কেঁদে কাটালি! আজ তোর এই দশা, আমি বড় বোন—আমায় দেখতে হ'ল!

ভ্রমর। দিদি, একটা বড় দুঃখ রইল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ ক'রে কাশী যান, সে দিন কাঁদতে কাঁদতে দেবতার কাছে যোড়-হাতে ভিক্ষা চেয়েছিলুম, এক দিন যেন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। স্পর্দ্ধা ক'রে বলেছিলুম, আমি যদি সতী হই, তবে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। কৈ দিদি, আর তো দেখা হ'ল না! আজকের দিনে—মরবার দিনে, যদি একবার দেখা পেতুম! এক দিনে, দিদি, সাত বছরের দুঃখ ভুলতেম।

স্বামি। ভ্রমর! সতীর প্রতিজ্ঞা কখন বিফল হয় না। তা হ'লে সৃষ্টি মিথ্যা, সংসার মিথ্যা, ভগবান্ মিথ্যা।

ভ্রমর। একবার দেখা দিদি! একবার তাঁকে দেখা। ইহজন্মে আর একবার দেখি! এই সময় আর একবার তাঁকে দেখি। ছিঃ দিদি! আবার কাঁদছো? আমার মরবার সময়ের সামান্য অনুরোধটি রাখবে না?

(ক্ষীরির প্রবেশ)

ক্ষীরি। এই নাও বড় দিদি, ফুল এনেছি।

ভ্রমর। দাও দিদি, আমার বিছনায় ফুল ছড়িয়ে দাও। আমি ফুল-শয্যায় শুয়ে হাসতে হাসতে মরি। (শয্যার উপর ফুল দেওন) ক্ষীরি! তোকে একটা কথা বলি।—তোকে অনেক মেরেছি ধরেছি, সে সব কিছু মনে করিস নি। তোকে বড় ভালবাসতুম, তাই মেরেছিলুম। আমার ভালবাসার মার তুই মনে ক'রে রাখিস নি।

ক্ষীরি। বৌঠাকুরুণ, কি বলছ! আমার বুক ফেটে যায়।

ভ্রমর। দিদি! আমি বড় অভাগী। অনেক পাপ করেছিলুম, মরবার সময় একবার স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'ল না। তাঁর বিপদ শুনেছিলুম, উদ্ধার পেলেন কি না, তাও জানতে পারলুম না। বাবাও এত দিনে বাড়ী এসে পৌঁছিলেন না। স্বামী, পিতা, আত্মীয়-স্বজন, মৃত্যুকালে কারুর সঙ্গে দেখা হ'ল না—এ কি কম দুঃখ দিদি?

স্বামি। ভ্রমর, তুই ভাবিস নি। স্বামীর সঙ্গে দেখা না ক'রে, বাবার সঙ্গে দেখা না ক'রে, তোর সাধ্য কি যে তুই মরিস; তা হ'লে যে সতী নাম মিথ্যা হবে।

(মাধবীনাথের প্রবেশ)

মাধবী। মা, মা, ভ্রমর! আমি এসেছি মা! হ্যাঁ মা, তোকে কি এই অবস্থায় দেখব ব'লে ফিরে এলুম? জগদীশ্বর! তোমার মনে এই ছিল? আমার এই সর্ব্বনাশ করলে!

ভ্রমর। বাবা, তুমি এসেছ? আমার স্বামীর কি হ'ল বাবা? তাঁর আর কোন বিপদ নেই তো? আমার সঙ্গে দেখা না হোক, তাতে আমার দুঃখ নেই। তিনি নিরাপদ—এই খবরটি আমায় দাও। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরি।

মাধবী। হ্যাঁ মা, তোমার স্বামী খালাস পেয়েছে, আমি সঙ্গে ক'রে আনব মনে করেছিলুম, তা সে যে কোথায় গেল, অনেক খুঁজেও সন্ধান করতে পারলুম না।

ভ্রমর। তা হোক, তিনি না আসুন, তাতে আমার নূতন দুঃখ কিছুই নেই। বাবা, সত্য বলছো, তিনি খালাস পেয়েছেন? আমায় মরবার সময় মিছে প্রবোধ দিচ্ছ না?

মাধবী। না, মা, না। আমি তোমার বাপ—মিথ্যা কথা অধর্ম্ম, তা আমি জানি।

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেওয়ান। বড় মা, বড় মা, মেজবাবু বাড়ী এসেছেন। আহা, কি শ্রী হয়ে গেছে! দেখলে বুক ফেটে যায়। তিনি বাইরের রোয়াকে এসে চুপ ক'রে ব'সে আছেন। আমি দেখে আপনাদের তাড়াতাড়ি খবর দিতে এলুম।

ভ্রমর। দিদি! কি শুনছি? আমি কি স্বপ্ন দেখছি না কি? দিদি, দিদি, আমার বুক চেপে ধর, বুক বুঝি ফেটে যায়।

যামি। (দেওয়ানজীর প্রতি) আপনি ভ্রমরের অবস্থার কথা তাঁকে গিয়ে বলুন। তিনি এখনই আসবেন। আরও বলবেন, আর সময় নেই, যদি এই বেলা আসেন ত দেখা হবে।

দেওয়ান। মা, তিনি দেখা করতেই এসেছেন, তবে লজ্জায় বাড়ীর ভেতর ঢুকতে পারছেন না।

ভ্রমর। দিদি, তাঁকে লজ্জা করতে বারণ কর। আমার মনে কোন দুঃখ নেই,—একবার আমায় দেখা দিলেই আমি সব জ্বালা ভুলে যাব।

যামি। আপনি যান, আর দেরী করবেন না, তাঁকে পাঠিয়ে দিন গিয়ে।

[দেওয়ানজীর প্রস্থান।

বাবা, তুমি এখন এখান থেকে যাও। মেয়েটি মরবার সময় তার কর্ত্তব্য কাজ ক'রে মরুক।

মাধবী। (গোবিন্দলালের উদ্দেশে) পাষণ্ড! নরাধম! আমি আর কখনও তোর মুখ দর্শন করব না।

[প্রস্থান।

যামি। ভ্রমর, দেখ্‌লি? আমি বলেছিলুম, সতীর প্রতিজ্ঞা কখনও বিফল হয় না। বাবার দেখা পেলি, স্বামীর সঙ্গে দেখা সম্ভব ছিল না, কখনও আশা করেছিলি কি? সে দেখাও হ'ল।

ভ্রমর। দিদি, আমার কান্না আসছে। তোমায় কাঁদতে মানা করেছিলুম, এখন আমার চোখে জল আসছে; আবার বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু আমি আর বাঁচবো না। দিদি, আজ আমার শেষ দিন।

(গোবিন্দলালের প্রবেশ)

গোবি। ভ্রমর! ভ্রমর! আমার সাধের ভ্রমর! আমার বড় ভালবাসার ভ্রমর! আমার কালো ভ্রমর! আমার সুন্দর ভ্রমর!

কোথা যাচ্ছ ? স্বর্গের জিনিষ স্বর্গে চ'লে ? আমি নরকের কীট—জ্ব'লে পুড়ে মরবার জন্যে বেঁচে রইলুম ! নরক আর কোথা ? এই সংসারই নরক ।

ভ্রমর। আমার সর্ব্বস্বধন ! আমার প্রাণ-আলো-করা দেবতা ! তোমার পা আমার মাথায় দাও। তোমার পায়ের ধূলো আমার আঁচলে বেঁধে দাও। আমি বড় ভাগ্যবতী—স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরছি। মাথার সিঁদুর মাথায় রেখে মরছি। হাতের নোয়া হাতে প'রে মরছি। যদি তোমার দেখা না পেতুম, বড় দুঃখে মরতুম। আমার আর খেদ নেই।

গোবি। ভ্রমর ! ভ্রমর ! তুমি যাচ্ছ—আমি কাকে নিয়ে থাকব ? আর যে আমার কেউ নেই, আমি কি নিয়ে বাঁচব ?

ভ্রমর। আর পারব না—প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে আর পারব না, আর সময় নেই, কাছে এসো, আরও কাছে এসো। আমার দেহটাকে যখন চিতার ওপর তুলে দেবে, তুমি সাম্নে দাঁড়িয়ে থেক। যতক্ষণ না আমি ছাই হয়ে যাই, তুমি সেই চিতার কাছে থেক। আমার মৃত্যুকালের এই মিনতি রেখ। আমি যাই, তোমার কাছে আমি অনেক দোষ করেছি, সে সকল ভুলে যাও। আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মান্তরে সুখী হই। যেন জন্মান্তরে তোমার ভ্রমর তোমার কোলে মাথা রেখে এমনি ক'রে মরে। স্বামি—পতি—প্রাণেশ্বর—আ—মি—যা—ই—

[মৃত্যু।

গোবি। আ—হা হা !

অষ্টম দৃশ্য

বারুণীর ঘাটের পথ।

(গোবিন্দলালের প্রবেশ)

গোবি। চলো—চলো—সেই মহা পথে চলো, সেই চিরশান্তির পথে চলো, সেই নির্ব্বাণমুক্তির পথে চলো। আর কেন? অনেক খেলা ত খেল্‌লে, অনেক জিনিষ ত দেখ্‌লে, অনেক আঘাত ত বুকে নিলে! এখনও কি তৃপ্তি হয় নি? জীবনের আর কিছু বাকী আছে কি? সৎ-পথ, কু-পথ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, স্ত্রীর ভালবাসা, বেশ্যার ভালবাসা, সব রকম ত দেখ্‌লে! পরিশেষে স্ত্রীহত্যাকারী পর্য্যন্ত হ'লে! একটাকে নিজের হাতে গুলী ক'রে মারলে, আর এক জনকে যন্ত্রণা দিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে এক রকম গলা টিপে মারলে। আরও বাঁচতে সাধ হয়? পৃথিবীতে থাকতে আরও মন চায়? না, আর না; আজ সব জ্বালা শেষ করতে হবে, সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, অন্তরে আর কিছুই নেই, কেবল রোহিণী আর ভ্রমর। যে দিকে দেখি, যে দিকে চাই, কেবল রোহিণী আর ভ্রমর! ঐ গাছের তলায় ভ্রমর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই যে ভ্রমর ছিল, আর নেই। এই যে রোহিণী এলো, আবার কোথায় গেল? ঐ যে পাখী ডাকৃছে—আমার ভ্রমর কথা কইছে। ঐ যে শুক্‌নো পাতা নড়ছে, রোহিণী আসছে! বাতাসে গাছের শাখা দুলছে, বুঝি ভ্রমর নিশ্বাস ফেলছে। ঐ যে দোয়েল ডাকৃছে, বুঝি রোহিণী গান গাইছে। ঐ যে ভ্রমর! ঐ যে রোহিণী! ভ্রমর —রোহিণী, রোহিণী ভ্রমর। এ বিশ্ব-সংসার ভ্রমর-রোহিণীময়। উঃ, ঝড় উঠলো যে! আমার বুকের ঝড় আরও প্রবল করবার

অন্ত বুঝি ঝড় উঠলো। উঠুক ঝড়, সংসার ওলট-পালট ক'রে দিক। সৃষ্টি-সংসার ডুবে যাক্।

(পটপরিবর্ত্তন)

এই যে আমার সেই সাধের বারুণী পুকুর! সেই সাধের বাগান। আহা, অমন বাগান এমন হয়েছে! অমন ফুলবাগান কে শ্মশান করলে রে? এই যে বারুণীর জল ফুলে ফুলে উঠছে। উঠুক ঢেউ— আরও উঠুক, আরও উঁচু হোক—বাঃ! বাঃ! ঢেউগুলি যেন আমার মন বুঝতে পেরে, আদর ক'রে আমায় ডাক্‌ছে। তরঙ্গের রঙ্গ দেখছ? কি মজা, কি মজা! আমি ঐ ঢেউয়ের কোলে গিয়ে শোব। বারুণীর শীতল গর্ভে মিশিয়ে থাকব। ভ্রমর আমায় তুলে নেবে, আর কেউ পারবে না।

(রোহিণীর ছায়া-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

কে ও? রোহিণী? রোহিণী? আবার রোহিণী! আমি যে নিজের হাতে গুলী ক'রে মেরেছি, আবার কি ক'রে সে বেঁচে এল?

ছায়া-মূর্ত্তি। এইখানে!

গোবি। এইখানে কি?

ছায়া-মূর্ত্তি। এমনি সময়ে—

গোবি। এইখানে—এমনি সময়ে—কি রোহিণি?

ছায়া-মূর্ত্তি। এইখানে—এমনি সময়ে—আমি ডুবেছিলুম।

গোবি। আমি ডুববো?

ছায়া-মূর্ত্তি। হাঁ, এস। ভ্রমর স্বর্গে ব'সে ব'লে পাঠিয়েছে, তার পুণ্যবলে আমাদের উদ্ধার করবে। প্রায়শ্চিত্ত কর—মর।

(ছায়ামূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান)

গোবি। কৈ? কোথায় গেল? ছায়ার দেহ ছায়ায় মিশিয়ে গেল! রোহিণী আমায় ডুবতে বলতে এসেছিল। ভ্রমর স্বর্গ হ'তে ব'লে পাঠিয়েছে, তার পুণ্যবলে আমাদের উদ্ধার করবে। ভ্রমর! ভ্রমর!—বলতে সাহস হয় না—আমি পাপী—মহাপাপী—তুমি একবার দেখা দাও। তোমার মুখ থেকে একবার শুনি, তুমি আমাদের উদ্ধার করবে। তুমি আমার পায়ের ধুলো নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে মরেছিলে, এ সময়ে একটিবার দেখা দাও, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরি।

(ভ্রমরের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির আবির্ভাব)

আহা! এই যে আমার ভ্রমর! দিগ্‌দিগন্ত আলো ক'রে এই যে আমার জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমর সম্মুখে উদয়! পায়ের তলায় সোনার অক্ষরে ও কি লেখা রয়েছে!—

"যে সুখে দুঃখে দোষে গুণে ভ্রমরের সমান হইবে,
আমি তাহাকে স্বর্ণ-প্রতিমা দান করিব।"

আহা, আমার ভ্রমর! আমার সেই ভ্রমর! সুখে দুঃখে, দোষে গুণে, আমার ভ্রমরের সমান কে ছিল? আমার ভ্রমরের সমান কেউ হবে না। এ স্বর্ণ-প্রতিমা কেউ নিতে পারবে না। কালের অক্ষয় গর্ভে, স্মৃতির অনন্ত চিত্রপটে, এ প্রতিমা চিরদিন অঙ্কিত থাকবে। ভ্রমর! ভ্রমর! আমি যাই; তুমি আশ্বাস দিয়েছ—আমাদের উদ্ধার করবে, আর ভয় কি? আমি যাই! ভ্রমর! ভ্রমর! আমার সাধের ভ্রমর!

[বারুণী-বক্ষে ঝম্প প্রদান।

যবনিকা